

কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় মহানারায়ণ উপনিষৎ

সমস্ত মন্ত্র ও মন্ত্রার্থ এবং আচার্য্য নারায়ণ কৃত দীপিকা সম্বলিত

প্রতি যাত্রোপজীবি
শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুমিত



শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র

বেঙ্গল

প্রকাশক—

শ্রীমতী হুগেশানন্দ

২১১ এ, গিরিশ ঘোষ রোড, বেলুড়

ডাকঘর বেলুড়মঠ, মেলা হাওড়া

পশ্চিমবঙ্গ পিন-৭১১২০২

প্রথম প্রকাশ ১৩৫৫ সাল

পুস্তক প্রাপ্তিস্থান

১। প্রকাশকের নিকট

২। সংকৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

৩। মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্রীমোচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩
ফোন : ৩১-১৪৭২

৪। 'সর্বোদয় বুক স্টল'
হাওড়া স্টেশন
রেল অফিসস্থান বিভাগের নিকট

৫। জয়গুরু পুস্তকালয়
১২/১ বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

৬। রায়কৃষ্ণ বুক স্টল
দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির।

মূলক—

শ্রীহরমল দাস, আদর্শ প্রেস

৭, গিরিশ বিহারী লেন,

কলিকাতা-১১

মুঠা-পত্র

প্রভাবনা	(৫)
নিবেদন	(১৭)
শান্তি পাঠ	(১৪)
বহানারারণপ্রভা	(১৫)
প্রথম অঙ্কবাক্	১
দ্বিতীয় অঙ্কবাক্	৩৩
তৃতীয় অঙ্কবাক্	৩৬
চতুর্থ, পঞ্চম অঙ্কবাক্	৩৭
ষষ্ঠ, সপ্তম অঙ্কবাক্	৩৮
অষ্টম, নবম অঙ্কবাক্	৪০
দশম অঙ্কবাক্	৪১
একাদশ অঙ্কবাক্	৪২
দ্বাদশ অঙ্কবাক্	৪৩
ত্রয়োদশ অঙ্কবাক্	৫৭
চতুর্দশ, পঞ্চদশ অঙ্কবাক্	৬২
ষোড়শ অঙ্কবাক্	৬৪
সপ্তদশ, অষ্টাদশ, উনবিংশ, বিংশ, একবিংশ, দ্বাবিংশ, ত্রয়োবিংশ,	
চতুর্বিংশ অঙ্কবাক্	৬৫
পঞ্চবিংশ, ষড়্‌বিংশ, সপ্তবিংশ, অষ্টাবিংশ অঙ্কবাক্	৬৬
উনত্রিশ, ত্রিশ অঙ্কবাক্	৭০
একত্রিশ, দ্বাত্রিশ অঙ্কবাক্	৭১
ত্রয়ত্রিশ, চতুত্রিশ অঙ্কবাক্	৭৩
পঞ্চত্রিশ অঙ্কবাক্	৭৪

ষট্‌ত্রিংশ অম্বাক্	৭৬
সপ্তত্রিংশ, অষ্টত্রিংশ অম্বাক্	৭৮
উনচত্বারিংশ, চত্বারিংশ অম্বাক্	৮০
একচত্বারিংশ অম্বাক্	৮৫
দ্বিচত্বারিংশ, ত্রিচত্বারিংশ অম্বাক্	৮৬
চতুঃচত্বারিংশ, পঞ্চচত্বারিংশ অম্বাক্	৮৭
ষট্‌চত্বারিংশ, সপ্তচত্বারিংশ, অষ্টচত্বারিংশ অম্বাক্	৮৮
উনপঞ্চাশো, পঞ্চাশো, একপঞ্চাশো অম্বাক্	৮৯
দ্বিপঞ্চাশো, ত্রিপঞ্চাশো, চতুঃপঞ্চাশো অম্বাক্	৯০
পঞ্চপঞ্চাশো, ষট্‌পঞ্চাশো, সপ্তপঞ্চাশো, অষ্টপঞ্চাশো অম্বাক্	৯১
উনষষ্টিতমো, ষষ্টিতমো অম্বাক্	৯২
একষষ্টিতমো, দ্বিষষ্টিতমো, ত্রিষষ্টিতমো অম্বাক্	৯৩
চতুঃষষ্টিতমো অম্বাক্	৯৪
পঞ্চষষ্টিতমো, ষট্‌ষষ্টিতমো অম্বাক্	৯৬
সপ্তষষ্টিতমো অম্বাক্	৯৯
অষ্টষষ্টিতমো অম্বাক্	১০২
উনসপ্ততিতম অম্বাক্	১০৩
সপ্ততিতম অম্বাক্	১০৪
একসপ্ততিতমো অম্বাক্	১০৫
দ্বিসপ্ততিতমো, ত্রিসপ্ততিতমো অম্বাক্	১০৬
চতুঃসপ্ততিতমো, পঞ্চসপ্ততিতমো, ষট্‌সপ্ততিতমো অম্বাক্	১০৭
সপ্তসপ্ততিতমো, অষ্টসপ্ততিতমো অম্বাক্	১০৮
একোনশীতিতমো অম্বাক্	১১২
অশীতিতমো অম্বাক্	১২২

প্রস্তাবনা

প্রায় বিংশবর্ষ পূর্বে মহানারায়ণ উপনিষদের অধ্যয়ন ও অন্বেষণ আরম্ভ করিয়াছিলাম। অনিবার্হা বিপর্যয় অকস্মাৎ উপস্থিত হওয়ায় এই মহাগ্রন্থের অন্বেষণ এত বর্ষ বিলম্বিত হইল। অন্তকাল আসন্ন জানিয়া এই অন্বেষণ সমাপ্ত করিলাম। ইহার সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ও প্রথমভাগের অন্বেষণ ১৩৬৬-সালে 'ভাবমুখে' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বাহির হয়। মদনমুদিত শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার তৃতীয় ষট্কেয় পরিশিষ্টে ইহা পুনরায় প্রকাশ করিয়াছি। মস্তুতি এই প্রাচীন উপনিষদের মন্তাবলী ও প্রাঞ্জল মন্তাব এবং আচার্য্য-নারায়ণ রচিত হস্তাপা দীপিকা সহ প্রকাশ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। দীপিকাকার নারায়ণ দীপিকার শেষ শ্লোকে এইরূপে আশ্বস্তুপরিচয় দিয়াছেন।

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।

অস্তুপষ্টপদ বাক্যানাং মহানারায়ণপ্রভা ॥

শ্রুতিমাত্রোপজীবী নারায়ণ কতৃক উক্ত উপনিষদের অস্তুষ্ট পদ ও বাক্য সমূহের দীপিকা রচিত। এই দীপিকার নাম মহানারায়ণপ্রভা। আচার্য্য নারায়ণের উপজীবীকা শ্রুতিমাত্র, বেদমাত্র ছিল। তিনি বেদজ্ঞ নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং বেদপাঠে ও বেদার্থ রচনায় জীবন যাপন করেন। মাণ্ডুক্যাদি আরও কয়েকটি উপনিষদের দীপিকা তিনি রচনা করিয়াছেন। বোম্বাই স্টাফ্ কর্পস্ অফিসার কর্ণেল জি. এ. জ্যাকব উক্ত উপনিষদের নারায়ণ কৃত দীপিকা সংগ্রহ ও সংশোধনান্তে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বর পুণা হইতে প্রকাশ করেন। ইহা পুনঃমুদ্রিত হয় নাই। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে এই দীপিকা আমার হস্ত-গত হয়। তখন উহার সমগ্র অন্বেষণ দীপিকাসহ প্রকাশের আগ্রহ জাগিল। ৮৭ বৎসর পূর্বে মুদ্রিত দুইখণ্ড জীর্ণ, ছিন্ন, ক্ষুদ্র গ্রন্থ কলিকাতা

সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরী হইতে আনাইয়া স্বহস্তে গ্রহণ মাত্র আমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল এবং পড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম।

আমার অনুরোধে ধর্মচক্রের সম্পাদক শ্রীবলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় সযত্নে উক্ত উপনিষদের মন্তাবলী ও দীপিকা নকল করিয়া দিলেন। ইহাতেই বাংলা অল্পবাদ অতিকষ্টে অল্পের দ্বারা লিখাইলাম। ভাগ্যদোষে এগার বৎসর পূর্বে আমি অন্ধ হইয়া পড়িয়াছি এবং আদৌ লিখিতে বা পড়িতে পারি না। এই অক্ষমতার নিমিত্ত মন্তাব্য প্রভৃতি রচনা অতি কষ্টে অল্প দ্বারা করাইলাম।

মহানারায়ণ একটি প্রাচীন ও প্রধান উপনিষৎ এবং কঠ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎযুগল সদৃশ কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত। যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ ইহার ঋষি বলিয়া ইহার অন্য নাম যাজ্ঞিকী উপনিষদ্। ভাস্কর সায়নাচার্য্যের মতে কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা দশ প্রপাঠকে বিভক্ত এবং উহার নবম ও দশম প্রপাঠকই যথাক্রমে তৈত্তিরীয় ও মহানারায়ণ উপনিষৎ। দক্ষিণ ভারতে ধর্মাস্তান উপলক্ষে এই উপনিষদের অথও পাঠ প্রচলিত। সায়না-চার্য্যের পূর্বেই ভট্টভাস্কর সমগ্র কৃষ্ণযজুর্বেদের ভাস্ক রচনা করিয়াছিলেন। তিনি প্রপাঠকের পরিবর্তে “প্রশ্ন” ব্যবহার করেন ও বলেন, এই দুই উপনিষৎ কৃষ্ণযজুর্বেদের দুই শেষ প্রশ্ন। পূর্বোক্ত উভয় ভাস্কর কর্তৃক মহানারায়ণের যাজ্ঞিকী উপনিষদ্ নাম গৃহীত।

তৈত্তিরীয় আরণ্যক উপনিষদ্ ভট্টভাস্কর কৃত ভাষ্যসহ মহীশূর বিবলোথিকা সংস্কৃত সিরিজ হইতে এবং সায়নকৃত ভাষ্যসহ পুণা আনন্দাশ্রম সংস্কৃত সিরিজ হইতে প্রকাশিত। কর্ণেল জি, এ, জ্যাকব কর্তৃক সম্পাদিত ও বোম্বাই সংস্কৃত সিরিজ হইতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মহানারায়ণ উপনিষদের সহিত নারায়ণ কৃত দীপিকা পাণ্ডুরায়ায়। মাদ্রাজনগরস্থ আড্ডেয়ার লাইব্রেরী সিরিজে যাজ্ঞিকী উপনিষৎ প্রকাশিত। উক্ত উপনিষদের সরল ইংরাজী অল্পবাদ মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের স্থপতিত স্বামী বিমলানন্দ সযত্নে করিয়াছেন

এবং উহার সবল সংস্কৃত টীকাও লিখিয়াছেন। ভট্টভাস্কর ও সায়নাচার্য্য কৃত ভাষাঙ্কয়ের আলোকে এই সংস্কৃত টীকা রচিত মনে হয়। ইহা মাত্ৰাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের উপনিষৎ সিরিজে প্রকাশিত। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ তুলা মহানারায়ণ উপনিষৎ শিক্ষাবল্লী, আনন্দবল্লী ও ভৃগুবল্লীতে বিভক্ত। বর্তমান সংস্করণে মহানারায়ণ উপনিষৎ অশীতি অঙ্কবাক্যে সমাপ্ত। ইহাই অঙ্ক পাঠরূপে পরিগণিত। ত্রাবিড় পাঠ অনুসারে এই উপনিষৎ চতুঃষষ্টি অঙ্কবাক্যে সমাপ্ত। ভাষ্যকার ভট্টভাস্কর কর্তৃক উক্তপাঠ পরিদৃষ্ট। আনন্দাশ্রম সংস্করণে যে পরিশিষ্ট সংযোজিত, তাহাতে দশম প্রপাঠক নারায়ণ উপনিষৎ নামে প্রকাশিত। অবশ্য ভট্টভাস্কর ও সায়নাচার্য্য কর্তৃক তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম প্রপাঠক খিল বা পরিশিষ্ট রূপেই বিবেচিত। সায়নাচার্য্য স্বয়ং লক্ষ করিয়াছেন, কর্ণাটকে প্রচলিত আলোচ্য উপনিষৎ নবতি অঙ্কবাক্যে সমাপ্ত। আচার্য্য শঙ্কর এই উপনিষদের ভাষ্যরচনা করেন নাই; কিন্তু তৎকৃত ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের চই স্থানে (৩৩২৪ এবং ৩৪১২০) এই উপনিষদের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য বলেন, “তৈত্তিরীয় সংহিতা ও ব্রাহ্মণ কথনান্তে কৰ্ম, উপাসনা ও জ্ঞান সম্বন্ধে যাহা অনুক্ত ছিল, তাহাই প্রকীর্ত্তি গ্রন্থে কথিত হইল।” তিনি আরও বলেন, “ইহার আরম্ভে পরমাত্মার বর্ণনা ও সমাপ্তিতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়স্বরূপ প্রব্রজ্যার প্রশংসা থাকায় ইহা উপনিষৎ নামে খ্যাত হইবার যোগ্য। ঋগ্বেদে ভাষ্যের উপোদ্ঘাতে শ্রীমৎ সায়নাচার্য্য খেদসহ বলেন, “বেদমহুচ্চাৰ্য্য পরনিন্দারতকলহেতু লৌকিকীং বার্তাং সব্রজোচ্চাৰয়তঃ স্পষ্ট এব বাচি ভাগ্যাভাবঃ।” ইহার অর্থ, “বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়ন না করিয়া পরচর্চা, মিথ্যা ও বিরোধের কারণ গ্রাম্য কথায় সব্রজ লোকে অল্পবক্ত হওয়ায় বাক্যে তাহাদের ভাগ্যহীনতা স্পষ্টভাবে প্রকটিত।” সুতরাং বৈদিক সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার করিলে আমাদের বাক্য-দৈন্ত্য হ্রাস পাইবে ও স্মৃতি আসিবে। মনে রাখিতে হইবে, হিন্দু ধর্মের চতুর্বেদই পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মসাহিত্য।

বোম্বাই নির্ণয় সাগর প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত ১০৮ উপনিষৎ সম্বন্ধিত একটি গ্রন্থ সাধু জীবনের প্রারম্ভেই আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম এবং প্রধান উপনিষৎ সমূহের মন্তাবলী প্রাতঃকালে আবৃত্তি করিতাম। বেলুড়মঠে ত্রৈলোক্যরূপে ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে মহানারায়ণ উপনিষদের মন্তাবলী নিত্য পাঠে কৰ্ত্ত্ব্য করিয়াছিলাম। পরে সন্ন্যাস গ্রহনাশ্তে বুঝিলাম, বিরজাহোমের মন্তাবলী উল্লিখিত উপনিষদে সন্নিবিষ্ট। মাত্ৰাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হইতে প্রকাশিত উক্ত উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ পাঠে ইহার বাংলা অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাতে কলিকাতা বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত “উপনিষৎ গ্রন্থাবলীতে” (২য় খণ্ড) মহানারায়ণ উপনিষদের স্থলনিত অনুবাদ হইতে প্রচুর সাহায্য লইয়াছি। কর্ণেল জি, এ, জ্যাকব সাময়িক অফিসার হইয়াও ভারতের সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়নে অল্পবয়সে হন এবং দুস্ত্রাপ্য হস্ত লিখিত বহু পুঁথি সংগ্রহ পূর্বক প্রকাশ করেন। ১৮৮৬ খৃঃ আগষ্টমাসে ইণ্ডিয়ান এন্টিকোয়ারি (Indian Antiquary) পঞ্চদশ খণ্ডে ৭০ পৃষ্ঠায় কর্ণেল জ্যাকব আচার্য্য নারায়ণ সম্বন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর তিনি নারায়ণ রচিত অনেক দীপিকা সংগ্রহ করেন। এই সমস্ত দীপিকা উপনিষদের উপর লিখিত এবং উক্ত উপনিষৎ সমূহের ভাষ্য শংকরাচার্য্য কর্ত্ত্বক রচিত। উল্লিখিত দীপিকা সমূহের শেষে নারায়ণ শঙ্করোক্ত উপজীবী রূপে আত্মপরিচয় দেন। ইহাতে প্রমাণিত হয়, নারায়ণ শঙ্করের পরবর্ত্তীকালে আবির্ভূত হন।

কর্ণেল জ্যাকব সম্পাদিত দীপিকার সহিত প্রদত্ত মহানারায়ণ উপনিষদের ইংরাজী ভূমিকার বঙ্গানুবাদ নিয়ে প্রদত্ত হইল। “তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম প্রপাঠকের অঙ্গীভূত উপনিষদ পণ্ডিতগণের নিকট পরিচিত এবং কলিকাতা ও বোম্বাই হইতে প্রকাশিত। ইহার অথর্ববেদীয় পাঠ এই গ্রন্থে সৰ্ব্ব প্রথম মুদ্রিত হইল। বৰ্ত্তমান আকারে ইহা বৃহন্নারায়ণ নামে উক্ত

হইলেও আমি দীপিকাকার নারায়ণ কর্তৃক ব্যবহৃত নাম গ্রহণ করিয়াছি। এইনাম দুইটি অনেক প্রাচীন পুঁথিতেও দৃষ্ট হয়। ইহার দীপিকা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বলিয়া প্রতীত হয়। ভারতে প্রকাশিত কোন সংস্কৃত পুঁথির তালিকাতেও ইহার উল্লেখ নাই। এবং প্রাচ্যভূবিদ পণ্ডিতগণের রচনাতেও উহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। চর্ভাগাক্রমে পুণা শহরে সরকার কর্তৃক সংগৃহীত পুঁথিসমূহের মধ্যে উহার একটি মাত্র পুঁথি সম্পাদন করিতে বাধ্য হইয়াছি। কলিকাতা, কাশী ও বোম্বাই শহরে উহার দ্বিতীয় পুঁথি সংগ্রহে অক্ষম হইয়া ইহাকে অমুদ্রিত না রাখিয়া ভবিষ্যতে সংশোধনের আশায় ইহাই প্রকাশ করিলাম। যদিও আচার্য্য নারায়ণ অনেক উপনিষদের দীপিকা রচনা করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার কোন জীবনী পাওয়া যায় না এবং কখন ও কোথায় তিনি জীবিত ছিলেন, তাহাও জানা যায় না। মাণ্ডুকা উপনিষদের দীপিকায় আচার্য্য নারায়ণ উল্লেখ করেন, বত্সাকর তাঁহার পিতা ও শ্রীনাথ তাঁহার পিতামহ ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে ইহা বাতীত আর কিছু আমি জানি না। আমার মন্তব্যের প্রয়োজন নাই যে, দীপিকার অন্তর্নিহিত উপনিষৎ পাঠই আমি গ্রহণ করিয়াছি। এই বিষয়ে দীপিকায় যতটুকু জানা যায়, ততটুকুই আমি গ্রহণ করিয়াছি। সায়নসদৃশ নারায়ণ সমগ্র উপনিষদের ব্যাখ্যা করেন নাই। শুধু যে জটিল অংশ সমূহের ব্যাখ্যা প্রয়োজন, সেই সেই অংশের দীপিকা তিনি লিখিয়াছেন। দীপিকার শেষোক্ত শ্লোকে নারায়ণ মন্তব্য করেন, আমি অম্পষ্ট পদ ও বাক্য সমূহের ব্যাখ্যা করিয়াছি, সমুদ্র উপনিষদের ব্যাখ্যা করি নাই। সুতরাং তৎকৃত দীপিকায় সমগ্র উপনিষৎ উল্লিখিত নাই। ভাগ্য ক্রমে আমি একটি পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলাম; যাহাতে দীপিকাস্থ উপনিষদের অংশ সমূহ উল্লিখিত। ইহাতে অল্পমিত হয়, যে পুঁথি অবলম্বনে দীপিকা রচিত হয়, তাহা এই পুঁথি সদৃশ। বিভিন্ন সংহিতার উদ্ধৃতিসমূহ নারায়ণ উপনিষদে সম্বলিত। আচার্য্য নারায়ণ

কর্তৃক উদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত উক্তিসমূহ পূর্ণ মাত্রায় দীপিকায় বর্ণনাস্থানে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি। কতিপয় উক্তির উৎস সন্ধানে আমি অক্ষম হইয়াছি।

বর্তমান সংস্করণ প্রনয়ণে নিম্নলিখিত পুঁথি সমূহ ব্যবহৃত হইয়াছে।

(ক) বোম্বাই নগরে সরকার সংগৃহীত পুঁথি সমূহের মধ্যে এক সেট উপনিষৎ ছিল। তন্মধ্যে একটি পুঁথি ১৮৮৩-৮৪খৃঃ সংরক্ষিত। উহাতে মহানারায়ণ উপনিষদের যে মূল অংশ ছিল, তাহা অনেকাংশে মৌলিক মনে হয়। উহা অধ্যাপক পিটারসন আমাকে পড়িতে দেন।

(খ) পুনায় সরকার সংগৃহীত পুঁথি সমূহের সহিত ১৮৮০-৮১খৃঃ উনষাট উপনিষদের মধ্যে একটি উপনিষৎ সংযোজিত হয়। ঐ পুঁথি স্পষ্ট ভাবে হস্ত লিখিত এবং বিশ্বাস যোগ্য। উহা গুজরাট হইতে সংগৃহীত এবং ১৭৫৭ সন্থতে হস্তে লিখিত। উহাতে মহানারায়ণ উপনিষদের মূল মাত্র লিখিত।

(গ) একই সময়ে ও প্রদেশে পূর্বোক্ত সংগ্রহে রক্ষিত ৫২টি উপনিষদের মধ্যে অন্যতম ছিল মহানারায়ণ। যদিও উহার মূল অংশ প্রধানতঃ অভিন্ন, তথাপি উহা সম্পূর্ণ বিস্তৃত নহে। ডেকান্ কলেজ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত পুঁথি সমূহের মধ্যে উহার সংখ্যা ১৩৫ ছিল।

(ঘ) ১৮৮২-৮৩খৃঃ ৪৭টি উপনিষৎ সরকারের জন্ম ক্রীত হয়। উক্ত অঙ্কে অধ্যাপক ভাণ্ডারকর প্রণীত রিপোর্টের পরিশিষ্টে ইহা উল্লিখিত। উহাতে উপনিষদের মূলমাত্র প্রদত্ত এবং বহুনাংশে বিস্তৃত।

(ঙ) ১৮৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটে বোম্বাই সরকারের জন্ম অনেক দীপিকা ক্রীত হয়। ইহার সম্পূর্ণ তালিকা পূর্বোক্ত ভাণ্ডারকর লিখিত রিপোর্টের পরিশিষ্টে প্রদত্ত। ইহা প্রাচীন, হস্তলিখিত এবং সাধারণ ভাবে নির্ভরযোগ্য।

১৮৭২-৮০ খ্রীষ্টাব্দে ক্রীত উপনিষদাবলীর আংশিক সংগ্রহে মহানারায়ণ পাইয়াছি। ইহা পুরাতন ও অতিশয় মূল্যবান। পূর্বেই কথিত হইয়াছে,

যে পুঁথি অবলম্বনে দীপিকা রচিত, তাহার সহিত অন্য কোন পুঁথি অপেক্ষা ইহা অধিকতর ঘনিষ্ঠ ভাবে সাদৃশ্যযুক্ত।

যে সকল পুঁথি আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, সেইগুলির অধিকারীবৃন্দ ও সরকারের নিকট আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমি আশা করি, ভারত সরকার বেসরকারী লাইব্রেরীসমূহে গুপ্ত ভাবে সংরক্ষিত পুঁথিসমূহ ক্রয় করিয়া একটি প্রধান কর্তব্য পালন করিবেন। ঐ সকল লাইব্রেরীর তালিকা প্রকাশ দ্বারা যথার্থ উদ্দেশ্য সাধিত হয় না এবং বিদেশী পণ্ডিতগণ ঐ সকল মূল্যবান পুঁথি ব্যবহারে অসমর্থ। গুপ্তগারে বিভিন্ন ব্যক্তির অধিকৃত পুঁথি সমূহের তালিকা যে বিদেশী পণ্ডিত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি অস্বীকার করিয়াছিলেন যে, প্রয়োজন হইলে কোন পুঁথি আগ্রহী পণ্ডিতগণের নিকট প্রদর্শিত হইবে। পূর্বোক্ত পণ্ডিত ভারত ত্যাগ করিলে এবং তাঁহার পরবর্তী পণ্ডিত আমার অহুরোধে কোন সহকারীর মাধ্যমে তালিকায় উক্ত কোন উপনিষদের পুঁথি পাঠার্থ আবেদন করায়, তথাকথিত অধিকারী নিঃসংকোচে উত্তর দিলেন, উক্ত পুঁথি তাঁহার নিকট নাই। বৃটিশ শাসনের অবশ্যস্তাবী পরিণামে সংস্কৃত বিজ্ঞান জীবন্ত অভিধান স্বরূপ প্রাচীন শাস্ত্রীগণ দ্রুত বেগে অদৃশ্য হইতেছেন।

হৃদয় ভবিষ্যতে এই মহাভারতের শাস্ত্র মহত্বের মৌনসাক্ষী স্বরূপ দুম্‌ল্য, দুস্ত্রাপ্য পুঁথি সমূহ সংরক্ষণে ও সম্প্রচারে আমি যত্নবান হইব।

ডেকান কলেজের পণ্ডিত চিন্তামণি ওয়ারুড়করের নিকট ব্যাকরণ সম্বন্ধে যে অকপট সহায়তা পাইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।"

পুনা, ২১ নভেম্বর ১৮৮৭

জি এ জ্যাকোব।

এই সুন্দর সরল সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ ভূমিকা পড়িলে বুঝা যায়, গভীর গবেষণা ও ব্যাপক অধ্যয়নের ফলে তিনি এই উপনিষদ ও উহার দীপিকা সম্পাদন ও সংশোধন করিয়াছেন।

দুঃখের বিষয়, তাঁহার কোন জীবনী সংগ্রহ করিতে পারি নাই। শ্রীবলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে আলোচ্য উপনিষদের মন্তাবলী ও দীপিকার বিস্তৃত নকল করিয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মচারী হর্গাটৈত্তত্ত প্রমুখ অনেকের সাহায্যে আমি মন্ত্যর্থ রচনা করিয়াছি। এই প্রধান উপনিষদ্ ও তুশ্রাপ্য দীপিকা বঙ্গদেশে প্রচারিত হইলে আমার সৰ্ব্বাশ্রম সার্থক হইবে।

ইতি

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

প্রকাশকের নিবেদন

কিঞ্চিদধিক সতের বছর আগে মদীয় একান্ত আরাধ্য শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ অতি কষ্টে বহুবাধার সম্মুখীন হয়ে অন্তের দ্বারা এই অমূল্য গ্রন্থটির অন্তবাদ স্বভাবালোকে সম্পন্ন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ছাপানো অক্ষরে বাঁধান গ্রন্থাকারে দেখে যেতে পারেননি। ১৩৮৫ সালের শারদীয়া দুর্গোৎসবের মহা-সপ্তমীতে তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। স্থূল দেহ থাকলে অবশ্যই গ্রন্থটি আরও সুন্দর ও নির্ভুল হতো। কারণ, সঞ্চিত পাণ্ডুলিপি একাধিক ব্যক্তির হাতে লেখা হওয়ায় কিছু কিছু শব্দ আমরা রচনাবদল করেছি। মূল শ্লোক ‘বসুমতি সাহিত্য’ সংস্করণ ও মাত্রাজ সংস্করণেব ইংরাজী গ্রন্থের আলোকে লেখা হলেও শেষের দিকে কয়েকটি শ্লোক প্রদীপিকার আলোকে লেখা। প্রদীপিকার মূলগ্রন্থ আমরা না পাওয়ায় হাতের লেখার উপর নির্ভর করে প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছি। তাই কিছুটা অসঙ্গতি দেখা দিতে পারে। বেশ কয়েকটি শ্লোকের প্রদীপিকা খুঁজে পাওয়া যায়নি আর প্রদীপিকা শেষের কয়েকটি শ্লোকে ঠিক শ্লোকাভিযায়ী না হয়ে উলট পালট হওয়ার জন্য দুঃখিত। পরিশেষে আন্তরিক ধন্যবাদার্হ হচ্ছেন প্রফু সংশোধক শ্রীঅহীন্দ্র প্রসাদ রায় ও মূদ্রক শ্রীসুমনল রায়। এঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম হয়েছে অল্পষ্ট লেখা ও আগোছালো অমূল্যবাক্যগুলো গুছিয়ে লিখতে এবং কমপোজ করতে। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ এঁদের মাধ্যম কৃপাবারী সিদ্ধন করুন এই প্রার্থনা জানাই।

অলমিতি।—

প্রকাশক—

শান্তিপাঠ

হরি: ও শং নো মিত্র: শং বরুণ: । শং নো ভবস্বৰ্ঘমা । শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতি: ।
শং নো বিষ্ণুৰুক্রম: । নমো ব্রহ্মণে । নমস্তে বায়ো । অমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মসি ।
স্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি । ঋতং বদিষ্যামি । সত্যং বদিষ্যামি । তন্মামবতু ।
তদ্বক্তারমবতু । অবতু মাম্ । অবতু বক্তারম্ । ও শান্তি: শান্তি: শান্তি: ।

ও সহনাববতু । সহ নৌ ভুনক্তু । সহ বীৰ্য্যং করবাবহৈ । তেজস্বি
নাববধীতমস্ত । মা বিধিষাবহৈ । ও শান্তি: । শান্তি: শান্তি: ॥

মন্ত্ৰার্থ—প্রাণ ও দিবসের অধিষ্ঠাত্রী মিত্রদেব আমাদের প্রতি শান্তিপ্রদ
হউন । অপান ও রাত্রির অভিমানী বরুণদেব আমাদের প্রতি শান্তিপ্রদ হউন । চক্ষু
ও আদিত্যমণ্ডলের অভিমানী অর্ধ্যমাদেব আমাদের প্রতি শান্তিপ্রদ হউন । বলের
অভিমানী ইন্দ্রদেব আমাদের শান্তি দান করুন । বাগীন্দ্রিয় ও বুদ্ধির
অভিমানী দেবগণের পালক বৃহস্পতি আমাদের শান্তি দান করুন । পাদদ্বয়ের
অভিমানী উরুক্রম বিষ্ণুদেব আমাদের প্রতি সুখদায়ক হউন । সূত্রাত্মা
ব্রহ্মকে নমস্কার । বায়ুদেবকে নমস্কার । হে বায়ো, তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম । তোমাকেই
প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিব । শাস্ত্রোপদিষ্ট ঋতবাক্য বলিব । শুদ্ধ বুদ্ধিতে স্থনিশ্চিত
সত্য বাক্য বলিব । সেই সর্বাঙ্গী বায়ুরূপ ব্রহ্ম আমাকে (শিষ্যকে) রক্ষা
করুন । তিনি আমাকে ও বক্তাকে রক্ষা করুন । আমাদের আধ্যাত্মিক
সর্ব বিঘ্ন শাস্ত হউক, আধিদৈবিক সর্ব বিঘ্ন শাস্ত হউক ও আধিভৌতিক
সর্ব বিঘ্ন শাস্ত হউক ।

ব্রহ্ম গুরু-শিষ্য উভয়কে সমভাবে রক্ষা করুন । তিনি আমাদের উভয়কে
তুল্যরূপে বিদ্যাফল দান করুন । আমরা যেন বিদ্যা লাভের জন্য বীৰ্য্য লাভ
করিতে পারি । আমাদের উভয়ের অধীত বিদ্যা বীৰ্য্যশালী হউক । আমরা
যেন পরস্পরের অন্তায় ও প্রমাদ নিমিত্ত পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি ।
আমাদের জীবিত বিঘ্নের শান্তি হউক ।

মহানারায়ণ প্রভা

ত্রয়োদশ অঙ্কবাকের প্রথম পঞ্চমস্তে এইরূপে মহানারায়ণ প্রভা বিবৃত ।

সহস্রশীষং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বশস্ত্রবম্ ।

বিশ্বং নারায়ণং দেবমক্ষরং পরমং পদম্ ॥ ১

বিশ্বতঃ পরমান্নিত্যং বিশ্বং নারায়ণং হরিসম্ ।

বিশ্বমেবেদং পুরুষস্তদ্বিশ্বমুপজীবতি ॥ ২

পতিং বিশ্বস্তাত্ত্বেশ্বরং শাস্ত্রতং শিবমচ্যুতম্ ।

নারায়ণং মহাজ্ঞেয়ং বিশ্বাত্মানং পরায়ণম্ ॥ ৩

নারায়ণ পরো জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরঃ ।

নারায়ণ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ ।

নারায়ণ পরো ধাতা ধ্যানং নারায়ণঃ পরঃ ॥ ৪

যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সৰ্বং দৃশ্যতে ক্ষয়তেহপি বা ।

অস্তবর্হিষ্চ তৎ সৰ্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥ ৫

মন্ত্ৰার্থ—যাঁহার অনন্ত মন্তক, যাঁহার অসংখ্য ইন্দ্রিয়, যাঁহা হইতে জগতের সর্বস্থ উৎপন্ন হয়, সেই জগদাত্মক নারায়ণ ইন্দ্রাদিদেবতাস্বরূপ, বিশ্বব্যাপক, সর্বোৎকৃষ্ট, প্রাণীগম্য মহেশ্বরের ধ্যান করিবে। বিরাটরূপ মহেশ্বরের হেঁহ সর্বপ্রাণীর দেহ, সর্বপ্রাণীর শিরঃ তাঁহার শিরঃ এবং সর্বজীবের ইন্দ্রিয় তাঁহার ইন্দ্রিয়। তিনিই ইন্দ্রাদি দেবরূপে বিরাজিত। ১

জড়বর্গ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, বিনাশরহিত, সর্বাত্মক, পাপনাশক নারায়ণের ধ্যান করিবে। অল্প দৃষ্টিতে যে জগৎ দৃষ্ট হয়, পরমাত্মা স্বকীয় ব্যবহারের নিমিত্ত তাহাকে আশ্রয় করেন। ২

জগৎ পালক, সৰ্বজীবের নিয়ামক, শাস্ত, শরম মঙ্গলস্বরূপ, কুটস্থ, মহাজ্ঞেয় জগদাত্মক নারায়ণকে ধ্যান করিবে। ৩

পুরাণে নারায়ণ শব্দে অভিহিত পরমেশ্বর উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ, নারায়ণ পরমাত্মা, নারায়ণ পরব্রহ্ম, নারায়ণ শ্রেষ্ঠতম, নারায়ণ সর্বোত্তম, বেদান্ত-প্রতিপাদ, নারায়ণ পরমধ্যান। ৪

জগতে যাঁহাকিছু দৃষ্ট হয় অথবা শ্রুত হয়, নারায়ণ তৎসমুদয়ের অভ্যন্তর ও বাহ্যদেশ ব্যাপিয়া অবস্থিত ॥ ৫

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়

মহানারায়ণ উপনিষৎ

প্রথম অনুবাক্

মন্ত্র । অস্ত্যশ্চ পারে ভুবনস্য মধ্যে নাকস্য পৃষ্ঠে মহতো মহীয়ান্ ।
শুক্রেণ জ্যোতীংষি সমনুপ্রবিষ্টঃ প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অস্ত্যঃ ॥ ১
যস্মিন্নিদং সংচ বিচৈতি সর্বং যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ ।
তদেব ভূতং তদ্ব ভব্যমা ইদং তদক্ষরে পরমে ব্যোমন্ ॥ ২
যেনাবৃতং খং চ দিবং মহীং চ যেনাদিত্যস্তপতি তেজসা ব্রাজসা চ ।
(যদন্ত) যমন্তঃ সমুদ্রে কবয়ো বয়স্তি যদক্ষরে পরমে প্রজাঃ ॥ ৩
যতঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূতী তোয়েন জীবান্ ব্যচসর্জ ভূম্যাম্ ।
যদৌষধীভিঃ পুরুষান্ পশুংশ্চ বিবেশ ভূতানি চরাচরাণি ॥ ৪
অতঃপরং নাশ্চদণীয়সং হি পরাৎপরং যন্মহতো মহাস্তম্ ।
যদেকমব্যাক্তমনন্তরূপং বিশ্বং পুরাণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৫
তদেবর্তং তদ্বসত্যমাহস্তদেব ব্রহ্ম পরমং কবীনাম্ ।
ইষ্টাপূর্তং বহুধা জাতং জায়মানং বিশ্বং বিভর্তিভুবনস্য নাভিঃ ॥ ৬

শ্রীনারায়ণকৃত

দীপিকা । মহানারায়ণীয়েতৎ তৈত্তিরীয়ে শিরস্ত্রপি । পঞ্চবিংশতি-
সংখ্যাকান্দতুজিংশে তু খণ্ডকাঃ ॥ আদিদেবস্ত নারায়ণস্ত বৈকুণ্ঠপভেকুপনিষদ-
মূল্য কীরাদ্বিশায়িনো জগদন্তর্ধামিনোহন্তর্ধামি ব্রাহ্মণ প্রতিপাদস্ত সগুণ

ব্রহ্মণো বস্তুতো গুণাতীতস্ত নারায়ণ শ্রোপনিষদমাহ অন্তঃপার ইতি । অপারে গল্পীরেহন্তহাদকে সমুদ্রপ্রবিষ্টস্তথা ভুবনৈশ্চৈহিকস্ত মধ্যে তথা নাকস্ত দ্যালোকস্ত গৃষ্ঠে সমুদ্রপ্রবিষ্টঃ । শুক্রেণবীর্ষণে জ্যোতীংষি নক্ষত্রাণি সমুদ্রপ্রবিষ্টঃ প্রজানাং সর্বলোকানাং পতিঃ সর্বস্ত গৰ্ভে অন্তর্গৃঢ়শ্চরতি । স এব সর্বাত্মেত্যর্থঃ । অত এবাত্র দেবতাস্তরমস্তা অপি তদাত্তভূতনারায়ণপরা এবৈত্যেকবাক্যতা ॥ ১ ॥

সং চ বি চৈতি সমেতি চ ব্যোতি চেত্যর্থঃ । যশ্চিন্ধিতি । বিশ্বে সৰ্বৈ দেবা যশ্চিন্ধি যদীশ্বর নিষেদুঃ স্থিতাঃ । “যশ্চাদধিকং যস্ত চেশ্বরবচনং তত্ত্বসমুদায়ী” (পাণিনি, ২. ৩. ৯) আনমিদম্ । অনিতীত্যানং প্রাণিজাতম্ । ইদং প্রত্যক্ষং তদ্ প্রত্যক্ষম্ । অক্ষরে নিত্যে পরমে ব্যোমনু ব্যোম্বিবৰ্ত্ততে ॥ ২ ॥ মহী চ আবৃত্তেতি বিপরিণামঃ । ভ্রাজসা তেজঃকার্ষেণ দীপ্ত্যা । তত্ত্ব প্রজা বর্ত্তস্তে ॥ ৩ ॥ প্রসূতী ত্তিজস্তদ্বেন ইকারঃ । তোয়েন কৃষা ভূম্যাং ক্ষীবাশ্বিসসর্জ বিসৃষ্টবান্ ক্ষিপ্তবান্ । “অত্র ভূমি মেঘো ভবতি মেঘো ভূমি প্রবর্ধতি ত ইহ ব্রীহিযবা ওষাধিবনস্পত্যস্তিলমাষা ইতি জায়ন্ত” ইতি শ্রুত্যস্তরাং (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৫. ১০. ৬) । যতন্তোয়াদোষধীতি ব্রীহীাদিভিঃ পুরুষান্ পশুংস্ সসর্জ সৃষ্টা চ বিবেশ । তদ্বক্তম্ । “যো যো হ্যন্নমতি যো য়েতঃ সিকতি তদ্ব্য এব ভবতীতি” (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৫. ১০. ৬) ॥ ৪ ॥ অনীয়সং অনীয় এব । স্বাধিকোহকারঃ । যথা “কানীয়সা এব দেবা জ্যায়সা অস্বয়া” ইতি (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ১. ৩. ১ । মহাশ্বং মহৎ ॥ ৫ ॥ তদেববর্ত্তম্ । ঋতং চ সূনুতা বাণী সত্যং যথার্থভীষণম্ । ব্রহ্মবদঃ । নাতির্ধ্বা চক্রস্ত তথা জগতঃ সর্বাধারত্বাৎ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ । অপরিমিত অন্তরাশিতে, পৃথিবীমধ্যে ও স্বর্গোপরি সর্বদা সন্নিহিত, মহৎ বস্তুসমূহের মধ্যে মহত্তম, প্রাণিগণের সংরক্ষক, পরমেশ্বর জীবচৈতন্যরূপে অন্তঃকরণ মধ্যে সম্যক অল্পপ্রবিষ্ট ও তৎসহ একীভূত হইয়া প্রাণীদেহের অন্তঃস্থলে ভোক্তরূপে গূঢ়ভাবে বিরাজ করেন । ১

এই বিশ্ব প্রপঞ্চ সৃষ্টিকালে যাহা হইতে উৎপন্ন এবং স্থিতিকালে যাহাতে এতদাশ্রয়রূপে সংযুক্ত হয়, প্রলয়াবস্থায় যাহাতে বিলীন থাকে, যে আদি আধারে ঐশ্বর্যবান হইয়া সর্বদেব বিद्यমান, সেই ব্রহ্মই অতীতে ছিলেন ও ভবিষ্যতে থাকিবেন। তাদৃশ মূল কারণ আকাশবৎ অমৃত পরম বোম্বে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। যে জগৎ কারণভূত পরমাশ্রয়ী পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যলোক সমাচ্ছাদিত, যাহা দ্বারা অল্পগৃহীত হইয়া তপন উষ্ণতা ও আলোক মুক্ত হইয়া তাপ দেন, যাহাকে তত্ত্বজ্ঞান জদয়াকাশে ধ্যানতত্ত্ব দ্বারা সংবদ্ধ করেন, সেই আধার স্বরূপ অক্ষর শব্দবাচ্য ব্রহ্মবস্তুতে সর্ব প্রজাই (প্রাণীই) বিद्यমান। ২—৩

যে জগৎকারণ হইতে জগজ্জনিত্রী প্রকৃতি প্রসূতা, যিনি পৃথিবীতে জলোপলব্ধিত পঞ্চভূত দ্বারা বিবিধ জীবদেহ সৃষ্টি করেন এবং যিনি ওষধি, পুষ্ট ও পুষ্কাদি স্বাবর-জন্ম সর্বভূতে অন্তঃপ্রবেশ পূর্বক ধারণ করেন। যিনি আকাশাদি সর্বমহৎ বস্তুর মধ্যে মহত্তম, যিনি অদ্বিতীয়, অনন্তরূপী, ইন্দ্ৰিয়াতীত, অপরিচ্ছিন্ন, অনাদিরূপে চিরন্তন, জগদাত্মা প্রকৃতির অতীত (অথবা অজ্ঞানান্ধা), সর্বোৎকৃষ্ট হইতেও উৎকৃষ্টতর, তদপেক্ষা অন্য সূক্ষ্মতর বস্তু আর নাই। ৪-৫

তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ বলেন, সেই ব্রহ্ম সর্বাধিষ্ঠানভূত, যথাসংকল্পিতকরণ ও ইষ্টাপূর্তাদি পূণ্যকর্ম ও শুভাহুষ্ঠানের প্রেরক। বেদশাস্ত্রে পারম্পর্য মেধাবীবৃন্দের তপোরূপ বেদাত্মক পূজ্যতম ব্রহ্মবস্তুও তিনিই। ইষ্টাপূর্তোপলব্ধিত শ্রৌত ও স্মার্ত কর্মফলও তিনিই। সেই পরমাশ্রয়ী চক্রনাভিবৎ সর্বলোকের আধারভূত এবং বহুরূপে উৎপন্ন ও উৎপত্তমান বিশ্বপ্রপঞ্চকে ধারণ করেন। ৬

তদেবাগ্নিস্তদ্বায়ুস্তৎ সূর্যাস্তত্ চন্দ্রমঃ।

তদেব শুক্রমমৃতং তদব্রহ্ম তদাপঃ স প্রজাপতিঃ ॥ ৭

সর্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্বাতঃ পুরুষাদধি।

কলা মুহূর্তাঃ কাষ্ঠাশ্চাহোরাত্রাশ্চ সর্বশাঃ ॥ ৮

অৰ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সন্ধ্যংসরশ্চ কল্পস্তাম্ ।

স আপঃ প্রহৃষেউভে ইমে অন্তরীক্ষমথো সূবঃ ॥ ৯

নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যক্ষং ন মধ্যো পরিজগ্রভৎ ।

ন তস্যোশে কশ্চন তস্য নাম মহদ্যশঃ ॥ ১০

দীপিকা। কল্পতাং সমর্থতাংগতঃ। স আপ ইতি। “তন্নিম্নেতন্নিম্নগৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি তম্য! আহতে: সোমো রাজা সন্তবতীতি” শ্রুতে: (ছা ৫. ৪. ২)। স আত্মা আপ: কর্মফলং প্রহৃষে পুরিতবান্। কে। উভে ইমে। বিশেষমাহ অন্তরীক্ষমথো সূবঃ। চহির্দ্ধিকর্মকঃ। আপোহপঃ কর্মফল-মন্তরীক্ষস্বর্গলোকৌ গ্রহিতবানিতার্থঃ। উর্ধ্বাধোমধ্যো এনং পুরুষংকশ্চিন্ন পরিজগ্রভৎ পরিগৃহীত বান্ সর্বত্র বর্তমানোহপায়ং ন কেনাপিজ্ঞাত ইত্যর্থঃ। ন তস্যোতি। তম্য কশ্চন নেশে ঈশো ন বভূব। মহত্তশ ইতি তস্য নাম। “মহো দেবোমর্ত্যানাবিবেশ”। ভবামি যশসাং যশ ইত্যাদৌ ব্যবহারাত্ (ঋগ্বেদ ৪. ৫৮. ৩, ছা ৮. ১৪. ১) ॥ ৭-১০ ॥

মন্ত্যর্থ। তিনিই জগদ্রূপকারক অগ্নিদেব। তিনিই জগদাত্ম প্রবর্তক সমীরণ। তিনিই তাপ, আলোক ও বৃষ্টিদাতা সূর্যদেব। তিনিই ঔষধীশ চন্দ্রমা। তিনিই দীপ্যমান নক্ষত্রাদি ও দেবগণের সেবা পায়ুষ। হিরণ্য-গর্ভাদিরূপ (অথবা প্রাণী জাতির উপজীব্য অন্নাত্মক) ব্রহ্মও তিনিই। প্রাণ ধারণ নিমিত্ত জল (অথবা জলোপলব্ধিত পঞ্চভূত) ও তিনিই। বিরাটরূপ (অথবা প্রজাবৃন্দের উৎপাদক) প্রজাপতি তিনিই। ৭

জ্যোতির্ময় পরিপূর্ণ পরমাত্মা হইতে নিমেষ, কলা, মুহূর্ত্ত, কাষ্ঠা, অহোরাত্র, অৰ্ধমাস, পূর্ণমাস, ঋতু ও সন্ধ্যংসর* প্রভৃতি সর্ব কালাবয়ব উত্তরোত্তর আধিক্য

* বৈদিকযুগে সময়ের পরিমাপ। চক্ষুর পলক ফেলিতে যে সময় লাগে তাহাকে নিমেষ বলে, আঠার নিমেষে এক কাষ্ঠা, তের কাষ্ঠায় এক কলা, তিরিশ কলাতে এক ক্ষণ, ১২ ক্ষণ-এ এক মুহূর্ত্ত এবং তিরিশ মুহূর্ত্তে একটি দিবা রাত্রি, পনের দিবা ও রাত্রিতে একপক্ষ, দুই পক্ষে এক মাস, দুইমাসে এক ঋতু এবং ছয়ঋতুতে এক সন্ধ্যংসর।

সহিত উৎপন্ন হয়। সেই পরমায়া জলের উৎপাদক অথবা সর্বকামের ফলদাতা, স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের স্রষ্টা। তিনি আদিত্যমণ্ডলাদি সৃজনপূর্বক নিখিল বিশ্ব ধারণ করেন। ৮-৯

সেই পরমায়াকে কেহ উদ্ধর' ও অধো ভাবে পরিচ্ছিন্নরূপে জানিতে পারেনা। তির্থক্ বিস্তার পরিগ্রহদ্বারাও তাঁহাকে জানা যায় না। মধ্যাবকাশ পরিমাণরূপেও তাঁহাকে বুদ্ধিগত করা যায় না। তাঁহার দিব্য নাম “মহদ্-যশঃ”। কোন সংজ্ঞাদ্বারা তাঁহার স্বরূপ নির্ধারিত হয় না। ১০

ন সন্দর্শে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্ ।
হৃদা মনীষী মনসাভি ক্লৃপ্তো য এনং বিদুরমৃত্যুস্তে ভবন্তি ॥ ১১ (১)
(টীপ্পনী) অন্ত্যঃ সংভূতো হিরণ্যগর্ভ ইত্যুট্টো ॥ ১২
তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৪।১।৮) অষ্টহিরণ্যগর্ভ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোকাবলী দৃষ্ট হয় ।

[অন্ত্যঃ সংভূতঃ পৃথিব্যৈ রসাংচ্চ বিশ্বকর্মণঃ সমবর্ততাধি ।
তস্য ত্বষ্টাং বিদধজ্রপমেতি তৎ পুরুষস্য বিশ্বমাজানমগ্রে ॥ ১
বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পুরস্তাৎ ।
তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি, নান্দ্র্যঃ পশ্চা বিদ্বতেহয়নায় ॥ ২
প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তঃ, অজায়মানো বহুধা বিজায়তে ।
তস্য ধীরাঃ পরিজানন্তি যোনিম্, মরীচীনাং পদমিচ্ছন্তি বেদসঃ ॥ ৩
যো দেবেভ্য আতপতি । যো দেবানাং পুরোহিতঃ ।
পূর্বো যো দেবেভ্যো জাতঃ, নমো রুচায় ব্রাহ্মণ্যে ॥ ৪
রুচং ব্রাহ্মণং জনয়ন্তঃ, দেবা অগ্রে তদব্রুবন্ ।
যন্তৈবং ব্রাহ্মণো বিদ্বাৎ, তস্য দেবা অসন্ বশে ॥ ৫

(১) এই শ্লোক কৃষ্ণ ষড়্ভূবদীয় কঠোপনিষদের ২।৩।২ শ্লোক রূপে দৃষ্ট হয় ।

হ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যৌ অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপম্ ।
 অশ্বিনৌ ব্যাতুম্, ইষ্টং মনিষাণ, অমুং মনিষাণ, সর্বং মনিষাণ ॥ ৬
 এই সকল শ্লোক কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ঋক্বেদে দৃষ্ট হয় ।
 হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ ।
 স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৭
 যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিষৈক ইদ্রাজ্জা জগতো বভূব ।
 য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৮
 য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ ।
 যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৯
 যস্যোমে হিমবন্তো মহিষা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ ।
 যস্যোমাঃ প্রদিশো যস্য বাহু কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১০
 যং ক্রন্দসী অবসা তন্তুভানে অভ্যাক্ষেতাং মনসা রেজমানে ।
 যত্রাশ্বি সূর উদিতৌ ব্যোতি কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১১
 যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়ে যেন সূবঃ স্তম্ভিতং যেন নাকঃ ।
 যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১২
 আপো হ যন্নহতীর্বিষ্মমায়ং দক্ষং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম্ ।
 ততো দেবানাং নিরবর্ততাস্মুরেকঃ কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১৩
 যচ্চিদাপো মহিনা পর্যপশ্চাদক্ষং দধানাং জনয়ন্তীরগ্নিম্ ।
 যো দেবেষধি দেব এক আসীৎ কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১৪
 এষ হি দেবঃ প্রদিশোহনুঃ সর্বাঃ
 পূর্বে হি জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ ।
 স বিজায়মানঃ স জনিগ্য়মাণঃ
 প্রত্যঙ্মুখাস্তিষ্ঠতি বিশ্বতোমুখঃ ॥ ১৩ ॥

বিশ্বতশ্চক্ষুরত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরত বিশ্বতস্পাত্ ।
 সং বাহুভ্যাং নমতি সং পতত্রৈর্দাবা পৃথিবী জনয়ন্দেব একঃ ॥ ১৪
 বেনস্তত্ পশান্ বিশ্বা ভুবনানি বিদ্বান্ যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্ ।
 যস্মিন্নিদং সং চ বি চৈকং স ওতঃ প্রোতশ্চ বিভূঃ প্রজাস্থ ॥ ১৫ ॥
 প্র তদ্বোচে অমৃতং হু বিদ্বান্ গন্ধর্বো নাম নিহিতং গুহাস্থ ।
 ত্রীণি পদা নিহিতা গুহাস্থ যস্তদ্বদেদ সবিতুঃ পিতা সং ॥ ১৬ ॥
 স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা ।
 যত্র দেবা অমৃতমানশানাস্তৃতীয়ে ধামাশ্চভৈরয়স্ত ॥ ১৭ ॥
 পরি ছাবা পৃথিবী যস্তি সদ্যাঃ পরি লোকান্ পরি দিশঃ পরিস্রুবঃ ।
 ঋতস্য তত্ত্বং বিততং বিচৃত্য তদপশ্যৎ তদভবৎ প্রজাস্থ ॥ ১৮ ॥
 পরীত্য লোকান্ পরীত্য ভূতানি পরীত্য সর্বাঃ প্রদিশো দিশশ্চ ।
 প্রজাপতিঃ প্রথমজা ঋতস্যাশ্বনাশ্বানমভিসংবভূব ॥ ১৯ ॥

দীপিকা। হৃদা চিন্তেন। মনীষা মনোভুক্তিস্তয়া। মনসা সংকল্প
 বিকল্পাশ্বকেন। অভিক্লপ্তো নানাং নীতঃ। এনং যে পরমার্থতো বিহৃন্তেহুত
 মুক্তা ভবন্তি ॥ ১১ ॥ অন্ত্যঃ কর্মফলে হিরণ্যগর্ভঃ সমুতঃ প্রাদভূতঃ ইতাষ্টাবিতি।
 ইত্যারভ্যাষ্টৌ মন্ত্রাঃ পূর্বকাণ্ডে পঠিতা অত্র পঠিতব্যাঃ। যথা ইত্যেবমষ্টৌ
 ব্যাপ্তৌ বিষ্ণোঃ স্বরূপনিক্রিপতম্। অশুব্যাপ্তৌ। অষ্টিশব্দেন সমষ্টিব্যাপ্তৌ যে
 অপি গৃহীতে ॥ ১২ ॥ এষ দেবো হিরণ্যগর্ভরূপেণ সর্বা দিশোহু লক্ষীকৃত্য
 প্রবর্ততে। উপসর্গেণ ধাতোরাক্ষেপঃ। লক্ষণেহুঃ কর্মপ্রবচনীয়ঃ (পাণিনী
 ১.৪.৮৪)। তত্বোগে দিশ ইতি দ্বিতীয়া। পূর্বোহি যস্মাদাদ্যো জাতঃ।
 “সমবত্ত্তাগ্র” ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ (ঋগ্বেদ ১০.১২.১১; বাজসনেয়ী ২৫.১০)।
 স উ গর্ভে মধ্যে সর্বশাস্তর্গতো বর্ততে। স বিজায়মানো জনকঃ। যথা সমাং
 সমাং বিজায়তে” (পাণিনী ৫.২.১২)। জনিত্বমাণো জন্তঃ। প্রত্যভুংখঃ

সম্মুখো ন পরাঙ্মুখঃ সর্বত্র । “পরাক্ষি থানীতি” শ্রুতে (কঠ ৪.১) । ইজ্রিয়ানাং পরাঙ্মুখস্তোষাময়ঃ সম্মুখঃ সর্বতোমুখোহপি পরাঙ্মুখ ইব ন প্রকাশতে ॥ ১৩ ॥ বিশ্বতোবাহুঃ সর্বত্র দাতা । উতাপি বিশ্বতল্লাঙ্ঘিতঃ সর্বতঃ পাদা যশ্চ । “সর্বতঃ পানিপাদঃ তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখং । সর্বতঃ শ্রতিমাল্লাকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতীতি” শ্বেতাশ্বতরমন্ত্রবর্ণাং (৩.১৬) । দ্বাবা-
পৃথিবী বাহুভ্যাং সক্রমতি পতত্রৈর্ধাসনাঠিথাঃ সং ধমতি দ্যাবাভূমী দীপ্তে জননা-
ভিমুখে কবোতি । জনয়ন্ ভূতানি ॥ ১৪ ॥ বেনো বিশ্বসূত্রকৃতং কারণং পশ্যন্
বিশ্বানি কার্ষাণি জানদ্বর্জতে যত্র বিধে ভূবনমেকনৌড় মেকাশ্রয়ং ভবতি ।
যস্মিন্নিতি । যস্মিন্ পুরুষ ইদং সর্বে সং চ ধাতো রাক্ষেপাং সমষ্টি রূপং বি চ
বাষ্টিরূপমেকং ভবতোকাঙ্ক্ষকং ভবতি ॥ ১৫ ॥ প্রতদ্বিতি । গন্ধর্বো নাম গায়কো
বেদকর্তা সংসৃতং প্রোচে প্রকর্ষেণোক্তবান্ । বা শব্দঃ সমুচ্চায় । প্রয়োজনাভিধানমমৃতং
বিদ্বান্ লোকানাং মৃত্যুভয়হরং জ্ঞাত্বৈতার্থঃ । গুহ্যস্থনিহিতম্ । পরা পশ্যন্তীমধ্যমা-
রূপেণ পদা নিহিতা নিহিতানি । নহ গৃহ্যস্থ নিহিতং চেৎকথং প্রোক্তবানত
উক্তম্ । ত্রীণোব পদানি স্থানানি গুহ্যায়ং নিহিতানি তুরীয়ং তু বৈখরীরূপং ন
নিহিতং তৎ প্রোক্তবানিত্যর্থঃ । “গুহ্য ত্রীণি নিহিতা নেজয়ন্তি তুরীয়ং বাচো
মন্ত্রজ্ঞাবদন্তীতি” চ মন্ত্রাস্তরবর্ণাং (ঋগ্বেদ ১.১৬৪.৪৫) । যঃ পুমান্ স্তম্বেদ তদগুহ্যস্থ
নিহিতং রূপং জানাতি স পুমান্ পিতৃঃ পিতা অসম্ভবেৎ । অসভুবি। “লিঙ্ঘ্বেলেট” ।
তিপ্ । “ইতচ্চলোপঃ পথৈশ্বপদেবু” অটো পিবাৎলোপাভাবঃ (পাণিনী ৩.৪.৭,
৩. ৪. ২৭) । উপদেষ্টেণামুপদেষ্টা ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ মন্ত্রপ্রষ্টবাক্যং স নো
বন্ধুরিতি । নঃ সর্বেষাং জীবানাং স বন্ধুভ্রাতা । জনিতা জনয়িতা জনকঃ পিতা ।
“জনিতা মন্ত্র” ইতি নিলোপনিপাতনম্ । (পাণিনী ৬.৪.৫৩) বিধান কৰ্তা
কার্ষাণাং স সর্বাণি ধামানি স্থানানি বেদ জানাতি । যত্র দেবা অমৃতত্বমানশানা
এতদ্ প্রসাদাদ্ মৃতত্বং প্রাপ্নুস্বস্তে তৃতীয়ে ধামানি তৃতীয়সাম্যমিতো দ্বিবি ধামানি
স্থানাত্তৈরয়স্তু কৃতবন্তঃ ॥ ১৭ ॥ তেষাং শক্তিবিশেষ মাহ পরীতি । সত্ত্ব এব
ক্ষণমাত্রৈণেব দ্যাবা পৃথিবী দ্যাবা পৃথিবৌপরি পরিতোয়ন্তি গচ্ছন্তি । হ্রবঃ স্বঃ ।

দেবশ্য মাহাআমাহ ঋতস্য সত্যস্য বিততঃ বিস্তীর্ণঃ তন্তুমাশ্বরূপাখ্যং বিবৃত্য
বৃত্তী (?) সন্দীপনে সন্দীপা তদব্রক্ষপশ্চত্বৈক্ষৈবাংগবৎ । “তদাত্মানমেবাবেদিত্তি”,
শ্রুতে: (বৃহৎ ১.৪, ১০) । তৎ প্রজাস্বভবমুর্জ্জ্বলং বভূবেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ পরীত্যা
বাক্য । প্রজাপতিহিরণ্যগর্ভঃ প্রথমোৎপন্ন ঋতশ্চ সত্যস্যাশ্বানা
ব্রহ্মস্বরূপেণাত্মানমভিলক্ষ্য সম্ভূত্ব সমুত্তো লোকবিদিতো বভূব ব্রহ্মরূপমাশ্বানং
সম্ভাব্য লোকে খ্যাতিং যযৌ ॥ ১৯ ॥

মন্ত্যার্থ । আশ্বার স্বরূপ নিক্রপণ করা সম্ভব নয় । ইহাকে কেহই চক্ষু
দ্বারা দেখিতে পায় না । যখনই আশ্বা মননরূপ সমাগ্ দর্শন সহায়ে উপলব্ধ হন,
তখনই তিনি বিষয় কল্পনা-শূন্য বুদ্ধি বৃত্তি দ্বারা অন্তঃকরণে অন্তর্ভূত হন । যাহারা
উক্ত আশ্বাকে ব্রহ্মরূপে অবগত হন তাহারা অমৃতত্ব লাভ করেন । ১১

জল হইতে রসের সৃষ্টি এবং সৃষ্টির আদিতেও হিরণ্যগর্ভ ছিলেন ইত্যাদি
হিরণ্যগর্ভ সম্বন্ধে আটটি শ্লোক পূর্বকাণ্ডে কথিত হইয়াছে । ১২

এই বিশ্বাদিক্ স্বপ্রকাশ পরমাত্মা সর্বদিকে উপলব্ধ হইলে সর্বত্র
ব্যাপ্ত অন্তর্ভূত হন । হিরণ্যগর্ভরূপে পূর্বে জাত ইনিই ব্রহ্মরূপ গর্ভে জনক
ও জনিষ্ঠমানভাবে স্ববাস্তব নবগণের বুদ্ধীন্দ্রিয় গ্রাহ্য দেহে অধ্যাক্ষ রূপে পরিণত
হন এবং অন্তর্ধ্যায়ীরূপে বিরাজ করেন । ১৩

* এই অংশ আচার্য্য সায়ন ও ভট্টভাষ্যর কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যাখ্যাত ।
এই পরমাত্মা অন্তর্যমিত্ররূপে হইয়া স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং প্রকাশিত ।
সর্বত চক্ষু সর্বত মুখ ও সর্বত হস্ত পদ ব্যাপিয়া ধর্মাদ্বৈতরূপবাহুদ্বয় এবং বাসনারূপ
পদযুগল দ্বারা তিনি সমস্ত জগৎ বশীভূত করেন । ১৪

(কথিত বিষয়ে শ্রদ্ধাদিক্য প্রদর্শনার্থ দুই মন্ত্রদ্বারা গায়ক বেদজ্ঞ
গন্ধর্বের কাহিনী বলিতেছেন ।) বেন নামক গন্ধর্ব অবিনাশী ব্রহ্মবশ্তকে
অন্তর্ভব দ্বারা অবগত হইয়া শিশুবৃন্দকে বলিয়াছিলেন, “পরমেশ্বরে সমস্ত বস্ত্ত
তদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, গুরুরূপা ও শাস্ত্র বাক্য দ্বারা তাহাকে বিজ্ঞাত হইলে সর্ব বস্ত্ত
বিজ্ঞাত হওয়া যায় । আত্মজ্ঞান উদ্ভিত হইলে সর্ব বস্ত্ত আত্মস্বরূপ মনে হয় ।

অপিচ বেন-দৃষ্ট যে আত্ম বস্তুতে এই জগৎ উৎপন্ন ও বিলীন হয়, সেই অবিভীষ্য
সর্বব্যাপী পরমাত্মা বস্ত্রে সূত্রতুল্য ওতঃপ্রোতভাবে অবস্থিত। আবার তিনি
প্রাণিগণের বুদ্ধিতে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সূক্ষ্মরূপ স্থানত্রেয়ে অবস্থিত। যে গন্ধর্ব
জাগ্রদাদি স্থানত্রেয়ের অধিষ্ঠিত ব্রহ্মকে জানেন, তিনি নিজ পিতারও পিতা হন।
লৌকিক পিতা পুত্রের দেহমাত্রের উৎপাদক হন। আর যিনি ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ, তিনি
ব্রহ্মরূপে সমস্ত জগতের উৎপাদক। সুতরাং তিনি ঐহিক পিতারও জনক হন।
পরমাত্মায় সর্বজগৎ তাদাত্মা প্রাপ্ত হয়, জাগতিক সমস্ত বস্তু বিলীন হয়।
হৃদয় শুভায় নিহিত মৃত্যুভয় হারী অমৃতত্ব লাভ নিমিত্তক পরমাত্মাকে সমাগরূপে
জানিয়া বেন নামক গন্ধর্ব স্বীয় শিশুবর্গকে বলিয়াছিলেন—সেই অবিভীষ্য
পরমাত্মা বস্ত্রে সূত্রবৎ সর্ববস্তুতে ওতঃপ্রোতভাবে বিদ্যমান। যাহা হইতে
জগতের সমস্ত উৎপন্ন এবং যাহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, যিনি প্রাণিবর্গের হৃদয়ে
জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত। সর্বব্যাপি, অবিভীষ্য তাঁহাকে যিনি জ্ঞাত
হন, তিনি পিতারও পিতা তারক হন। লৌকিক পিতা পুত্রের দেহমাত্রের
উৎপাদক, কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মরূপে সমস্ত জগতের উৎপাদক। সুতরাং তিনি
ঐহিক পিতারও পিতা রূপে গণ্য হন। ১৫-১৬

(সেই পরমেশ্বর ব্যবহারকালে প্রাণীবর্গের মঙ্গল সাধন করেন এবং
পরমাত্মদর্শীকে মুক্তি দান করেন। ইহা এই মন্ত্রদ্বয়ে প্রদর্শিত।) সেই পরমেশ্বর
আমাদের হিতৈষী বন্ধু। তিনি জগৎ স্রষ্টা। তিনি নিখিল জগৎ ও দেবগণের
যথাযোগ্য স্থান সমূহকে জানেন। যেখানে ইন্দ্রাদি দেবগণ অমৃতপানাস্তে স্ব স্ব
স্থান প্রাপ্ত হন, এবং ভগবান তৎসমস্ত জানিয়া তত্তৎ জীবকৃত কর্মামুসারে সদস্য
ফল দান করেন। মুমুক্শুগণ যাহাকে জানিয়া দ্রালোক, ভূলোক, অন্তরিক্সলোক
ও প্রাচ্যাদি দশদিক ব্যাপিয়া অবস্থান করেন, এবং যিনি সত্যস্বরূপ পরমাত্মায়
অবিচ্ছিন্ন অবস্থান জানিয়া এবং গুরুমুখে ও শাস্ত্রালোকে নিশ্চয় করিয়া ব্রহ্মদর্শন
করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছেন। ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হন। ১৭-১৮

(‘অন্তর্য্য’ ইত্যাদি ‘তদভবৎ প্রজাহু’ ইত্যন্ত মন্ত্রসমূহে যে ব্রহ্মবিদ্যা

প্রতিপাদিত, তাহার উপসংহার করা হইতেছে।) সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে সর্বাত্মে হিরণ্যগৰ্ভ উৎপন্ন হইয়া ভূবাদি লোক, দেব মনুষ্যাদি প্রাণীবর্গ, আগ্নেয়াদি ও প্রাচ্যাদি দিকসমূহকে সর্বতোভাবে ব্যাপিয়া অবস্থান পূর্বক সৃষ্টিকালে তাহাদিগকে উৎপাদন ও স্থিতিকালে রক্ষা করিয়া থাকেন এবং লয়কালে স্ব-স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান বলে সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণ আত্মাকে প্রাপ্ত হন। ১২

টীপ্পনী—পরমাত্মাই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ-ইহাই এই মন্ত্রের মর্মার্থ। এই মন্ত্র তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৪:৬:২৪) এবং কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপে: অথর্ববেদে (১৩:২:২৬) ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩:৩) দৃষ্ট হয়।

সদসম্পত্তিমদ্রুতং প্রিয়মিত্রস্য কাম্যম্।

সনিং মেধামযাসিষম্ ॥ ২০ ॥

উদ্দীপ্যস্ব জাতবেদোহপন্নম্নিঋতিং মম।

পশুংচ মহ্যাবহ জীবনং চ দিশো দিশ ॥ ২১ ॥

মা নো হিংসীজ্জাতবেদো গামশ্চ পুরুষং জগৎ।

অবিভদগ্ন আগহি শ্রিয়া মা পরিপাতয় ॥ ২২ ॥

১। রুদ্র গায়ত্রী—পুরুষস্য বিদ্ব সহস্রাঙ্কস্য মহাদেবস্য ধীমহি।

তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ২৩ ॥

২। মহাদেব গায়ত্রী—তৎপুরুষায় বিদ্বাহে মহাদেবায় ধীমহি।

তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ২৪ ॥

৩। বিনায়ক গায়ত্রী—তৎপুরুষায় বিদ্বাহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি।

তন্নো দন্তিঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ২৫ ॥

৪। নন্দি গায়ত্রী—তৎপুরুষায় বিদ্বাহে চক্রতুণ্ডায় ধীমহি।

তন্নো নন্দিঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ২৬ ॥

৫। গরুড় সুপর্ণ গায়ত্রী—তৎপুরুষায় বিদ্বাহে সুপর্ণপক্ষায় ধীমহি।

তন্নো গরুড়ঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ২৭ ॥

৬। কার্তিকেয় গায়ত্রী—তৎপুরুষায় বিদ্বাহে মহাসেনায় ধীমহি।

তন্নঃ যগ্নুখঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ২৮ ॥

দীপিকা। কোদ্ধশমাত্মানম্। সদসঃ সভায়াঃ পতিং স্বমিনমন্তুতং
লোকেষাশ্চৰ্যরূপং প্রিয়ং লোকস্য ন কেবলং লোকসৈব কিংহিঙ্গস্যাপি কাশ্যম্।
সনিং যজ্ঞদানে দাতারং মেধাময়াশিষং মেধাময়া আশিষো যস্য তং সৰ্বল্লমাত্মোদিত
সিদ্ধিম্। মেধাময়াসিষমিতি পাঠে সনিং দাতৃভ্যং মেধাং বুদ্ধিময়াসিষং
প্রাপ্তুম্যাশংসে স্বং প্রসাদাদিতি শেষঃ। যা প্রাপণে। “আং শং সায়্যাং
ভূতবচোতি” লুঙো মিপোহম সগিষ্ঠৌ (পাণিনি ৩. ৩. ১৩২) ॥ ২০

ভগবতঃ সৰ্বদেবময়ত্বাৎহ্যাদি দেবতারূপং তমেব তত্তদাশীঃ প্রদং স্তোতীত্যার-
ভ্যোপনিষৎ সমাপ্তাস্তমুদীপাশ্বেত্যাদিনা বিনিয়োগস্ত মন্তানং গৃহাদিতোহবসেয়ঃ।
ছন্দাংসি ছন্দোবিচিত্তেবহানি। মাতুলিংগিকো দেবতা জ্ঞেয়াঃ। উক্তং চ
“যস্য বাক্যং স ঋষির্ষা তেনোচ্যতে সা দেবতা যদক্ষরপরিমাণং তচ্ছন্দঃ”
ইতি (সর্বানুক্রমণী ২. ৪. ৬)। হে জাতবেদো জাতং বেদো জ্ঞানং যস্মাজ্জাত-
বেদান্তং সোধোনং হে জাত বেদস্তমুদীপাশ্চ দীপ্তো ভব মম নিৰ্ব্বাতিং বাক্সং
বিস্বকর্তারমপন্নং হিংসন্ মহাং পশুন্ গবাদীনাবহ দেহি। দশ দিশো জীবনং
চান্নাতাবহ ॥ ২১ ॥ মা ন ইতি। সর্বোহিংসকো নোহস্মাকং গবাদি কিং বহনা
জগৎ সৰ্বং মদীয়ং মা হিংসীৎ। অবিল্লং পৃষ্ঠিমদধানঃ সৌম্যঃ সন্তুম্যাগহ্যাগচ্ছ
প্রিয়া লক্ষ্ম্যা মা পরিপাতায় পরিপতিতং ভ্রষ্টং মা কৃধাঃ। ২২ ॥ গায়ত্র্যা দেবতা
প্রীতি হেতুত্বাত্তাভিষ্করূপা এব নানাদেবতাঃ স্তোতি তৎপুরুষস্যোত্যাদিনা ॥
মহাদেবস্ত গায়ত্রীমুক্তা তন্মুৰ্ত্তেস্তং পুরুষস্ত গায়ত্রীমাহ তং পুরুষায়ৈতি ॥ ততো
নন্দিকেশ্বরস্ত ॥ ততো বক্রতুণ্ডস্ত ॥ ততঃ যমুখস্ত ॥ যষ্টঃ যম্মাং প্রণো
যেনৈকেনৈব ষট্পুত্রো মাতা সম্পন্ন ॥

মন্তার্থ। [এইরূপে মোক্ষশাস্ত্রে ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদিত। তৎপ্রাপ্তির
উপায় সোপাধিক ব্রহ্মজ্ঞান। অপে ও স্তানাদি কৰ্ম্মের অঙ্গীভূত যে মন্তাবলী

পূর্বকাণ্ডে কথিত হয় নাই, তৎসমুদয় বর্তমান কাণ্ডে উল্লিখিত। তন্মধ্যে একটা মন্ত্রদ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির নিমিত্ত অন্তর্যামীকে প্রার্থনা করিতেছেন।] যে জগতের সৃষ্টি তত্ত্ব মনদ্বারাও চিন্তা করা যায় না, সেই জগৎ সৃষ্টনে যিনি আশ্চর্যাস্বরূপ, যিনি ইন্দ্রেরও প্রিয় ও সর্ব প্রাণীর প্রার্থনীয়, যিনি কর্মফল দাতা ও ঐশ্বর্যাদি শাস্ত্রের ধারনাশক্তিপ্রদ, সেই জগৎপালক অন্তর্যামীকে প্রাপ্ত হইব। ইহাই আমার হৃদিক প্রার্থনা। ২০

হে অগ্নে, প্রাণীশরীরে জাঠরাগ্নিকপে অবস্থান কর বলিয়া তোমার নাম জাতবেদাঃ। তুমি আমার বিঘ্ন উৎপাদক পাপ দেবতাকে বিনাশ করিয়া প্রকাশিত হও। অমৃতগ্রহ পূর্বক আমার এবং আমার গৃহ-পালিত গবাদি পশুরও দীর্ঘজীবন সম্পাদন কর এবং আমার স্থবাসের উপযোগী নিবাসস্থান প্রদান কর। ২১

হে অগ্নিদেব, তুমি আমার গো, অশ্ব ও পুত্রাদি এবং গৃহক্ষেত্র প্রভৃতিকে হিংসা করিও না। ইন্তে আয়ুধ এবং মনে আমার অপরাধ না লইয়া অমৃতগ্রহ পূর্বক আগমন কর। হে অগ্নে, তুমি আমাকে ধাতাদিসম্পদ সমূহ প্রদান কর। ২২

বিশ্বাতীত পরব্রহ্মের স্বরূপ আমরা জানিব। সেই হেতু আমরা অনন্ত জ্ঞানশক্তি সম্পন্ন সহস্রচক্ষু জগদমৃতগ্রাহক পরমেশ্বরের ধ্যান করিব। জ্ঞান-শক্তি দাতা ব্রহ্মদেব আমাদের প্রেরণা দান করুন। ২৩

সেই আগম প্রসিদ্ধ মহান্দেবতাকে আমরা জানিব। তাঁহার জ্ঞানলাভের জন্য আমরা সেই মহাদেবকে ধ্যান করিব। সেই ধ্যান বিষয়ে জ্ঞান দাতা ব্রহ্মদেব আমাদের প্রেরণা প্রদান করুন। ২৪

সেই বিনায়ক পুরুষকে আমরা জানিব, আমরা বক্রতুণ্ড গজাননের ধ্যান করিব। সেই ধ্যানে মহাদেব গণপতি আমাদের প্রাপ্তি প্রদান করুন। ২৫

সেই দিব্যপুরুষ নন্দিকেশ্বরকে আমরা জানিব। সেই হেতু আমরা চক্র-তুল্যবদন নন্দিকেশ্বরের ধ্যানে মগ্ন রহিব। ধ্যানে নন্দিকেশ্বর আমাদের প্রেরিত করুন। ২৬

বিষ্ণুবাচন গুরুড়কে আমরা জানিব। আমরা স্তবর্ণপক্ষ গুরুড়ের ধ্যান করি।
সেই ধ্যানে পক্ষিরাঙ্গগুরুড় আমাদেরিকে প্রেরিত করুন। ২৭

সেই ষড়ানন কার্ত্তিককে আমরা জানিব। আমরা তদর্থ সেই মহাসেনার
ধ্যান করি। সেই ধ্যানে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় আমাদেরিকে প্রেরণা
প্রদান করুন। ২৮

পরমব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভের উপায়ভূত বিভিন্ন দেবতাদেয়ও গায়ত্রী মন্ত্র
নিম্নে দ্রষ্টব্য। তৎ পুরুষায় বিদ্বাহে নন্দিকেশ্বরায় ধীমহি তন্নো বৃষভ প্রচোদয়াৎ ॥

ষণ্মুখায় বিদ্বাহে মহাসেনায় ধীমহি। তন্নো ষষ্ঠঃ প্রচোদয়াৎ ॥ পাবকায়
বিদ্বাহে সপ্তজিহ্বায় ধীমহি। তন্নো বৈশ্বানরঃ প্রচোদয়াৎ ॥ দিবাকরায়
বিদ্বাহে মহাত্ম্যতিকরায় ধীমহি। তন্নো আদিত্য প্রচোদয়াৎ ॥ আদিত্যায়
বিদ্বাহে সহস্রকিরণায় ধীমহি। তন্নোভানুঃ প্রচোদয়াৎ ॥ তীক্ষ্ণশৃংগায় বিদ্বাহে
বজ্র পাদায় ধীমহি। তন্নোবৃষৎ প্রচোদয়াৎ ॥ নৃসিংহায় বিদ্বাহে বজ্রনথায়
ধীমহি। তন্নো সিংহ প্রচোদয়াৎ ॥

৭। ব্রহ্মা গায়ত্রী—বেদাত্মনায় বিদ্বাহে হিরণ্যগর্ভায় ধীমহি।

তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ ॥ ২৯ ॥

৮। বিষ্ণু গায়ত্রী—নারায়ণায় বিদ্বাহে বাসুদেবায় ধীমহি।

তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৩০ ॥

৯। নরসিংহ গায়ত্রী—বজ্রনথায় বিদ্বাহে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় ধীমহি।

তন্নো নারসিংহঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৩১ ॥

১০। আদিত্য গায়ত্রী—ভাস্করায় বিদ্বাহে মহদাত্ম্যতিকরায় ধীমহি।

তন্নো আদিত্যঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৩২ ॥ (সূর্যঃ)

১১। অগ্নি গায়ত্রী—বৈশ্বানরায় বিদ্বাহে লালীলায় ধীমহি (লালেলায়)

তন্নো অগ্নিঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৩৩ ॥

১২। হুর্গা গায়ত্রী—কাত্যায়নায় বিদ্বাহে কণ্ঠকুমারি ধীমহি। (কুমারৈ)

তন্নো হুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৩৪ ॥

দীপিকা। ততঃ পাবকশ্চ তৎপিতুঃ ॥ ততোহগ্নেস্তং স্বরূপবিশেষশ্চ ।
লালেলায় লেলায়মানায় । জিহ্বাভিহঁবিগৃহ্যতে ॥ ততো ভাস্করশ্চ । ততো
দিবাকরশ্চ তদ্ বিশেষরূপস্য । মহাহ্রাতিকরায়োদয়েন ত্রৈলোক্য প্রকাশ করায় ॥
তত আদিত্যশ্চ ॥ ততো বক্রপাদশ্চ ॥ ততঃ কাত্যায়ন্যঃ ॥ ততো মহাশুলিতাঃ ॥
ততঃ স্তভগায়াঃ ॥ ততো গরুড়স্য । স্ববর্ণপক্ষায় হৃষ্ট পূর্ণানি যেধাং
তাদৃশাঃ পক্ষা যস্য ॥ ততো নারায়ণস্য ॥ ততো নৃসিংহস্য ॥ তত শ্চতুর্মুখস্য ॥
এব-মষ্টাদশ গায়ত্র্যাঃ ॥

মন্ত্ৰার্থ। বেদরূপ ব্রহ্মাকে আমরা জানিব । আমরা চতুর্মুখ হিরণ্যগর্ভের ধ্যান
করি । সেই ধ্যানে তিনি আমাদেরকে প্রেরিত করেন । ইহাষ্ট ব্রহ্মার গায়ত্রী । ২৯

আমরা নারায়ণকে জানিব । তন্নিমিত্ত আমরা বাসুদেবের ধ্যান করি ।
সেই ধ্যানে ব্যাপক পুরুষ বিষ্ণু আমাদেরকে প্রেরিত করেন । ৩০

আমরা বজ্রনথকে জানিব । সেই হেতু আমরা তীক্ষ্ণদন্তের ধ্যান করি ।
সেই ধ্যানে নরসিংহ আমাদেরকে প্রেরিত করেন । ৩১

আমরা ভাস্করকে জানিব । আমরা মহাহ্রাতিকর সূর্যকে ধ্যান করি । সেই
ধ্যানে আদিত্য আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন । ৩২

আমরা বৈশ্বানরকে জানিব । তন্নিমিত্ত আমরা লালীলায় ধ্যান করি ।
সেই ধ্যানে অগ্নিদেব আমাদেরকে নিমগ্ন করেন । ৩৩

হে কাত্যায়নি, তুমি কন্ঠা ও কুমারী । তুমি স্বীয় পিতার ভোগ ও
মোক্ষদাত্রী । আমরা কন্ঠা কুমারীকে জানিব । সেই হেতু তোমার ধ্যান
করি । দুর্গাদেবী সেই ধ্যানে আমাদেরকে প্রেরণা দান করেন । ৩৪

উল্লিখিত দ্বাদশ গায়ত্রীর মধ্যে ছয় গায়ত্রী আচার্য্য সাযন কর্তৃক এবং
অবশিষ্ট গায়ত্রী ষট্ ক আচার্য্য ভট্টভাস্কর কর্তৃক গৃহীত । আচার্য্য নারায়ণ
কর্তৃক রচিত মহানারায়ণ উপনিষদের দীপিকায় পূর্বোক্ত দ্বাদশ গায়ত্রী ব্যতীত
অতিরিক্ত ছয় গায়ত্রী উদ্ধৃত । অতএব মোট অষ্টাদশ গায়ত্রী পাওয়া যায় ।

পরপৃষ্ঠায় এই ছয় গায়ত্রী লিখিত ।

১। ব্রহ্মাগায়ত্রী—চতুর্মুখ্য বিদ্বাহে কমণ্ডলুধরায় ধীমহি।

তন্মো ব্রহ্মা প্রচোদয়াৎ ॥ (১)

মন্ত্ৰার্থ। আমরা চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে জানিব। তদর্থ কমণ্ডলুধারী ব্রহ্মাকে ধ্যান করিব। সেই ধ্যানে ব্রহ্মা আমাদের প্রেরণা প্রদান করুন।

২। ভানুগায়ত্রী—আদিত্য বিদ্বাহে সহস্রকিরণায় ধীমহি।

তন্মো ভানুঃ প্রচোদয়াৎ ॥ (২)

মন্ত্ৰার্থ। আমরা আদিত্যকে জানিব। তন্নিমিত্ত সহস্রাংশু সূর্য্যাকে ধ্যান করি। সেই ধ্যানে ভানু আমাদের প্রেরিত করুন।

৩। বৈশ্বানর গায়ত্রী—পাবকায় বিদ্বাহে সপ্তজিহ্বায় ধীমহি

তন্মো বৈশ্বানরঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৩

মন্ত্ৰার্থ—আমরা পাবক, অগ্নিকে জানিব। তদর্থ সপ্তজিহ্ব সমিদ্ধ অগ্নিকে ধ্যান করি। সেই ধ্যানে বৈশ্বানর আমাদের প্রেরণা প্রদান করুন। এই উপনিষদে দ্বাদশোন্মুখকে অগ্নির এই সপ্তজিহ্বা উল্লিখিত—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সূধ্যবর্ণা, স্কুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরূচী।

৪। ভগবতী গায়ত্রী—মহাশূলিন্যৈ বিদ্বাহে মহাভূগায়ৈ ধীমহি

তন্মো ভগবতী প্রচোদয়াৎ ॥

মন্ত্ৰার্থ। আমরা মহাশূলিনী দেবীকে জানিব। সেই হেতু মহাভূগায়ৈকে ধ্যান করি। সেই ধ্যানে ভগবতী আমাদের স্থাপিত করুন।

৫। গৌরীগায়ত্রী। সুভগায়ৈ বিদ্বাহে কমল মালিষ্ঠে ধীমহি।

তন্মো গৌরী প্রচোদয়াৎ ॥

মন্ত্কার্থ। আমরা সভগা দেবীকে জানিব। সেইজন্ত কমলমালিনী দেবীকে ধ্যান করি। সেই ধ্যানে গৌরীদেবী আমাদের প্রেরিত করুন।

৬। সর্প গায়ত্রী। নবকুলায় বিদ্বাহে বিষদন্তায় ধীমহি।

তন্নঃ সর্পঃ প্রচোদয়াৎ ॥

মন্ত্কার্থ। আমরা নবকুলকে জানিব। সেই হেতু আমরা বিষদন্তকে ধ্যান করি। সেই ধ্যানে সর্প আমাদের প্রেরিত করুন।

সম্ভবতঃ এই ছয় গায়ত্রী অষ্ট শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত অথবা আচার্য্য নারায়ণের জন্মভূমিতে প্রচলিত।

সহস্র পরমাদেবী শতমূলা শতাংকুরা।

সর্বং হবতু মে পাপং দূৰ্বা দ্বঃস্বপ্ন নাশিনী ॥ ৩৫ ॥

[দূৰ্বাং অমৃতসমুতাঃ শতমূলঃশতাংকুরাঃ।

শতং মে স্নস্তি পাপানি শতমায়ুর্বিবর্দ্ধনি ॥]

কাণ্ডাং কাণ্ডাং প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষঃ পরি।

এবা নো দূৰ্বে প্রতনু সহস্রৈঃ শতেন চ ॥ ৩৬ ॥

দীপিকা ॥ দূৰ্বামন্ত্রানাহ সহস্রেতি। ১ কাণ্ডং গোলাঃ। প্ররোহন্তাং-
কুরাস্থকন্তী। পুরুষঃ পর্বনঃ। পরি লক্ষ্যীকৃত্য। এবা নো দূৰ্বে প্রতনু হে দূৰ্বে
স্বঃ নঃ প্রতনুৈঃ প্রততান্ পুত্রপোতাদিনা কুৰ্বেব। এবা “নিপাতস্ত চেতি” দীর্ঘঃ
(পাবিনী ৬. ৩. ১৩৬)। এভিদূৰ্বা পূজনীয়া মাতুলিংগিকং ফলম্ ॥ ৩

মন্ত্কার্থ। (উপরে ষাটশ গায়ত্রী কথিত হইল। এখন নানাজ মন্ত্রাবলি কথিত। তন্মধ্যে মন্তকে যুক্তিকায়ুক্ত দূৰ্বা ধারণার্থ দূৰ্বাভিমন্ত্রন মন্ত্রসমূহ বলিতেছেন।) সহস্র সহস্র পবিত্র ত্রব্য হইতেও উৎকৃষ্ট, প্রকাশস্বভাবা, শত-
সংখ্যক মূলসমষ্টিতা, নানাবিধ অক্ষরযুক্তা, দ্বঃস্বপ্ননাশিনী দূৰ্বা আমার সর্বপাপ

হরণ করুন। ৩৫

হে দূর্বে। যেমন তুমি প্রতি পর্ব ও প্রত্যেক কাণ্ডেই হইতে অঙ্কুরিত হও এবং শত সহস্র পুত্রপৌত্রাদিরূপে নিজ বংশের বিস্তৃতি বিধান কর, তদ্রূপ মদীয় বংশ বৃদ্ধি কর। ৩৬

টিপ্পনী। আগম ও তন্ত্রশাস্ত্রে অনেক দেবতার গায়ত্রী মন্ত্র উল্লিখিত। তন্মধ্যে মাত্র ৪ (চারি) গায়ত্রী এখানে উদ্ধৃত হইল। কোন দেবতার পূজা গায়ত্রী মন্ত্র ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ হয় না। সেজন্য প্রত্যেক দেবতার পূজাকালে পূজা দেবতার গায়ত্রী মন্ত্র অন্ততঃ ষাটবার উচ্চাৰ্য্য।

মহালক্ষ্মী গায়ত্রী ১। মহাদেবী চ বিদ্বাহে বিষ্ণুপত্নী চ ধীমহি।

তন্নো লক্ষ্মী প্রচোদয়াৎ ॥ (১)

অর্থ। মহাদেবীকে জানিব। সে জন্ম বিষ্ণুপত্নীকে ধ্যান করি। সেই ধ্যানে লক্ষ্মী আমাকে উদ্ভুদ্ধ করুন।

শ্রীরাম গায়ত্রী ২। রঘুবংশায় বিদ্বাহে সীতাবল্লভায় ধীমহি।

তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ ॥ (২)

অর্থ। রঘুবংশীয়কে জানিব। সে জন্ম সীতাবল্লভকে ধ্যান করি। সেই ধ্যানে শ্রীরাম আমাকে প্রণোদিত করেন।

সদাশিব গায়ত্রী ৩। সদাশিবায় বিদ্বাহে সহস্রাক্ষায় ধীমহি।

তন্নঃ সাধঃ প্রচোদয়াৎ ॥ (৩)

অর্থ। সদাশিবকে আমি জানিব। সেই জন্ম সহস্রাক্ষদেবতাকে ধ্যান করি। সেই ধ্যানে সাধ আমাকে প্রেরণা প্রদান করুন।

কালিকা গায়ত্রী ৪। কালিকায়ৈ বিদ্বাহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি।

তন্নোহঘোরঃ প্রচোদয়াৎ ॥ (৪)

অর্থ। আমি কালিকাকে জানিব। সেজন্য শ্মশানবাসিনী দেবীকে ধ্যান করি। সেই ধ্যানে অঘোর আমাকে প্রেরিত করুন।

ভট্টভাস্কর স্বীয় ভাষ্যে বলেন, হুর্গা গায়ত্রীর দেবতা কোন বিশেষ যজ্ঞান্নি,

যাহার সহিত তুর্গা একীভূত। তিনি কাত্যায়ন নামে অভিহিত। কারণ একজন্মে তিনি কাত্যার কণ্ঠ্য রূপে ভূমিষ্ঠ হন। উক্ত শব্দের পুং লিঙ্গ স্ত্রী লিঙ্গ রূপে পরিণত হইবে। কণ্ঠ্যকুমারী অর্থে একটি জ্যোতির্ময়ী কুমারী কণ্ঠ্য, কণ্ঠ্য শব্দ কন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। কন্ ধাতুর অর্থ উজ্জ্বলা। কুমারী অর্থে অনিষ্ট নাশিনী, কুং কুস্থিতং অনিষ্টং মারয়তি ইতি। আনন্দ্রাশ্রম সংস্কারণের ভাঞ্চে কোন অজ্ঞাত লেখকের মন্তব্যে আছে, এই গায়ত্রী আদিশক্তি কণ্ঠ্যকুমারীর নিকট প্রার্থনা। কণ্ঠ্যকুমারী তুর্গা নামেও সম্বোধিতা হইতেন। ইহাতে তুর্গা তুর্গা রূপে পরিবর্তিত।

যা শতেন প্রতনোষি সহস্রৈশ বিরোহসি।

তস্মাস্তে দেবীষ্টকে বিনে হবিষা বয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরা।

শিরসা ধারয়িষ্যামি রক্ষস মাং পদে পদে ॥ ৩৮ ॥

ভূমির্ধেনুর্ধরণী লোকধারণী।

উদ্ধৃতিসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা ॥ ৩৯ ॥

মৃত্তিকে হন মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্।

মৃত্তিকে ব্রহ্মদত্তাসি কাশ্যপেনাভিমন্তিতা।

মৃত্তিকে দেহি মে পুষ্টিং ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৪০ ॥

[ত্বয়া হতেন পাপেন জীবামি শরদ শতম্ ॥

বাচা কৃতং কর্মকৃতং মনসা দুর্বিচিস্তিতম্।

ত্বয়া হতেন পাপেন গচ্ছামি পরমাংগতিম্

মৃত্তিকে দেহি মে পুষ্টিং ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥]

দীপিকা। পৃথিবীমহানাং। অশ্বক্রান্ত ইতি। অশ্বে রথৈশ্চক্রান্তে
ক্লান্তে। বিষ্ণুক্রান্তে বামনে নাক্রান্তত্বাং। শিরসা ধারিতা শেষেনেতি শেষঃ।
শিরসি ধৃষ্মা মন্ত্রঃ পঠনীয়ঃ ॥ ৪ ॥ কিং লৌকিকেন বরাহেণ নেতাহ কৃষ্ণেনেতি

বাসুদেবেনেতাব্যঃ। তেন বরাহেণ যা অমুক্তা ব্রহ্মণে স্ত্যক্তার্থং দ্রষ্টাসি কাশ্রপেন
কশ্রপাঅজ্ঞেনাপেপ্তেনাভিমন্তিতা প্রতিষ্ঠিতা মন্ত্রোণাভিমুখীকৃত্য স্বীকৃত্য ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ'। হে ভরুস্তুতে, তুমি বিবিধ অঙ্কুর দ্বারা বংশ বিস্তার কর এবং
সহস্র সহস্র পৌত্রাদিসহ উৎপন্ন হও। আমরা হবিঃ প্রদান দ্বারা তাদৃশ তোমার
পরিচর্যা বিধান করি। ৩৭

(এখন মৃত্তিকামিত্তমস্ত্রণ-মস্ত্রসমূহ কথিত হইতেছে।)

হে মৃত্তিকে, তুমি পবিত্র অশ্বপদ, রথ ও ত্রিবিক্রম পদ দ্বারা আক্রান্ত ; তুমি
ধনরাশি ধারণ কর। আমরা স্নানকালে তোমাকে মস্তকে ধারণ করি। তুমি
মস্তকে ধৃত হইয়া পদে পদে আমাকে রক্ষা কর। ৩৮

তস্ত্রশাজ্ঞে বসুন্ধরা অশ্বক্রান্তা, রথক্রান্তা ও বিষ্ণুক্রান্তায় বিভক্ত।

হে মৃত্তিকে, যখন প্রলয় কালে সপ্ত সমুদ্র একীভূত হয়, তখন তুমি তাহাতে
নিমগ্না থাক। তুমি কামধেনু তুল্য স্তূতদা, শস্ত্ররাশি ধারয়িত্রী এবং প্রাণিগণের
আশ্রয়। তুমি কৃষ্ণবর্ণ শতবাহ বরাহকর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছ। ৩৯

হে মৃত্তিকে, আমি যে অকরণীয় পাপকর্ম' করিয়াছি, তাহা তুমি বিনষ্ট
কর। পরব্রহ্ম তোমাকে ভূমিকপে স্থাপন করিয়াছেন। তুমি কাশ্যপাদি
পরমর্ষিগণকর্তৃক স্নানকালে অভিমন্তিত হইয়া পাপ হনন কর। হে মৃত্তিকে,
তুমি আমার পুষ্টি সাধন করিয়া থাক। ইহার কারণ, গৃধিবীরূপা তোমাতে
চতুর্বিধ প্রাণীজাত প্রতিষ্ঠিত আছে। ৪০

মৃত্তিকে প্রতিষ্ঠিতে সর্বং তন্মে নির্গূদ মৃত্তিকে।

ত্বয়া হতেন পাপেন গচ্ছামি পরমাং গতিম্ ॥ ৪১ ॥

যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি

মঘবজ্জন্ধি তব তন্ন উতয়ে বিদ্বিষো বিমুধো জহি ॥ ৪২ ॥

অস্তিদা বিশম্পতিবৃত্রহা বিমুধো বশী।

বৃষেল্লঃ পুর এতু নঃ অস্তিদা অভয়ঙ্করঃ ॥ ৪৩ ॥

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ ।

স্বস্তি ন স্তাকোর্গা অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥ ৪৪ ॥

আপাস্তমন্ত্যাপলপ্রভর্মা ধুনিঃ শিমীবাঙ্করমাং ঋজীষী ।

সোমো বিশ্বাত্ততসাবনানি নার্বাগিন্দ্রং প্রতিমানানি দেভুঃ ॥ ৪৫ ॥

ব্রহ্মজজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্বি সৌমতঃ স্রকচো বেন আবঃ ।

স বৃগ্নিযা উপমা অশ্রু বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ ॥ ৪৬ ॥

দীপিকা । ও ভূলক্ষ্মীভূবলক্ষ্মীঃ স্রব কালকর্ণী তন্নে মহালক্ষ্মী প্রচোদয়াৎ ॥
পদ্মপ্রভে পদ্মসুন্দরি ধর্গবতয়ে স্বাহা ॥ হিরণ্য শৃংগং বরুণং প্রপত্তে তীর্থং মে
দেহি যাচিতঃ । যম্ময়া ভুক্তমসাদুনাং পাপেভ্যশ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥ যন্মে মনসা বাচা
কর্মণা বা দ্রুতং কৃতম্ । তন্মে ইন্দ্রো বরুণো বৃহস্পতিসবিতা চ পুনস্ত পুনঃ
পুনঃ ॥ হুমিত্রিযা ন আপ ওষধয়ঃ সন্ত । হুমিত্রিযাস্তৈশ্চ ভূমাস্থেহস্মান্দেষ্টি
যং চ বয়ং দ্বিযঃ ॥

মন্ত্ৰার্থঃ— (চতুর্থ মন্ত্র বলিতেছেন।) হে প্রতিষ্ঠিতে ষ্টিতিকে, আমার
সমস্ত পাপ বিধোত কর । তুমি আমার পাপ দূরীভূত করিলে আমি মুক্তিলাভ
করিব । ৪১

(এইরূপে দূর্বা ও ষ্টিতিকা দক্ষিণ হস্তে গ্রহণাস্ত্রে মন্ত্র সমূহ দ্বারা অভিমন্ত্রিত
করিয়া দুই মন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রের নিকট অভয়াদি প্রার্থনা করিতেছেন।) হে ইন্দ্র,
আমরা যে পাপ, শত্রু ও নরক হইতে ভীত হই, সেই পাপদি হইতে আমাদের
অভয় প্রদান কর । ইহার অর্থ, হে ইন্দ্র, আমরা তোমার অমুগ্রহে নিম্পাপ,
নিঃশত্রু ও নরক ভয়হীন হইব । হে ইন্দ্র, তুমি মদীয় পাপাদিক্রিত্য বিনষ্ট
কর । অপিচ আমাদের রক্ষার জন্য পীড়ক অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুকে
সংহার কর । ৪২

(দ্বিতীয় মন্ত্রে প্রার্থনা করিতেছেন।) ইহলোক ও পরলোক সুখপ্রদ,
প্রজাপালক, বৃদ্ধহা শত্রুগণকে বশীভূত করুন । পুঙ্কর প্রভৃতি মেঘগণকে আদেশ

দিয়া ভূমিসেচনকারীর নাম বুধা, সেই বুধাপতি, কল্যাণপ্রদ, অভয়দাতা। স্নানের নিমিত্ত সন্মুখে রক্ষার্থ আগমন করুন। ৪৩

(এই মন্ত্র পূজাকালে স্বস্তিবাচন মন্ত্ররূপে উচ্চারিত হয়। এই মন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতা স্বস্তিপোষণ প্রার্থনা করিতেছেন। ইহার ফলে স্নানকালে কুণ্ডীরাদি জলজন্তুদ্বারা পীড়া হইবে না।) স্তবগীয় ইন্দ্রদেব আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। সর্বজন্তু পুখা আমাদের মঙ্গল সাধন করুন। কশ্যপপুত্র অরিষ্টেনেমি আমাদের মঙ্গল করুন। দেবগুরু বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল করুন। ৪৪

(অনন্তর একটি মন্ত্র দ্বারা সোম ও ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।) সততক্রোধশীল, চন্দ্রকাস্তমণিপ্রভ, বসন্তপ্রিয় শমীবৃক্ষ ও দীপ্তিশালী চন্দ্রমা যাবতীয় ওষধিবনস্পতি প্রভৃতিকে স্বকীয় সতত গমন দ্বারা পোষণ করিতেছেন। (সোমেরস্তব সমাপনান্তে ইন্দ্রের স্তব করিতেছেন।) যাহারা ইন্দ্র অপেক্ষা অব্যবসায়ী, তাহারা উপমাত্ত হইয়াও গুণ পরাক্রমাদির দ্বারা ইন্দ্রকে হিংসা করেন নাই। ইহার অর্থ, কেহ ইন্দ্রের উপমাত্ত নাই। ৪৫

(একটি মন্ত্র দ্বারা পরমাত্মাকে প্রার্থনা করিতেছেন।) পরব্রহ্ম সমস্ত দেবতার উৎপত্তির অগ্রে পূর্বদিকে স্বর্ঘ্যরূপে অথবা বিরাজাদির উৎপত্তির পূর্বে হিরণ্যগর্ভরূপে জন্মগ্রহণান্তে সর্বকমনীয় ভূলোক-মধ্যভাগপর্যন্ত প্রকাশিত করিয়াছেন। সেই ব্রহ্ম সর্বভূতের আশ্রয়। তিনিই এই জগতের বিবিধ স্থানভূত, প্রাচ্যাদি দিক ও বিত্তমান ঘটপটাদির কারণ এবং অমৃত বায়ুপ্রভৃতির উৎপত্তিস্থানের প্রকাশক। পরব্রহ্ম স্বকীয় প্রকাশ দ্বারা ভূলোক হইতে শোভমান লোকত্রয় প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি সকল দেবতার আদিভূত এবং স্বর্ঘ্য-রূপে পূর্বদিকে উদিত হন। তিনি অতীব কমনীয়। সেই ব্রহ্ম সর্বভূতের আশ্রয়। প্রাচ্যাদি দিক্‌সমূহ ও জগতের বিবিধ স্থানভূত, তিনি দৃশ্যমান ঘট পটাদির কারণও অমৃত বায়ুপ্রভৃতির উৎপত্তিস্থানকে প্রকাশিত করেন। ৪৬

স্তোনা পৃথিবী ভবা নৃক্ষরা নিবেশনী।

যচ্ছা নঃ শর্ম সপ্রথাঃ ॥ ৪৭ ॥

গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিতাপুষ্টাং করীষিণীম্ ।

ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্ ॥ ৪৮ ॥

শ্রীর্মে ভজতু, অলক্ষ্মীর্মে নশতু ।

বিষ্ণুমুখা বৈ দেবাস্চন্দোভিরিমাল্লোকাননপঙ্কযামভাজয়ন্ ।

মহান্ ইন্দ্রো বজ্রবাহুঃ ষোড়শী শর্ম যচ্ছতু ॥ ৫৯ ॥

স্বস্তি নো মঘবা করোতু ।

হন্তু পাপমানং যোহস্মান্ দ্বেষ্টি ॥ ৫০ ॥

সোমানং স্বরণং কুণ্ণুহি ব্রহ্মণস্পতে, কক্ষীবস্তং য ঔশিজম্ ।

শরীরং যজ্ঞশমলং কুসীদং তপ্তিস্তসীদতু যোহস্মান্ দ্বেষ্টি ॥ ৫১ ॥

চরণং পবিত্রং বিততং পুরাণং যেন পুতস্তরতি ত্বকুতানি ।

হেন পবিত্রেন শুদ্ধেন পুত্ৰা অতি পাপমানমরাত্তি তরেণ ॥ ৫২ ॥

সজোষা ইন্দ্র সগণো মরুদ্ভিঃ সোমং পিব বহুহঙ্কুর বিদ্বান্ ।

জহি শক্রন্যপমৃষো নুদস্বাথাভয়ং কুণ্ণুহি বিশ্বতো নঃ ॥ ৫৩ ॥

দীপিকা। শ্রীমদ্রানাহ গন্ধদ্বারামিতি । কস্মৃষাদিগন্ধো দ্বারমভিব্যঞ্জকং

যন্তাঃ সা । দুরাধর্ষামভিতেন্দ্রিযৈর্দূপ্রধর্ষাং স্বভাবলোলভ্যাং । করোষিণাং করোহং

গোময়ং তত্বতং “গোময়ে বসতে লক্ষ্মীরিতিস্বতেঃ । ঈশ্বরীম্ । অশ্মোত্তেরাস্তকর্মণ

বরটি ঈশোপধায়া ইত্যম্বুত্তেরীষেভীপি রূপমিতি ত্বর্চবৃষ্টিঃ । শ্বেশভাসেতি বরটি

ঈশ্বরেতি স্মাত্য (পাণিনী ৩, ২, ১৭৫) । অং শ্রীশ্রীমীশ্বরী অং হ্রীপ্ৰিতি চণ্ডী । ৮ ।

মন্ত্রার্থ—(গৃহীত-মৃত্তিকার পরিস্ফুটের জন্ম পুনরায় দুই মন্ত্র দ্বারা পৃথিবীর

নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে । তন্মধ্যে প্রথম মন্ত্র বলিতেছেন ।) হে পৃথিবি, তুমি

আমার দুঃখত্রয়ের অবসান কর । তুমি মনুষ্যাদি চতুর্বিধ ভূতসমূহের উৎপাদন

করিয়া এবং উৎপাদিত প্রাণিবর্গকে গ্রাম, অরণ্যাদি প্রভৃতিতে যথাযোগ্য

সংস্থাপন করিয়া ও মলমূত্রাদি ধারণ পূর্বক সহিষ্ণুতারূপ কীৰ্ত্তি দ্বারা বিদ্যমান

থাকিয়া আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ বিধান করিয়া থাক । ৪৭

(দ্বিতীয় মন্ত্র বলিতেছেন ।) গন্ধদ্বারা যাহার অভ্যমান করা যায়, যাহা খননাদি দ্বারা প্রকম্পিত হয় না, যাহা নানাবিধ শস্য ও গিরি প্রভৃতির দ্বারা পরিপুষ্ট, শস্ত্রবপনার্থ রুধকগণ কর্তৃক কুটে, সবপ্রাণীর ঈশ্বরী ও আশ্রয়ভূতা, সেই মৃত্তিকাকে আমি নিকটে আহ্বান করি । ৪৮

(এই মন্ত্রসমূহর দ্বারা অভিমন্ত্রিত মৃত্তিকা পাদতল হইতে মস্তক পর্যন্ত লেপনপূর্বক জল-প্রবেশের নিমিত্ত প্রার্থনা মন্ত্র বলিতেছেন ।) লক্ষ্মী আমাকে ভজনা করুন । আমার অলক্ষ্মী নাশপ্রাপ্ত হউক । বিষ্ণুগ্রন্থ দেবগণ বেদবিহিত সাধকবৃন্দ দ্বারা রাক্ষসগণকর্তৃক অজেয় এই লোক সমূহ জয় করিয়াছিলেন । ত্রিলোকীপূজ্য বজ্রহস্ত ইন্দ্র পূর্ণচন্দ্রতুলা সুখ বিধান করুন । ৪৯

ইন্দ্র আমাদের মঙ্গল বিধান করুন । যে পাপ আমাদের ঘেষ করে, তাহাকে হনন করুন । ৫০

হে বেদ পরিপালক পরমাত্মন, তুমি সোমলতার অতিষবকারীকে সমস্ত শাখাতে উদাস্তাদি স্বরকে প্রাপ্ত করাও । উশিক্তনয় পরমধি কক্ষীবান্ আমার শরীরকে অমসহিষ্ণু করুন । যে শত্রু আমাদেরকে হিংসা করে, সে চিরকাল নরকে নিবাস করুক । ৫১

(জাহ্নুপরিমিত জলে প্রবেশ করিয়া যে মন্ত্রদ্বয় জপ করিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন । এই মন্ত্র দ্বারা নারায়ণের পাদপদ্ম স্পৃষ্ট হইতেছে ।) নারায়ণের যে পাদপদ্ম পবিত্র, ব্যাপক ও পুরাতন, মানব যে চরণ দ্বারা পবিত্র হইয়া সমস্ত দুষ্কৃত অতিক্রম করেন, আমরাও সেই পবিত্র, বিমুক্ত চরণ স্পর্শে পূত হইয়া নরকের কারাগীভূত পাপরূপ শত্রুকে পরিহার করিব । এই মন্ত্র দ্বারা পদদ্বয় প্রক্ষালন করিবে । ৫২

হে বৃত্রহন, হে শূর, হে ইন্দ্র, তুমি আমাদের অন্তঃকরণ বৃত্তির অতরূপ ক্রীড়মান, তুমি স্বীয় পরিজনবর্গের সহিত বিদ্যমান ও সর্বজ্ঞ । তুমি মরুৎ প্রভৃতি দেবগণের সহিত আমাদের যাগে আগমনান্তে সোমপান কর । তুমি মদীয় শত্রুগণকে নিহত কর এবং সময়ে শত্রুগণের বিনাশ সাধন কর । অনন্তর আমাদের সর্ববিধ অভয়বিধান কর । ৫৩

সুমিত্রা ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু ছর্মিত্রাস্তৃশ্চৈ
 ভূয়ামূর্যোহস্মান্ দ্বৈষ্টিঃ যং চ বয়ং দ্বিষ্যঃ । ৫৩
 আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবন্তা ন উর্ধ্বৈর্দধাতন । মহে
 রণায় চক্ষুসে । যো বঃ শিবতমো রসস্তস্ত ভাজয়তেহ ন ।
 উশতীরিব মাতরঃ । তস্মা অরক্ষমাম বো যস্তা ক্ষয়ায়
 জিহ্বথ । আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ৫৫ ॥
 হিরণ্যশৃঙ্গং বরুণং প্রপত্তে তীর্থং মে দেহি যাচিতঃ ।
 যন্ময়া ভুক্তমসাধনাং পাপেভ্যশ্চ প্রতিগ্রহঃ । যন্মে
 ননসা বাচা কৰ্ম্মণা বা ছুক্তং কৃতম্ । তন্ন ইন্দ্রো
 বরুণো বৃহস্পতিঃ সবিতা চ পুনস্ত পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৬ ॥

দীপিকা। ঐ হ্রিতি যজুর্লক্ষ্মীমন্ত্রো নারসিংহ উক্তঃ (পূর্বতাপনৌ ৪, ২) । ৯ ।
 পদ্মপ্রভ ইত্যাদিঃ পদ্মাবতী মনঃ । কশিচক্ষুর্ম কৃতয় ইতি পাঠঃ কচিৎকৃতয় ইতি ।
 লক্ষ্ম্যা আরাধনে লক্ষ্মীমূর্তা দর্শনীয় সা যথা । চক্ষুর্মূর্তাং তথা বধবা! মধ্যমে
 ষে প্রসার্য চ । কনিষ্ঠিকে তথানীয় তদগ্রেহুজুষ্টকৌ ক্ষিপেৎ । লক্ষ্মীমূর্তা পরা
 হেযা সর্বসম্পৎ প্রদায়িনীতি” । ১০ । বরুণ প্রার্থনা মন্ত্রো হিরণ্যশৃংগমিতি ॥ ১১ ॥
 পুনস্ত শোধয়ন্ত নিহ্বরন্ত ॥ ১২ ॥ অপাং প্রার্থনা সুমিত্রিয়া ন ইতি ॥ ১৩ ॥

মন্ত্কার্থ । জল ও ওষধি সমূহের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ আমাদের সুখবিধান
 করুন । যাহারা আমাদের প্রতি ঘেঁষ করে এবং আমরা যাহাদিগের প্রতি
 ঘেঁষ করি, তাহাদিগের দুঃখ উৎপাদন করুন । ৫৪

হে জল, তুমি স্নান ও পানাদির হেতু বলিয়া সুখদায়ক । তুমি আমাদের
 মহৎ রমণীয় পরমাত্ম-দর্শনের নিমিত্ত পোষণ করিয়া থাক । হে জল, তোমাতে
 যে কল্যাণপ্রদ মধুর রস বিদ্যমান, তাহা তুমি স্নেহবতী জননী সদৃশ আমাদের
 প্রদান করিয়া থাক । হে জল, আমরা য য পাপরাশি ক্ষমার্থ তোমার শরণাগত
 হই । তুমিও পাপ ক্ষয় করিয়া আমাদের প্রসন্ন কর । তুমি আমাদের

পুত্রাদি জনন শক্তি প্রদান কর। ৫৫

[ইহার পর চই মন্ত্র দ্বারা জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।] সুবর্ণময় শৃঙ্গের দ্বারা যাঁহার মুকুট মস্তকে শোভিত, এবম্বিধ বরুণদেবকে প্রাপ্ত হই। তিনি আমাকে অল্পগ্রহ করুন। হে বরুণদেব, তুমি আমার প্রার্থনানুসারে আবরণস্থান প্রদান কর। অপিচ, আমি অসাধু ব্যক্তিগণের গৃহে যে অন্ন ভোজন করিয়াছি ও পাপিগণের নিকট হইতে যে প্রতিগ্রহ করিয়াছি এবং তন্নিম্ন মনঃ, বাক্ ও কর্মের দ্বারা যে পাপ করিয়াছি, সেই পাপ ইন্দ্র, বরুণ, বৃহস্পতি ও সূর্য্য পুনঃ পুনঃ বিশোধিত করুন। ৫৬

নমোঃগ্নয়েৎসু নমো ইন্দ্রায় নমো বরুণায় নমো বারুণ্যৈ নমোঃস্ত্যঃ ॥ ৫৭

যাহার মধ্যে জল অব্যাকৃতভাবে অবস্থিত আছে, তাদৃশ অগ্নির উদ্দেশে নমস্কার। ইন্দ্র, বরুণ, বরুণ পত্নী ও জলাভিমানিনী দেবতার উদ্দেশে নমস্কার। ৫৭
যদপাং কুরং যদমেধাং যদশাস্তং তদপগচ্ছতাং ॥ ৫৮

অত্যাশনাদতীপানাদ্ যচ্চ উগ্রাং প্রতিগ্রহাং।

তন্মে বরুণো রাজা পাণিনা হবমর্শতু ॥

সোহস্পাপো বিরজো নিমুক্তো মুক্তকিঞ্চিৎ।

নাকস্ম পৃষ্ঠমাকরুহ গচ্ছেদ্ ব্রহ্মসলোকিতাম্ ॥ ৫৯ ॥

মন্ত্যার্থ—হে জল, তোমার যে কুররূপ আবর্তাদি, যাহা অপবিত্র নিষ্ঠীবনাদি এবং যাহা বাতশ্লেষাদিজনক রূপ, তৎ সমুদায় আমাদের স্নানাদি প্রদেশ হইতে অপসৃত হউক। ৫৮

(অবগাহন মন্ত্র গুলি কথিত হইতেছে।) দেব, ঋষি, পিতৃগণ মন্তব্যাদি যজ্ঞকে অতিক্রম করিয়া, ভোজনরূপ অত্যাশন, দেব, ঋষি ও পিতৃতর্পণ অতিক্রমাস্তে পানরূপ অতিপান এবং যথেষ্টকারী ব্যক্তিগণের নিকট প্রতিগ্রহজনিত যে পাপ উৎপন্ন হইয়াছে, জলপতি বরুণ হস্তের দ্বারা সেই সকল পাপ অপনয়ন করুন। অনন্তর আমি নিস্পাপ, বজ্রোণ্ডগহীন, সংসার কারণ বাগ্ধেবাদিশূন্য

ও অত্যশ্ণাদিজনিত পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গের উর্দ্ধে আরোহণ পূর্বক যেন
ব্রহ্মলোকে গমন করি। ৫৯

বশ্চাপ্সু বরুণঃ স পুনাত্বমধ্বং ॥ ৬০

ইমং মে গঞ্জে যমুনে সরস্বতি শুভুজি স্তোমং সচতা পরুষ্ণিয়া ।

অসিক্রিয়া মরুদ্ভে বিতস্তয়াজীকীয়ে শৃণুহা স্রযোময়া ॥ ৬১

ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোহধাজায়ত ।

ততো রাত্রিরজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ॥

সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত ।

অহোরাত্রাগি বিদধৎ বিশ্বস্ত্রা ম্রিষতো বশী ॥

সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাগূর্বনকল্পয়ৎ ।

দিবং চ পৃথিবীং চাস্তুরিক্ষমথো স্রবঃ ॥ ৬২ ॥

দীপিকা। গচ্ছেৎ। গচ্ছেয়ম্ ॥:। নদী প্রার্থনাময় ইমং ম ইতি। চত্বারি
নদীসম্বোধনানি। স্তবতমানং স্তোমঃ। হে গঙ্গাদ্যা ইমং মে মম স্তোমং স্তুতিং সচতা।
যচ সম্বন্ধে। সম্বন্ধং কুরুত গৃহীতেত্যর্থঃ। “ঋচি তুহুযমক্ষুতংকুত্রোক্তয়ণোমিতি”
দীর্ঘঃ (পাণিণী ৬.৩.১৩৩)। হে পরুষ্ণি আ স্রবণে। ছান্দসঃসন্ধিঃ। আভীবা
ক্রিয়াসম্বন্ধঃ। অসিক্রিয়া অসিতয়া। “অসিত পলিতেযোর্নঃ ক্রমেকে” (কৌমুদি ৪৯৬)।
অসিক্রিয়া যহ শৃণুহি। “শুশৃণুগৃকুবৃত্ত্যচ্ছন্দসি (পাণিণী ৬.৪.১০২) ইতি হেরালুক।
মংকুতাং স্তুতিং শৃণু। যে অপি নদী বিশেষে তথা হে মরুদ্ভে নাদে বিতস্তয়া
নদ্যা সহ শৃণুহি হে আজীকীয়ে নদী আ স্রুতম্। স্রবেদময়া সোমোস্তবয়া নর্যদয়া
নদ্যা সহ শৃণু মংস্তুতিং গৃহান ॥ ৪ ॥

ঋতং চ সত্যং চেতি স্বয়মভীদ্ধাদীপ্তাওপসী জ্ঞানলক্ষণা কর্ণাদধুপর্ধ্যজায়তোংপন্নং
ততোহনন্তরং রাত্রী। “রাত্রেষ্চাজসা বিতি” ব্রপ্ (পাণিণী ৪.১.৩১)।
অজায়ত। কাল ব্যবহারে জাতস্ততো রাত্র্যানন্তরং তস্তাঃ শীতত্বাৎ সমুদ্রোজাতঃ।
মুদ্রাসহিতোহপি ভবতীত্যত আহ অর্ণব ইতি। অণাংস্র্যদকানি সন্ত্যস্তার্নবঃ।

“অৰ্ণসৌ লোপশ্চেতি” বঃ সলোপশ্চ (কৌমুদী ১২.১৬.) ৫ ॥ তত্‌পরি সংবৎসরো
অজায়ত। সংসত্য বসন্ত্যশ্মিন্‌নিতি সংবৎসরো দিবসঃ সহস্রসংবৎসরে সত্রে সংবৎসর
শব্দস্ত দিবসাত্তিধায়িত্ব নির্ণয়াৎ। তাত্যামহোরাত্রাণি বিদধৎ কৃতবান্। বিশ্বস্ত
মিষতো নিমেষোন্মেষং কুৰ্বতো লোকস্তাশ্বঃ পরিমাপকশ্চেন সযক্ষীকৃতহোরাত্রাণি
বিদধদিত্যশ্বয়ঃ। বশীসবে বশেহস্ত বর্ততি ॥ ৬ ॥

যথাপূর্বং পূর্বকল্পবৎ। স্বঃ স্বৰ্গং স্বর্গোক্তমং দিব উর্জং ভাগম্। ৭॥ যৎ
পৃথিব্যামিতি নিমজ্জনমন্তঃ। পৃথিবাং ভূমৌ যত্রজঃ স্বঃ রজস স্বরূপং অা আশ্রিতং
বর্ততে ব্যাশ্রিতং বর্ততে। উপসর্গেণ ক্রিয়াক্ষেপঃ। অন্তরিক্ষে যত্রজং স্বঃ বিরোদসী
বিশিষ্টং দ্যাবা পৃথিবৌ যদাশ্রিতমিমান্তত্রজ আপ উদকরূপো বরুণো দেবোহঘমর্ষণঃ
পাপনাশনঃ পুনাতু ফেটয়তু তস্মাত্রজসঃ পবিত্রী কৰোতু ॥ ৮ ॥

মন্ত্ৰার্থ—সপ্তমমুদ্রমধ্যস্থিত, নানাবিধ-মহানদী-দীধিকা-কূপাদিতে যে পাপ
নাশক বরুণদেব অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি আমাদিগকে পবিত্র করুন। ৬০

(এই মন্ত্ৰ ঋগ্বেদে দশমণ্ডলে উল্লিখিত।) হে গঙ্গে! হে যমুনে! হে
সরস্বতি! হে শুভ্রা! হে মরুদ্রবুধে! হে অর্জাকীয়ে! তোমরা সকল নদী
মনঃ সংযোগ-পূর্বক মৎ-পঠিত এই স্তুতিমন্ত্রসমূহ শ্রবণ কর। তাহা শুনিয়া
আমাদিগকে পবিত্র করিতে ও অভিলষিত ফল প্রদানার্থ পরক্ষী, অসিক্রী, বিতস্তা
ও সুধোমানারী নদীদিগের সহিত আগমন কর। ইহার তাৎপর্য এই যে,
যদ্যপি আমি উল্লিখিত মহানদীসমূহের তীরে গমনান্তে চিরকাল তথায় অবস্থান
করিয়া সেই সেই নদীর জলে স্নান ও পান করিতে অক্ষম, তথাপি তথায়
থাকিয়া স্নানাদি করি না কেন! তোমরা সকলে তথায় উপস্থিত হইয়া আমার
পবিত্রতা সম্পাদন ও অতীষ্ট ফল প্রদান কর। ৬১

(জলে অবগাহনকারী পুরুষের সম্বন্ধে প্রাণায়ামের নিমিত্ত পাপনাশক
মন্ত্রসূক্ত বলিতেছেন।) স্বয়ং প্রকাশ পরমাত্মা হইতে তাঁহার সম্বল্লবশতঃ,
তদ্ব্যজ্ঞান উৎপত্তির পূর্বে সত্যবৎ প্রতীয়মান পৃথিবী প্রভৃতি ভূতপঞ্চক ও
চতুর্দশ ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে। ভূত ও ভৌতিক সৃষ্টির পর রাজি ও দিবা

উৎপন্ন হইয়াছে। অনন্তর সপ্ত সমুদ্র, বাপীকুপাদি জলরাশি উৎপন্ন হইয়াছে। সমুদ্র ও অর্গবের উৎপত্তির পর অহোরাত্রনিখাতা, চবাচর বিশ্বের স্বাধীনকর্তা, সংবৎসর নামক কাল উৎপন্ন হইল। পরমেশ্বর পূর্ব পূর্ব কল্পে যেরূপ সৃষ্টি, চন্দ্র, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, স্বর্গলোক ও লোকত্রয়ের ভোগ্যপদার্থ সমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কল্পান্তরে সেই রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। ৬২

যৎ পৃথিব্যাং রজঃ স্মাস্তুরিক্ষে বিরোদসৌ ।

ইমাংস্তদাপো বরুণঃ পুনাত্বঘমর্ষণঃ ॥

পুনস্ত বসবঃ পুনাতু বরুণঃ পুনাত্বঘমর্ষণঃ ।

এষ ভূতস্য মধ্যে ভুবনস্য গোপ্তা ॥

এষ পুণ্যকৃতাং লোকানেষ মৃত্যোহ্রিরণ্ময়ম্ ।

ত্য়াবা পৃথিব্যোহ্রিরণ্ময়ঃ সং শ্রিতং স্রবঃ ।

স নঃ স্রবঃ সং শিশাধি ॥ ৬৩ ॥

দীপিকা। এষ সর্বশ্রেতি মৃত্যুপ্রার্থনামন্ত্রঃ । এষ ঐ ভূতশ্রেণ্যপন্নস্ত ভব্যো ভব্যশ্রেণ্যপন্নমানস্ত । বিভক্তিব্যত্যয় । ভুবনস্ত লোকস্ত গোপ্তা রক্ষ কোহসি । হে মৃত্যো এষ ঐ পুণ্যকৃতাং লোকান্ত সং শিশাধি । শাস্ত্র অল্পশিষ্টৌ । ছান্দসঃ ঋঃ । সমুপদিশ । যেন পুণ্যকৃতাং লোকাগ্রাম তৎ মার্গমুপদিশ । হে মৃত্যো এষ ঐ হিরণ্ময়ঃ স্ববর্ণময়োহসি । হিরণ্ময়ঃ স্রবঃ ত্য়াবা পৃথিব্যোঃ সং শ্রুতং স্রপক্স পরিপাকভূতং বর্ততে পৃথিব্যাং দিবি চ ব্রহ্মলোকে স্থিতাসাধ্যাত্মাং । স্বঃ শব্দেন যদেতৎ পরো দিব্যোজ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্বতঃ পৃষ্ঠেষু (ছান্দোগ্য ৩, ১৩, ৭) ইতুক্তং স্থানং গৃহ্যতে । মৃত্যো ঐ তৎসংশিশাধি তদপি যেন প্রাপ্যতে তমুপায়মুপদিশেত্যর্থঃ ॥ ৯

মন্ত্রার্থ—পাতালে, অন্তরিক্ষে, স্বর্গে এবং ভুলোকে বর্তমান সংকৃত যে সকল পাপ আছে, জলাধিপতি পাপনাশক বরুণ তৎসমূহ বিনষ্ট করিয়া আমাদিগকে পবিত্র করুন। ঐষ্টবসু, বরুণ ও অঘমর্ষণ ঋষি আমাদিগকে পবিত্র

করুন। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রাণিসমূহের রক্ষক বর্কণদেব প্রাণি-
গণকে যত্নসম্বন্ধীয় পুণ্যকৃত হিরণ্ময় লোকপ্রদান করেন। হে বর্কণ, যে
হিরণ্ময় স্বর্গলোক ও ভূলোক আশ্রিত আছে, তুমি আমাদেরকে তাদৃশ স্বর্গলোক
প্রদান দ্বারা অগৃহীত কর। ৬৩

আদ্রেং(দ্রং) জলতি জ্যোতিরহমস্মি। জ্যোতির্জলতি ব্রহ্মাহমস্মি।

যোহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি। অহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি।

অহমেবাহং মাং জুহোমি স্বাহা ॥ ৬৪ ॥

অকার্যকার্যবকীর্ণী স্তেনো ভ্রূহা গুরুতল্লগঃ।

বরুণোহপামঘমর্ষণস্তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৬৫ ॥

রজোভূমিস্তুমাং রোদয়স্ব প্রবদন্তি ধীরাঃ ॥ ৬৬ ॥

(পুনস্ত ঋষয়ঃ পুনস্ত বসবঃ পুনাতু বরুণঃ পুনাত্বমর্ষণ) (১২।৫।)

দীপিকা। আদ্রং জলতি ইত্যবকীর্ণীণী হোমমন্ত্রঃ। আদ্রং স্নিগ্ধং
সর্বজনকস্বাভ্যোতিব্রহ্মাখ্যাজলতিনিত্যং প্রকাশতে তদহমস্মি। অহমেব নাত্যদন্তি
কিঞ্চন। অহমেব মামেব জুহোমি ময়া ময়ি চেতাপি ব্রষ্টব্যম্। তদ্বক্তৃম্। ‘ব্রহ্মার্পণং
ব্রহ্মহবিত্রক্ষাণ্যো ব্রহ্মণাহতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা (গীতা ৪.২৪)
১০। অঘমর্ষণ ফলমাহ অকার্যকারীতি। অবকীর্ণী ব্রহ্মচারী জীগমনস্ত কর্তা।
বরুণোহপামঘমর্ষণো যং পৃথিব্যামিত্যনেনাঘমর্ষণ কর্তা লক্ষ্যতে সোহ
কার্যকরণাদিপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥১১॥

অঘমর্ষণানস্তবং স্ততিমন্তো রজোভূমিরিতি। রজো মলং ভূমিভূমেরংশ।
হে বরুণ ত্বমাংরোদয়স্ব আডোহগুনাসিকশ্ছক্সি (পাণিনী ৬, ১, ১২৬)
ইত্যনুনাসিকঃ। স্তানং কৃথা রজো নাশয়েত্যর্থঃ। ধীরা ধীমন্তঃ প্রবদন্তি
প্রকৃষ্টং বরুণং বদন্তি। ১২

মন্ত্যার্থ। (স্নাত পুরুষের আচমন-মন্ত্র বলিতেছেন।) এই যে জলরূপ আর্দ্র বস্তু
দৃষ্ট হইতেছে, তাহা অধিষ্ঠানভূত চৈতন্তের দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে। যে বস্তু

প্রকাশ পাইতেছে, তাহা ব্রহ্মরূপ আমিই। পূর্বে যে আমি জীবরূপ ছিলাম, এখন সেই আমি ব্রহ্মরূপ হইয়াছি। আমি অহঙ্কারসাকী, অহঙ্কাররূপ নহি। অতএব আমি ব্রহ্মরূপ। সেই ব্রহ্মরূপ আমি জলরূপী আমাকে হোম করিতেছি। ৬৪

(আচমনের পর আবার স্নান মন্ত্র বলিতেছেন।) যতপি আমি শাস্ত্রনিষিদ্ধ ভোজন করিয়াছি, নিষিদ্ধ পরদার গমন করিয়া থাকি, ব্রাহ্মণের অশীতি রতি স্ববর্ণচূরি করিয়া থাকি, ভ্রূণ-হত্যা করিয়া থাকি বা বিমাতৃগমণ করিয়া থাকি, তখনি জলাধিপতি পাপনাশক বরুণ আমাকে সেই সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত করুন। ৬৫

হে পরমাত্মন, যতপি আমাতে বহু পাপ আছে, তথাপি তুমি আমাকে পাপফল ভোগ করাইবার জন্ত বোধন করাইও না। ইহার অর্থ, আমার পাপরাশি দ্বীভূত করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর। ইহা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন এবং আমিও বলি। ঋষিবৃন্দ, ঔষেবস্ব, বরুণ ও অঘর্মষণ ঋষি আমাদিগকে পাপ মুক্ত করুন। ৬৬

আক্রান্তসমুদ্রঃ প্রথমে বিধর্মন্ জনয়ন্ প্রজা ভুবনস্য রাজা।
বৃষা পবিত্রে অধি সানো অব্যো বৃহৎসোমো ব্যবুধে স্রবান ইন্দুঃ ॥ ৬৭ ॥

দীপিকা। আক্রান্ত সমুদ্র ইতি। “অত্র নিকৃষ্টম্ (১৪-১৬) অত্যক্রমিৎ সমুদ্র আদিত্যঃ পরমে ব্যবনে বর্ষকর্মণা জনয়নপ্রজা ভুবনস্য রাজা যশস্ত রাজা। বৃষা পবিত্রে অধি সানো অব্যো মহৎ সোমো ব্যবুধে স্রবান ইন্দুরিত্যাধি দৈবতম্। অথর্ধাৎ মম। অত্যক্রমীৎ সমুদ্র আত্মা পরমে ব্যবনে জ্ঞান কর্মণা জনয়নপ্রজা ভুবনস্য রাজা সর্বণ্য রাজা। বৃষা পবিত্রে অধি সানো অব্যো মহৎ সোমো ব্যবুধে স্রবান ইন্দুরিত্যাশ্রয় গতিমাচষ্ট ইতি।

মন্ত্যার্থ। প্রাণিগণের বিবিধ ধর্ম্মের আশ্রয়ভূত সৃষ্টির আদিকালে, যিনি প্রজাগণের উৎপাদন করেন, যিনি সমস্ত ভুবনের অধিপতি, যিনি ভক্তগণের

উদ্দেশ্যে অভিলষিত বস্তু বর্ষণ করেন, সেই পরমাত্মা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া বিद्यমান আছেন। যিনি পর্বতের মধ্যভাগে বিরাজমান, যিনি পবিত্র, যিনি অধিক ও অব্যয়, যিনি ব্রহ্ম ও উমার সহিত বর্তমান, যিনি সর্বলোকের ধর্ম ও অধর্মের প্রেরক এবং চন্দ্রতুল্য আনন্দদায়ক, তিনি যেন বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যদ্যপি সর্বব্যাপক ব্রহ্মের বুদ্ধিপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, তথাপি পূর্বে' অবিদ্যা দ্বারা আবৃত থাকার জীব রূপে স্বকীয় ব্রহ্মত্ব বিস্মৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু অবিদ্যা অপনীত হইয়া তাঁহার ব্যাপকস্বরূপ প্রকাশ পাওয়ায় তিনি যেন বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। ৬৭

পুরস্তাদ্ যশো গুহ্যম্ মম চক্রতুণ্ডায় ধীমহি তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় ধীমহি পরি
প্রতিষ্ঠিতং দেভূর্যচ্ছত্ৰ দধাতনাস্ত্যোহর্ণবঃ মুবো রাজৈকং চ ॥ ৬৮ ॥

রুদ্রো রুদ্রশ্চ দস্তিশ্চ নন্দিঃ সমুখ এব চ । গরুড়ো ব্রহ্মা
বিষ্ণুশ্চ নারসিংহস্তথৈব চ । আদিত্যোহগ্নিশ্চ হুর্গিশ্চ ক্রমেণ
দ্বাদশান্তমি । মম বচমশু-বেনাবভাবৈ কাত্যায়নায় ॥ ৬৯ ॥

ইতি প্রথমোহম্বাকঃ মন্ত্রাঃ সমাপ্তাঃ ।

মন্ত্ৰার্থ। যশঃ-শব্দবাচ্য ব্রহ্ম আমার বুদ্ধিরূপা গুহার পূর্বাদি চারিদিকে বিদ্যমান। আমরা চক্রমুখ্যুক্ত নন্দিকেশ্বর তীক্ষ্ণদন্ত নরসিংহের ধ্যান করি। যাহারা আমার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের বিদ্য উৎপাদন করে, তোমরা সকলে তাহাদিগকে জলে স্থাপন কর। সমুদ্র, স্বর্গলোক, রাজা ও অধিতীয় ব্রহ্ম আমার কল্যাণ সাধন করুন ॥ ৬৮ ॥

বিরাট পুরুষ, মহাদেব, গণপতি, নন্দি, কাশ্তিকেশ্বর, গরুড়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নরসিংহ, সূর্য্য, অগ্নি, হুর্গা—এই দ্বাদশ দেবতার গায়ত্রী পুত্ৰ জলে স্নান ও পানের জল আগত আমাদিগকে রক্ষা করুন। ॥ ৬৯ ॥

প্রথম অম্ববাকের মন্ত্ৰার্থ সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় অনুবাক:

জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ ।

স ন পৰ্যদতি দুৰ্গাণি বিশ্বা নাবেব সিদ্ধুং ছুরিতাত্যগ্নিঃ ॥ ১ ॥

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষ্ জুষ্টাম্ ।

দুৰ্গাং দেবীঃ শরণমহং প্রপাশ্চে সূতরসি(দ্ধ)তরসে নমঃ ॥ ২ ॥

অগ্নে ত্বং পংরয়া নবো অস্মান স্বস্তিভিরতি দুৰ্গাণি বিশ্বা ।

পুশ্চ পৃথী বহলা ন উৰ্বী ভবা তোকায় তনয়ায় শংযোঃ ॥ ৩ ॥

দীপিকা । জাতবেদস ইতি । অত্র নিকৃতম্ (১৪, ৩৩) । জাতবেদস ইতি জাত মিদং সৰ্বং সচরাচরং স্থিত্যংপত্তি প্রলয়ন্তায়েন জাতবেদস্তা (?) ইদং জাতবেদসেহঁচায় সুনবাম সোমোমিতি প্রসবায়ান্তিষবার সোমং বাজান-মমৃতমরাতীয়তী যজ্ঞার্থম নিম্মো (?) নিদহাতি নিশ্চয়েন দহতি ভস্মীকরোতি সোমো দদদিত্যর্থঃ (?) স ন পৰ্যদতি দুৰ্গাণি বিশ্বা দুৰ্গমানি স্থানানি নাবেব সিদ্ধুং নাবা সিদ্ধুং যথা য কশ্চিৎ কর্ণধায়ো নাবা সিদ্ধুং শ্রুতমানাং নদীং জলদুৰ্গাং মহাকলাং তারয়ত ছুরিতাত্যগ্নিরিহি তানি তারয়তী তসৈষাপরা ভবতি । অমর যোজনা তু । সমুদ্র আদিত্যো বি অবো ব্যাব্যে ব্যবনে বিশেষণে অবনে বন্ধণে নিমিস্তভূতেসতি বুধা বর্ষণে ধর্মন্ ধর্মেণ প্রজা জনয়ন সন্ অক্রান্ অত্যক্রমীং সর্বমাত্মনোহধশ্চকারেত্যর্থঃ । কৌদুশে ব্যাব্যে । প্রথমে পরমেহঁচৈরসাধ্যে । কৌদুশঃ সমুদ্রঃ । ভুবনস্ত সর্বস্ত রাজা স্বামী । পবিত্রে সানো সানৌ অধি শিখরাধীশঃ সন্ বৃহৎসোমো মহাপ্রসবিতা ইন্দুঃ স্রবানঃ । সূতংহঁদৌ স্রবানঃ সর্বোৎপত্তিকর্তা সন ব্যবুধে কলাভিরধিকো বভূব । স্বর্ষ এব স্বকিরণৈবৃষ্টিং কৃশ্বা সোমরূপেণ চাপ্যায় সৰ্বং বন্ধতীত্যর্থঃ ॥

মন্ত্যার্থ—(অনিষ্ট পরিহারার্থ এই মন্ত্রসমূহের জপ অবশ্য কর্তব্য । প্রথম মন্ত্র বলিতেছেন ।) আমরা অগ্নির উদ্দেশে সোমলতার অভিষেক করি । সর্বজ্ঞ অগ্নি আমাদের শত্রুগণকে সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত করুন । অপিচ, সেই

অগ্নি আমাদের সমস্ত আপৎ বিনষ্ট করিয়াছেন। যেমন নাবিক নৌকার দ্বারা সমুদ্র অতিক্রম করে, তদ্রূপ অগ্নি আমার পাপসমূহ দূরীভূত করুন। ১ (দ্বিতীয় মন্ত্রদ্বারা উহা ব্যাখ্যা করিতেছেন।) আমি সেই বৈরোচনী অর্থাৎ পরমাত্মা কর্তৃক পরিদৃষ্ট অগ্নিার্ণা, স্বীয় তাপে শত্রুদঙ্ঘকারিণী, কর্মফলদাত্রী তুর্গাদেবীর শরণাগত হই। হে সূতারিণি, হে সংসার জাগকারিণীদেবি, তোমাকে প্রণাম করি। ২

(তৃতীয় মন্ত্র বলিতেছেন।) হে অগ্নে, তুমি আমাদের স্তবযোগ্য হইয়া কল্যাণপ্রদ উপায়সমূহ দ্বারা সমস্ত আপৎ হইতে উত্তীর্ণ করতঃ আমাদের সংসার-সমুদ্রের পরপারে লইয়া যাও। তোমার অহুগ্রহে আমাদের বাসভূমি, পৃথিবী এবং শস্যান্ধাদনযোগ্য ভূমিও বিলুপ্তিলাভ করুক। তুমি আমাদের পুত্র দানার্থ স্তবপ্রদ হও। ৩

বিশ্বানি নো তুর্গহা জাতবেদঃ সিদ্ধুং ন নাবা ছরিতাতিপাৰ্শ্বি।

অগ্নে অত্রিবগ্ননসা গুণানোহস্মাকং বোধ্যবিতা তনুনাং ॥ ৪

পুতনাজিতং সহমানমুগ্রমগ্নিঃ ছবেম পরমাং সধস্থাৎ।

স নঃ পর্ষদতি তুর্গাণ বিশ্বা ক্রামদেবো অতি ছরিতাত্যাগ্নিঃ ॥ ৫

প্রত্নোষি কমীড়ো অধ্বরেষু সনাচ্চ হোতা নব্যাশ্চ সতিস্।

স্বাং চাগ্নে (তবং) তনুবাং পিপ্রয়স্বাস্মভ্যং চ সৌভগমায়জস্ব ॥ ৬

গোভিজ্জুষ্টমযুজো নিযিক্তং তবেন্দ্র বিষ্ণোরনুসংচরেম।

নাকস্যা পৃষ্ঠমভি সংবসানো বৈষ্ণবীং লোক ইহ মাদয়ন্তাম্ ॥ ৭

ইতি দ্বিতীয়োহনুবাচঃ।

দীপিকা। আত্মপক্ষে সূর্যস্থানীয় আত্মা কর্মফলদানমেব বর্ষণং মন এব চন্দ্রঃ সচবাহচন্দ্র ইব সূর্যতেজসা স্বতেজসা সিদ্ধন্তেন বাসনাকিরণৈর্জগদাসিচ্য প্রবর্তয়তীত্যর্থঃ ॥ জাতবেদস ইত্যন্ত যোজন্য। জাতমিদং সর্বং হিতুংপতি প্রলয়ৈবেদং জানাতি জাতবেদা ভগবানগ্নিস্তস্যৈ জাতবেদসেহ্ময়ে সোমং

সোমব'ল্লীং বয়ং স্ননবাম। প্রার্থণায়ং লোট্। অগ্নৌ হোমার্থং সোমাবিবং
প্রার্থয়ামহ ইত্যর্থঃ। আত্মপক্ষে তৎ সমর্পণায় সং কৰ্ম' প্রার্থনা। বিপক্ষে
বাধকমাহ অরাতীয়ত ইতি রাতিন্ধানং রাতিমহতি রাতে: সম্বন্ধী বা রাতীয়ঃ।
ন রাতীয়োহ রাতীয়োহ দাতা। তস্মদরাতীয়তোহদাতু: সকাশাৎসো জ্ঞানং
ধনং বা। বিদ জ্ঞানে বিদদন্, লাভে বা অস্নন্। নিদহাতি। লিট্ তিবাট্।
নিশ্চয়েন দহতি দহেত ভস্মীকুৰ্য্যৎ। 'লিঙর্থে লেট্' (পাণিনী ৩, ৪, ৭)
সোহগ্নিরাঅ। বা নোহস্মান্ বিখা বিখানি সর্বাণি হুর্গাণি হুর্গমানি স্থানান্ততি
পর্ষদিতি ক্রিয়াপদম্। অতিরূপসর্গঃ। অতি পারয়তীত্যর্থঃ। এবং হুরিতাতিং
যত্র পর্ষদিতি যোজ্যম্। অত এবোত্তরত্র মস্ত্রেহতিপর্ষীতি প্রয়োগঃ। অক্ষর
পুর্তিস্তু, ত্যগ্নি: অতিগ্নিরিতি তেন ত্রৈলোক্যসিদ্ধিঃ। যথা কশ্চিন্দ্ভাবা সিদ্ধমতিপার-
য়তি ন কেবলং হুর্গাণি তারয়তি কিন্তু হুরিতান্ততিপারয়তি হুরিতান্তপি
তারয়তীত্যর্থঃ। পর্ষদিতি প্ পালনপূরণয়োঃ। লেট্ তিবিভো লোপোহট্।
“সিব্বহলং লেটীতি” সিপ্ (পা ৩, ১, ৩৪)। অশ্রা: পুরস্চরণবিধানং তু
শারদাতিলকাভিভ্যো ব্রূবাম্। ১১২ ॥ হুর্গাণ্য অগ্নিশক্তের্বজ্রমাহ তাম'গ্নবর্ণ্যামিতি।
বৈবোচনীং সূর্য সম্বন্ধিনীম্। সূতরসিদ্ধতরসে নম ইতি সূত্ৰতরমতিশয়িতং
সিদ্ধং তরো বেগো যশ্রা: সা তশ্রৈ ॥ ৩

মন্ত্ৰার্থ—(চতুর্থ মন্ত্ৰ বলিতেছেন।) হে জাতবেদঃ, তুমি আমাদের সমস্ত
আপদের বিনাশক হইয়া নোকাছারা সমুদ্র অতিক্রমতুল্য আমাদের সর্ব'পাপ
হইতে উত্তরণ কর। হে অগ্নে, অজিহ্বাধির ত্যায় তাপত্রয়মুক্ত হইয়া তুমি মনে মনে
আমাদের কল্যাণ চিন্তা কর এবং আমাদের শরীর রক্ষকরূপে অবস্থান কর। ৪

(পঞ্চম মন্ত্ৰ বলিতেছেন।) আমবা পরসেনাজয়ী, শক্রগণের অভিভবকারী,
ভীতিহেতু অগ্নিকে উৎকৃষ্ট স্বীয় ভূতাগণ সহ অবস্থানযোগ্য দেশ হইতে
আহ্বান করি। সেই অগ্নি আমাদের সমস্ত আপং দূরীভূৎ করিয়াছেন।
অগ্নিঃস্ব আমাদের মত অপরাধীর সর্ব'দোষ সম্বৎ করত মৎকৃত ব্রহ্মহত্যা
যাবতীয় মহাপাপ বিনষ্ট করিতেছেন। ৫

(ষষ্ঠ মন্ত্র বলিতেছেন।) হে অগ্নে, তুমি কর্ণসমূহে স্তবযোগ্য হইয়া সুখ দান করিয়া থাক। তুমি কর্মফলের দাতা, হোমনিষাদক ও স্তবযোগ্য হইয়া কর্ণদেশে অবস্থান কর। তুমি হবিঃ দ্বারা স্বকীয় শরীরের প্রীতি সম্পাদন কর। অনন্তর আমাদিগকে সৌভাগ্য প্রদান করিয়া থাক। ৬

(সপ্তম মন্ত্র বলিতেছেন। হে ইন্দ্র, ধেনুগণ-সেবিত এবং অমৃতধারা-নিষিক্ত মহাভাগ্য লাভের নিমিত্ত নিষাপ তোমার ও বিষ্ণুর সেবক হইব। স্বর্গেণ উর্দ্ধে নিবাসশীল সমস্ত দেবতা অভীষ্ট ফল প্রদান দ্বারা বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ আমার ভক্তি বৃদ্ধি করুন। ৭

“দ্বিতীয় অন্তবাক্যের মন্ত্রার্থ সমাপ্ত।”

তৃতীয় অনুবাক্য:

ভূরন্নমগ্নয়ে পৃথিব্যৈ স্বাহা, ভুবোহন্নং বায়বেহস্তরিকায় স্বাহা,
সুবরন্নমাদিত্যায় দিবে স্বাহা ভূভূবঃসসুবরন্নং চন্দ্রমসে দিগভ্যাঃ
স্বাহা, ননো দেবেভ্যাঃ, স্বধা পিতৃভ্যো ভূভূবঃ সুবরন্নমোম্ ॥ ১ ॥

ইতি তৃতীয়োহনুবাক্যঃ।

দীপিকা। অগ্নইতি। হে অগ্নে ত্বং স্বস্তিভিরশ্বান্ বিশ্বানি হর্গাণি
জ্ঞানাত্তিথ্যায় প্রাপ্তপারাগি কুরু। নব্যো নূতনঃ। নঃ পুং পুরো পৃথ্বী
বিপুলাস্ত। উর্বা ভূমিনো বহলাস্ত মম শংষোঃ স্থথিনঃ। কং শংভ্যামিতি
যুস (পাণিনী ৫, ২, ১৬৮)। তোকায় বাল্য তনয়্য ভবাম্ভ্যং নূতনং
পুত্রং দেহীত্যর্থঃ।

মন্ত্রার্থ—(অনন্তর পাপক্ষয়ার্থ অন্নকামের হোমমন্ত্রসমূহ বলিতেছেন।
ভূসংস্কারাদি আজ্যসংস্কার পর্য্যন্ত কর্ম স্ব স্ব গৃহোক্ত বিধিঅনুসারে করিয়া
এই সকল মন্ত্রদ্বারা অথবা মন্ত্রলিঙ্গবশতঃ অগ্নের জন্ত হোম করিবে। এই প্রধান
যাগ ও ষষ্টিকৃতাদি ষষ্টিযাগ স্ব গৃহোক্ত বিধির দ্বারা করিতে হইবে।) ভূঃ,

ভুবঃ ও স্রবঃ এই তিন অবায়পদ ত্রৈলোক্যের অধিষ্ঠানদেবতাবাচক। ভূঃ অর্থে পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রীদেবতা আমাদের অন্নদান করুন। তজ্জন্ম চক্ররূপ অন্ন অগ্নি ও পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রীদেবতার উদ্দেশে এই স্মার্তাগ্নিতে স্নহত হউক। ভুবলোকাধিষ্ঠাত্রীদেবতা আমাদের অন্ন প্রদান করুন, তাহা পুনঃ বায়ু ও অস্তরিক্ষ দেবতার উদ্দেশে স্নহত হউক। স্রবলোক আমাদের অন্ন প্রদান করুন, তাহা আবার আদিত্য ও স্বর্গলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে স্নহত হউক। ভূঃ, ভুবঃ ও স্রবঃ আমাদের অন্ন প্রদান করুন, তাহা আবার চন্দ্রমা ও দিক্‌সমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে স্নহত হউক। এইরূপে স্থিষ্টকৃত ইষ্টিযাগের সহিত প্রধান যাগসম্পাদনাস্ত্রে পূর্বাভিমুখী হইয়া ‘নমো দেবেভ্যঃ’ এই মন্ত্রে দেবগণের অর্চনা করিবে। পরে দক্ষিণমুখ হইয়া ‘স্বধা পিতৃভ্যঃ’ এই মন্ত্রে পিতৃগণের পূজা করিবে। স্বধা মন্ত্র পিঃগণের অতীব প্রিয়। ইহা নমস্কারাদি উপচারকে বুঝায়। ভূঃ, ভুবঃ, স্রবঃ এই তিন দেবতা আমাদের অন্নদানার্থ অমৃত্যু করুন। ১

তৃতীয় অনুবাকের মন্ত্রার্থ সমাপ্ত।

চতুর্থ অনুবাকঃ

ভূরগ্নয়ে পৃথিবৈ স্বাহা, ভুবো বায়বেহস্তরিক্ষায় স্বাহা,
স্রবরাদিত্যায় দিবে স্বাহা, ভূভুবঃস্রবশ্চন্দ্রমসে দিগ্‌ভ্যঃ স্বাহা,
নমো দেবেভ্যঃ স্বধা পিতৃভ্যো ভূভুবঃ স্রবরগ্ন ঞ্ম ॥ ১ ॥

ইতি চতুর্থোহনুবাকঃ

পঞ্চম অনুবাকঃ

ভূরগ্নয়ে চ পৃথিবৈ চ মহতে চ স্বাহা,
ভুবো বায়বে চাস্তরিক্ষায় চ মহতে চ মহতে চ স্বাহা,
স্রবরাদিত্যায় চ দিবে চ মহতে চ স্বাহা,
ভূভুবঃ স্রবশ্চন্দ্রমসে চ নক্ষত্রৈভ্যশ্চ দিগ্‌ভ্যশ্চ মহতে চ স্বাহা।
নমো দেবেভ্যঃ স্বধা পিতৃভ্যো, ভূভুবঃ স্রবর্মহরোম্ ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমোহনুবাকঃ

দীপিকা। ওম্ ভূরগ্ন ইত্যাদয়ো হোম বিশেষমন্ত্রাঃ স্পষ্টার্থাঃ সম্বন্ধস্বরে চৈবাং জপো জ্যেয়ঃ ॥

দীপিকা অনুযায়ী। ভূরগ্নমগ্নয়ে স্বাহা। ভুবোইগ্নং বায়বেহরিকায় স্বাহা। ভূরগ্নমাদিত্যায় দিবে স্বাহা। ভূভুবঃস্ববরগ্নং চন্দ্রমসে দিগভ্যঃ স্বাহা। নমো দেবেভ্যোঃ স্বধা পিতৃভ্যো ভূভুবঃস্ববরগ্নমোম।

ষষ্ঠ অনুবাকঃ

পাহি নো অগ্ন এনসে স্বাহা। পাহি নো বিশ্ববেদসে স্বাহা।

যজ্ঞং পাহি বিভাবসোস্বাহা। সর্বং পাহি শতক্রতো স্বাহা। ১

ইতি ষষ্ঠোহনুবাকঃ

সপ্তম অনুবাকঃ

পাহি নো অগ্ন একয়া। পাহ্যত দ্বিতীয়য়া।

পাহুর্জং তৃতীয়য়া। পাহি গীর্ভিশ্চতস্যুর্ভির্বসো স্বাহা। ১

ইতি সপ্তমোহনুবাকঃ

চতুর্থ অনুবাকের মন্তব্য—(ইহার পর কেবল পাপক্ষয়ার্থ মন্তব্যলি কথিত হইতেছে। এখানে দ্ব্যত্বারা হোম করিতে হইবে, অন্য ত্রব্য দ্বারা নহে। ইহার কারণ, মন্ত্রলিঙ্গ নাই। আজ্যই সমস্ত হোমের 'সাধারণ ত্রব্য। অন্য ফল না থাকায় পাপক্ষয় এই হোমের ফল ॥) পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাকে অগ্ন দান করুন। সেই অগ্ন অগ্নি ও পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে স্নহত হউক। ভুবলোকো অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাকে অগ্ন দান করুন। সেই অগ্ন বায়ু ও অন্তরিক্সলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে স্নহত হউক। স্ববলোকো অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাকে অগ্ন দান করুন। সেই অগ্ন আদিত্য ও তুলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে স্নহত হউক। ভূঃ, ভুবঃ ও স্ববলোকো অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা আমাকে অগ্ন দান করুন। সেই অগ্ন চন্দ্রমা ও দিকৃসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে স্নহত হউক। দেবগণের উদ্দেশে নমস্কার। পিতৃগণের উদ্দেশে স্বধা। ভূঃ,

ভুবঃ ও স্ববঃ—এই প্রসিদ্ধ ত্রিলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবগণ এই আহুতি দ্বারা গ্রহণ পূর্বক আমাদের পাপ মুক্ত করুন। হে অগ্নে, তুমিও আমার প্রার্থিত কর্মাক্ষতানের অঙ্গীকার কর। ১

পঞ্চম অনুবাকের মন্তব্য—(যাঁহারা মহত্ব লাভের প্রার্থনা করেন, তাঁহাদের জন্য তৎফল হোম-মন্ত্র সমূহ কথিত হইতেছে।) ভূলোকে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাকে অন্ন দান করুন। সেই অন্ন আবার মহত্ব গুণযুক্ত অগ্নি ও পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে স্নেহত হউক। ভুবলোকাধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাকে অন্ন দান করুন। সেই অন্ন আবার মহত্বযুক্ত বায়ু ও অন্তরিক্ষলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে স্নেহত হউক। স্ববলোকাধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাকে অন্ন দান করুন। সেই অন্ন আবার মহত্বগুণযুক্ত আদিত্য ও চ্যলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে স্নেহত হউক। ভূঃ, ভুবঃ ও স্ববলোকাধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাকে অন্ন দান করুন। সেই অন্ন আবার মহত্বযুক্ত চন্দ্রমাঃ, নক্ষত্রসমূহ ও দিক্ সমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে স্নেহত হউক। দেবতাগণের উদ্দেশে নমস্কার। পিতৃগণের উদ্দেশে স্বধা। ভূঃ, ভুবঃ ও স্ববঃ এই লোকত্রয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেববৃন্দ আমাকে মহত্ব প্রদান করুন। ১

ষষ্ঠ অনুবাকের মন্তব্য—(পূর্বে ‘ভূঃ অগ্নয়ে’ ইত্যাদি অনুবাকে সর্বসাধারণ পাপক্ষয় হেতু হোম মন্ত্রাবলী কথিত হইয়াছে। অনন্তর প্রতিবন্ধক নিবারণ দ্বারা মুক্তির জ্ঞান প্রাপ্তির নিমিত্ত হোম মন্ত্রসমূহ কথিত হইতেছে।) হে অগ্নে, তুমি আমাদের পাপ ক্ষয়প্রতিবন্ধক পাপ হইতে রক্ষা কর। তোমার উদ্দেশে এই হবিঃ স্নেহত হউক। যাবতীয় তত্ত্বজ্ঞান সিদ্ধির নিমিত্ত আমাদের পালন কর। তজ্জন্ম তোমার উদ্দেশে ইহা স্নেহত হউক। হে বিভাবসো, ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উপায়ভূত যজ্ঞ রক্ষা কর। তাহা তোমার উদ্দেশে স্নেহত হউক। হে শতক্রতো, তুমি জ্ঞানসাধন হেতু গুরুশাস্ত্রাদি রক্ষা কর। তাহা তোমার উদ্দেশে স্নেহত হউক। ১

সপ্তম অনুবাকের মন্ত্যার্থ:—(পুনঃ পূর্বোক্তফলক আহতিচতুষ্টয়মন্ত্র কথিত হইতেছে।) হে অগ্নে! হে বসো! তুমি ঋগ্বেদরূপ প্রথম বাক্য দ্বারা স্তুত হইয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। তজ্জগ এই আজ্য তোমার উদ্দেশে স্তুত হইক। (অপিচ যজুর্বেদরূপ দ্বিতীয় বাণী দ্বারা স্তুত হইয়া তুমি আমাদিগকে পালন কর। তজ্জগ এই আজ্য তোমার উদ্দেশে স্তুত হইক। সামবেদরূপ তৃতীয় বাক্য দ্বারা স্তুত হইয়া আমাদের অন্ন ও অন্নরস পান কর। তজ্জগ এই আজ্য তোমার উদ্দেশে স্তুত হইক। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্বরূপ চতুর্বিধ বেদবাণী দ্বারা অভিষ্ট হইয়া তুমি আমাদিগকে পালন কর। তজ্জগ এই আজ্য তোমার উদ্দেশে স্তুত হইক। ১

অষ্টম অনুবাকঃ

যশ্চন্দসামৃষভো বিশ্বরূপশ্চন্দোভ্যশ্চন্দাংস্যাবিবেশ।

সতাং শিকাঃ প্রোবাচোপনিষদিন্দ্রে জ্যেষ্ঠ ইন্দ্ৰিয়ায় ঋষিভ্যো

নমো দেবেভ্যঃ স্বধা পিতৃভ্যো ভূভূবঃস্ববশ্চন্দ ওম্ ॥ ১ ॥

দীপিকা। যশ্চন্দসামৃষভো বাচ্যত্বাধিশ্বরূপঃ সর্বাণ্য। চন্দোভ্যঃ সকাশাদগ্নানি চন্দাংস্ত্রাবিষ্টবাংশ্চন্দোভির্গুপ্তোহস্তরাত্মা বিচরতীত্যর্থঃ। সতাং সৎপুরুষানাং শক্যোজ্জ্যেয়ঃ প্রোবাচোপনিষদুপনিষদমিল্লঃ পরমেশ্বরো জ্যেষ্ঠঃ সর্বাদিত্যাৎ। অথবা শক্যো বেদবাচ্যঃ স ইন্দ্র স্তামুপনিষদং প্রোবাচেত্যর্থঃ ॥

ইতি অষ্টমোহনুবাকঃ

নবম অনুবাকঃ

নমো ব্রহ্মণে ধারণং মে অন্ত্রনিরাকরণং ধারয়িতা ভূয়াং

কর্ণয়োঃ শ্রুতং মা চ্যোচ্চং মমামুষ্য ওম্ ॥ ১ ॥

ইতি নবমোহনুবাকঃ

দীপিকা। মেধাবিবৃদ্ধয়ে মন্ত্ৰো নমো ব্রহ্মণ ইতি। ধারণং শ্রুতশ্রুতশ্রুত চিন্তনম্। অনিরাকরণং বিশ্বরণহিতম্। মমামুশ্রু চ শিষ্যশ্রু চ কর্ণয়োঃ শ্রুতং

শ্রবণশক্তির্ভূয়াৎ । হে ধারনাদয়ো যুষং মা চোচ্চ চাতা মা ভূত মম শিবাশ্চ চ ॥

অষ্টম অনুবাকের মন্ত্যার্থ—(অর্থজ্ঞানপ্রতিপাদক সমস্ত বেদান্তপ্রাপ্তিকাম পুরুষের জন্ম : হু বলিতেছেন—) যে প্রণব সমস্ত বেদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, যাহা সমস্ত জগৎ স্বরূপ, তাদৃশ প্রণব চতুর্বেদ হইতে উৎপন্ন । সেই প্রণব গায়ত্রী প্রভৃতি সমস্ত ছন্দের মধ্যে আবিষ্ট রহিয়াছে । সাধুগণের প্রাপ্তব্য, সকলের আদিকারণ প্রণবপ্রতিপাদ পবমৈশ্বর্যযুক্ত পরমাত্মা জিজ্ঞাসু ঋষিবৃন্দের মধ্যে জ্ঞানসমর্থকে ব্রহ্মবিচার উপদেশ দিয়াছিলেন । অতএব আমি দেববৃন্দ ও পিতৃগণকে নমস্কার করিতেছি । ভূঃ, ভুবঃ ও স্বর্বলোকস্থিত মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক বেদকে আমি প্রাপ্ত হইব । ১

নবম অনুবাকের মন্ত্যার্থ :—(অধীত বেদসমূহ যাহাতে বিস্থত না হওয়া যায়, তন্নিমিত্ত জপ্য মন্ত্র বলিতেছেন ।) জগৎ কারণ ব্রহ্মকে নমস্কার । তাঁহার অন্তর্গত আমার চিন্তে গ্রহ ও গ্রহার্থধারণসামর্থ্য উদ্ভিত হউক । এমন ভাবে গ্রহার্থ ধারণা করিতে পারি, যে আমত্বা বিস্থত না হই । আমি এরূপ প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার কর্ণে যৎ কিঞ্চিৎ বেদশাস্ত্রাদি শ্রুত হইয়াছে, তাহা যেন বিনাশ প্রাপ্ত না হয় । অনন্তর আমি স্থির ধারণা প্রাপ্ত হইব । ১

দশম অনুবাক:

ঋতং তপঃ সত্যং তপঃ ক্রতং তপঃ শাস্ত্রং তপো

(দমস্তপঃ শমস্তপো) দানং তপো যজ্ঞং তপো ভূত্ববঃ

সুব্রতৈতদ্বপাস্তৈতত্তপঃ ॥ ইতি দশমোহনুবাকঃ

দীপিকা । ঋতং তপ ইতি । ঋতং স্নাত্তা বাণী তপঃ । শাস্ত্রং শাস্ত্রিরিন্দ্রিগ্নিগ্রহঃ । এতানি সর্বাণি সত্ত্ব শুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান সাধনানীত্যর্থঃ ব্রহ্মবেদো ভূবাদিলোক ত্রয়ং চ ব্রহ্ম পরং ব্রহ্মৈতদ্বপাস্ত বস্তে তৈতত্তপঃ তপ ইত্যর্থঃ ॥

একাদশ অনুবাকঃ

যথা বৃক্ষস্ত্র সংপুষ্পিতস্য ছরাদগন্ধো বাত্যেবং পুণ্যস্য
কর্মণো দূরাদগন্ধো বাতি যথাসিধারাং কৰ্ত্তেহবহিতামক্রামে
যদ্ব্যবেয়ুবে হ বা বিহ্বলিষ্যামি কতং পতিষ্যামীত্যেবম-
মৃতাদাআনং জুগুস্পেত্ ॥* (যথাসিধারাং কৰ্ত্তেহবহিতামবক্রামেতদ্ব্য-
বেহ বেহবা বিহ্বলিষ্যামি) । ১ ইতি একাদশোহনুবাকঃ

দীপিকা। যথা বৃক্ষশ্রেতি পুণ্যকর্মস্তুতিঃ। অপুণ্যস্ত নিন্দা যথাসিধারামিতি।
অসে: খড়্গস্ত্র ধারাং কৰ্ত্তেহবহিতাম্। কৃত্যতে কৰ্ত্তে। গন্তঃ। কৃতী ছেদনে
ষণ্। ছেদন ফলগর্ভমধোহবহিতা-মারোপিতামবক্র। মেদববক্রব্য গচ্ছেহল্লংঘয়েৎ।
যদি উ বা যথোব ইহ বা বামভাগ ইহ বা দক্ষিণভাগে বিহ্বলিষ্যামি প্রমাদী
ভবিষ্যামি কতং তর্হি পতিষ্যামিতি সাবধানো গচ্ছে দেবমনৃত্যামি-
যাতিধানাদাআনং জুগুস্পেত্ ॥

দীপিকা। নত্বাঅজ্ঞানায়ৈতাবতিকমিত্যবধানং ক্রিয়ত ইত্যশংক্য শূন্যত্বেন
দ্রবধিগমত্বাদিত্যাহ অণোরিতি। তর্হ'তাস্তমণোল'ভে কঃ পুরুষার্থ ইত্যত আহ
মহত ইতি। অণুৎ দ্রবভিগমত্বাদুচ্যত ইতি ভাবঃ। গুহায়াং দহরে পুণ্ডরীকে।
অক্রতুমসংকল্পং বীতশোকতাকলম্। ধাতুগু'রোব্রক্ষণ আআন এব বা। ধাতুপ্রসাদা-
দিত্তি পাঠে দধতার্থমিতি ধাতব ইন্দ্రిয়াণি তেষাং প্রসাদাচ্ছূদ্বৈরিতার্থঃ।
মহিমানং মহাস্তং প্রত্যয়ার্থো ন বিবক্ষিতঃ।

দশম অনুবাকের মন্ত্যার্থ—(জ্ঞানসাধন চিন্তের একাগ্রতারূপ তপঃ আছে।
মনঃ ও ইন্দ্రిয়-সমূহের একাগ্রতা সাধন পরমতপস্তা। সেই তপস্তাকে শ্রোত ও
স্মার্ত্ত সমস্ত কর্মস্বরূপতারূপে প্রশংসা করিতেছেন। অথবা তাদৃশ তপঃসিদ্ধির
নিমিত্ত জপা মন্ত্র বলিতেছেন।) স্মৃত অর্থে মন দ্বারা যথার্থ বস্তুর চিন্তারূপ তপঃ।
সত্য অর্থে বাক্য দ্বারা যথার্থ কথনই তপঃ। বেদার্থ নির্ণায়ক পূর্ব ও উক্তর

* কোন পুস্তকে পাঠাস্তর দৃষ্ট হয়।

মীমাংসা শাস্ত্র শ্রবণ তপঃ। শাস্তিই তপঃ। দম্যর্থ উপবাসাদি তপস্তা। একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্তা প্রভৃতি তিথিতে উপবাস বৃহিত। শম অর্থ শত্রুপ্রতিও ক্রোধবাহিত্য তপস্তা। দানও তপস্যা। যজ্ঞও তপস্যা। ভূঃ, ভুবঃ ও স্ববঃ এই লোকত্রয়ায়ক ব্রহ্ম বিद्यমান। হে মুমুক্শুগণ! এই ব্রহ্মের উপাসনা কর। ইহাই প্রকৃষ্ট তপস্যা। ১

একাদশ অনুবাকের মন্ত্যার্থ—(শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্মাছুষ্ঠানরূপ পুণ্যকে জ্ঞান সাধন বলিয়া প্রশংসা করিতেছেন। জ্ঞান লাভের প্রতিবন্ধক বলিয়া নিষিদ্ধা-চরণকে নিন্দা করিতেছেন।) যেমন বিকশিত চম্পকাদি পুষ্পবৃক্ষের স্বরভিগন্ধ বায়ুর সহিত দূর হইতে দূরদেশে গমন করে, সেইরূপ জ্যোতিষ্টমাদি যাগরূপ পুণ্য কৰ্ম্মের স্বগন্ধসদৃশ সংকীৰ্ত্তি মনুষ্যালোক হইতে স্বর্গলোকে গমন করে। যেমন সংসারে কোন লোক কখনও কোন কারণে গর্তের উপর বক্রভাবে স্থাপিত কাষ্ঠখণ্ডতুল্য অসিধারের উপর পদদ্বয় রাখিয়া গমন করিলে পাদচ্ছেদ হয়, কিন্তু যদি দৃঢ়স্পর্শ না হয়, তবে গর্তে নিপতিত হইবে। উভয় প্রকারই দুঃখজনক ভাবিয়া বিত্বল হইয়া পড়ি। তখন কৰ্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকি। অতএব মুমুক্শোগী মোক্ষলাভার্থ অন্তঃকরণকে ধীর স্থির রাখিয়া পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইবেন। ১

দ্বাদশ অনুবাকঃ

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানাং গুহায়াং নিহিতোহস্য জন্তোঃ।

তমক্রতুং পশুতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্নহিমানমীশম্ ॥ ১

সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্যাং সপ্তার্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত জিহ্বাঃ।

সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা গুহাশয়ান্নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥ ২

অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্বেষ্মাত্ সান্দন্তে সিদ্ধবঃ সর্বরূপাঃ।

অতশ্চ বিশ্বা ওষধয়ো রসাস্চ যেনৈষ ভূতস্তিষ্ঠত্যন্তরাং ॥ ৩

ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ কবীনামৃষিবিপ্রাণাং মহিষো মৃগাণাম্।

শ্বেনো গৃধ্রাণাং স্বধিতির্বনানাং সোমঃ পবিত্রমত্যোতি রেভন্ ॥ ৪

দীপিকা। সপ্তেতি। সপ্ত প্রাণাঃ শীর্ণাণ্য অগ্নেঃ সপ্তার্চিষঃ সমিধো
 জিহ্বাশ্চ। সপ্তার্চিষঃ সপ্ত হবিষ্কৃতা দীপ্তয়ঃ। সমিধো যথা পাকসংস্থা হবিঃসংস্থাঃ
 সোমসংস্থাস্থাপরাঃ। একবিংশতিরিত্যেতা যজ্ঞদংস্থাঃ প্রকীৰ্ত্তিতা ইতি সমিধঃ
 সপ্ত সপ্ত (শাংখায়ন গৃহস্থত্রাণি ১১)। “কালী কবালী চ মনোজবা চে”
 ত্যাচ্চা মুণ্ডোক্তাঃ (১. ২. ৪) সপ্ত জিহ্বাঃ। সপ্তলোকা ভূবাদয়ঃ। যেনু
 লোকেষু শুভাশয়া লিংগশরীরস্থা নিহিতা শুপ্তাঃ সপ্ত প্রতিশরীরম্। সর্বমাত্মন
 এব জাতমিতি পূর্বোক্তং মজ্জাস্তরেণ প্রকাশয়তি অত ইতি। যেন রসেন ভূতৈশ্চ
 কৃৎসাস্তরায়া লিংগ-শরীরাবচ্ছিন্নস্থিষ্ঠতে কৃতাবস্থানো ভবতি। ‘অন্নময়ং হি
 সোম্য মন’ ইতি শ্রুতেঃ (ছা ৬. ৫. ৪) তস্য বিভূতিমাহ ব্রহ্মেতি। দেবানা-
 মিজ্জাদীনাং মধ্যে ব্রহ্মঃ পারমেশ্বরং রূপম্। পদবী পদবীং দৈত্যচাৰ্ঘ্যাদিকার
 মিচ্ছতি পদবীয়তীতি পদবীঃ কিবন্তুঃ শুক্রঋষিভূঁপুত্রঃ কবীনাম্। কবীনা-
 মশ্নানঃকবিরিতি শ্রুতেঃ (গীতা ১০. ৩৭) নিত্যগামিত্যং হর্ষো বা পদবী কবীনাং
 জ্ঞানিনাম্। যদ্য পদানি বায়তি সংবৃণোতি সম্যক পদ প্রয়োগ কৰ্তা কবীনাং
 শ্রেষ্ঠঃ। মহিষঃ। মহ পূজ্যায়ং। পূজ্যতমঃ সিংহো “মৃগানাং চ মৃগাধিপ”
 ইতি শ্রুতেঃ। স্বধিতিঃ পরশুবর্ণানং ছেদহেতুত্বাচ্ছেষ্ঠঃ। সোমো বল্লী পবিত্রমতো
 তাতিক্রমা গচ্ছতি। পবিত্রেষু সোমো বৈষ্ণবং রূপামত্যর্থঃ। রেভন্। রেভু শব্দে।
 অহমুচ্চৌরীতি নিঃশংকং ভাষমাণঃ। যাস্মৈন (১৪. ১৩) তু রশ্মিনিষেবিতাদিত্য-
 পরতয়োজ্জিয়াধিপাঅপরতয়া চায়ং মন্ত্ৰো ব্যাখ্যাতঃ। তদ্বৎ। ব্রহ্ম। দেবানামিত্যেব
 হি ব্রহ্মা ভবতি দেবানাং দেবনকৰ্মণামাদিত্যরশ্মিনাম্। পদবীঃ কবীনামিত্যেব
 হিং পদং বেত্তি কবীনাং চ কবীয়মানানামাদিত্যরশ্মিনাম্। ঋষিবিপ্রাণামিত্যেব
 হি ঋষিণো ভবতি বিপ্রাণাং ব্যাপন কৰ্মণামাদিত্যরশ্মিনাম্। মহিষো
 মৃগাণামিত্যেব হি মহান ভবতি মৃগাণাং মার্গকৰ্মণামাদিত্যরশ্মিনাম্। শোনো
 গৃধ্রাণামিতি শোন আদিত্যো ভবতি শ্রায়তের্গতিকর্মণো গৃধ্র আদিত্যো ভবতি
 গৃধাতেঃ স্থানকৰ্মণো যত এতন্নিঃশিষ্ঠতি। স্বধিতি বর্ণানামিত্যেব হি স্বয়ং
 কৰ্মাণ্যাদিত্যো যন্তে বনানাং বননকৰ্মণামাদিত্যরশ্মিনাম্। সোমঃ পবিত্রমতোতি

বেভিন্নিত্যেব হি পবিত্রং রশ্মীনামতোতি স্তূয়মান এব এবৈতৎ সৰ্বমক্ষর
মিত্যধিদৈবতম্। অথাধ্যাত্মম্। ব্রহ্মদেবানামিত্যয়মপি ব্রহ্মা ভবতি দেবানাং
দেবনকৰ্মণামিন্দ্রিয়াণাম্। পদবীঃ কবীনামিত্যয়মপি পদং বেত্তি কবীনাং
কবীয়মানানামিন্দ্রিয়াণাম্। ঋষি বিপ্রাণামিত্যয়মপি মৰ্শিণো ভবতি বিপ্রাণাং ব্যাপন
কৰ্মণামিন্দ্রিয়াণাম্। মন্ত্ৰিণো যুগাণামিত্যয়মপি মহান্ ভবতি যুগাণাং য়ার্গণ-
কৰ্মণামিন্দ্রিয়াণাম্। শ্রোনো গৃহাণামিতি শ্রোন আত্মা ভবতি শ্রায়তেজ্ঞান কৰ্মণো
গৃহাণীন্দ্রিয়াণি গৃহাতে জ্ঞান কৰ্মণো যত এতস্মিন্ স্থিষ্ঠিষ্ঠি।

স্বধিত্তিৰ্বনানামিত্যয়মপি স্বয়ং কৰ্মাণায়ানি ধন্তে বনানাং বনন কৰ্মণা-
মিন্দ্রিয়াণাম্। সোমঃ পবিত্রমতোতি বেভিন্নিত্যয়মপি পবিত্রমিন্দ্রিয়াণাত্যোতি
স্তূয়মানোহয়মেবৈতৎ সৰ্বমমুভব-ত্যায়াগতিমাচট ইতি নিকস্তানুস্মারোণাধি
দৈবতমধ্যাত্মং চ ব্যাখ্যায়তে ॥ আদিত্যপক্ষে ষষ্ঠ্যষ্টৈস্ত রশ্ময়ো বাচ্যা
প্রথমাস্তৈরাদিত্যঃ। সৰ্বত্র রূপ কোপমা দ্রষ্টব্য। যোগিকো বার্থো কটিমপহা-
য়ানুগন্তব্যঃ। অধ্যাত্মপক্ষে প্রথমাস্তৈরাভ্যভিধীয়তে ষষ্ঠ্যষ্টৈরিন্দ্রিয়াণি। ব্রহ্মা
বৃহত্তা দেবাদিষু ব্রহ্মাদয়ো রাজস্ত এবমাত্মেন্দ্রিয়েষু রাজতে। সোমঃ প্রসবিতা
পবিত্রং শুক্লোহতোত্যতিশয়েন জানাতি। গতার্থাস্তে জ্ঞানার্থাঃ। আদিত্য
আত্মা চ নারায়ণ এবৈতি নারায়ণ প্রকাশকঃ ॥

দ্বাদশ অনুবাকের মন্ত্যর্থ—(শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণরহিত যথোক্ত প্রশংসায়ুক্ত
পুণ্যানুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধ-চিৎ পুরুষ সম্বন্ধে তত্ত্ব উপদেশ প্রদানার্থ এই অনুবাক
আবদ্ধ হইতেছে। নিয়োক্ত মন্ত্র সমূহের মধ্যে প্রথম মন্ত্র কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় কঠো-
পনিষদে (১১২১২০) এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩২০) দৃষ্ট হয়) স্মৃষ্ট হইতে
স্মৃষ্টতর এবং বিশাল হইলে বিশালতর এই আত্মা প্রত্যেক জীবের হৃদয়-গুহায়
অবস্থিত। অন্তঃকরণাদি বিষুদ্ধ হইলে নিষ্কাম ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিয়া
শোকাভীত হন। উপাধি ভেদহেতু আত্মা স্মৃষ্ট, স্মৃষ্টতর, বিশাল ও বিশালতর
রূপে দৃষ্ট হন। ১

যে পরমাত্মা স্তম্ভাঃস্তম্ভরূপ পুরুষগণবেত্ত বলা হইয়াছে, তাঁহাকে শাখাচক্ষু
 জ্ঞায়ের দ্বারা উপলক্ষণত্বপ্রযুক্ত জগৎ কারণ বলা হইতেছে।) মায়ী শক্তিবিশিষ্ট
 পরমেশ্বর হইতে দুই চক্ষুঃ, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা ও মুখ, এই সপ্ত ইন্দ্রিয় উৎপন্ন
 হইয়াছে। সেই পরমাত্মা হইতে চক্ষুর্বাণি সপ্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয় প্রকাশন শক্তি,
 সপ্ত বিষয় এবং কালী, করালী, মনোজবা, স্থলোহিতা, সুধুম্ববর্ণ, ফুলিঙ্গিনী ও
 বিশ্বকৃচী, এই সপ্ত জিহ্বা উৎপন্ন হইয়াছে। যে পরমেশ্বর হইতে ভূবাণি সপ্ত
 লোক উৎপন্ন, সে সপ্তলোকের মধ্য হইতে দেবমমুষাদি শরীরবর্তী সপ্ত গ্রাণ
 উৎপন্ন হইয়াছে। গুহাশায়ী পরমেশ্বর হইতে সপ্ত মহর্ষি, সপ্ত সমুদ্র প্রভৃতি
 উৎপন্ন হইয়াছে। ২

এই পরমেশ্বর হইতে সপ্ত সমুদ্র, সপ্ত পর্বত উৎপন্ন। নানাদেশাভিমুখ নদী
 সমূহ এই পরমেশ্বর হইতে প্রবাহিত। এই বিশ্বদমুভবনীয় রসস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে
 সমস্ত ঔষধি উৎপন্ন। যে ঔষধিরস দ্বারা অহং প্রত্যয়গম্যা অন্তরাত্মা অধিষ্ঠিত
 আছেন, তাঁহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন। ৩

(অন্তবর্তী, প্রাণাদি ও বহিবর্তী সমুদ্রাদির সৃষ্টি কথনান্তে চৈতন বস্তুসমূহে
 পরমেশ্বরের উৎকৃষ্ট স্বরূপে অবস্থান বলিতেছেন।)

পরমেশ্বর দেবগণের মধ্যে চতুর্মুখ ব্রহ্মরূপে নিয়ামকভাবে অবস্থান
 করিতেছেন। তিনি কবিগণের মধ্যে শব্দসামর্থ্যাভিজ্ঞ ব্যাসবাস্তবীক্যাদিক্রমে
 বিরাজ করিতেছেন। তিনি ব্রাহ্মগণের মধ্যে গোত্র-প্রবর্তক বশিষ্ঠাদি ঋষি
 হইয়াছেন। তিনি চতুঃস্পদ জীবের মধ্যে অধিকশক্তিয়ুক্ত মহিষ হইয়াছিলেন।
 তিনি গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষিগণের মধ্যে বলবান ঞ্জেনপক্ষি হইয়াছিলেন। বৃক্ষসমূহের
 ছেদন নিমিত্ত তিনি কুঠার হইয়াছিলেন এবং সোমরূপে মত্তগন্ধযুক্ত হইয়া পবিত্র
 গন্ধাদি জলকেও অতিক্রম করিয়াছেন। ৪

অজামেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং বহ্নীং প্রজাং জনয়ন্তীং সরূপাম্।

অজো হেকো জুষমাণোহন্নশেতে জহাত্যোনাং ভুক্তভোগামজোহিহ্মঃ ॥ ৫

হংসঃ শুচিষদ্বশুরন্তুরিকসন্ধোতা বেদিষদতিথির্হরৌগসৎ ।

(নৃষদ্বরসদৃতসদ্যোম) নৃষদ্বরষদৃতস্ব্যোম সদজা গোজা ঋতজা অদ্রিজা

ঋতং বৃহৎ ॥ ৬

[যস্মাজ্জাতা ন পরা নৈব কিঞ্চ—

নাস য আবিবেশ ভুবনানি বিশ্বা ।

প্রজাপতিঃ প্রজয়া সংবিদান—

ঋণি জ্যোতীঃষি সচতে স ষোড়শী ॥ ৬ক

বিধর্তারং হবামহে বসোঃ কুবিন্ধনাতি নঃ ।

সবিতারং নৃ চক্ষসম্ ॥ ৬খ

অত্না নো দেব সবিতঃ প্রজাবৎসাবীঃ সৌভগম্ ।

পরা হুঃষপ্নিয়ং সুব ॥ ৬গ ॥

বিশ্বানি দেব সবিতর্হরিতানি পরাস্তব ।

যন্তুজং তন্ন আশুব ॥ ৭ ॥

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ ।

মাক্ষীর্গঃ সন্তোষধীঃ ॥ ৮ ॥

মধু নক্তমুতোষমো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ ।

মধু ছৌ রন্ত নঃ পিতা ॥ ৯ ॥

মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্ত সূর্যঃ ।

মাক্ষীর্গীবো ভবন্ত নঃ ॥ ১০ ॥]

দীপিকা। অবিকারশ্রু কথং নানাস্মিত্যাশ্রয় মায়িকমিতি বক্তুং
মায়ান্বরূপমাহ অজামিতি । অজামনাদিমেকাং বিচিত্র শক্তিধেন নানাকার্য-
সম্ভবান্নাদিবাদেকাম্ । গুণভেদমাহ লোহিতেতি । চৈতন্ত্যেকণে কার্যমাহ
বহ্নীমিতি । অজো হেকং সংসার্হনৃত্য শেতে ন আগতি জানাতাবাং ।

অজ্ঞোহন্তো জ্ঞানী । ৫ ॥ হংস ইত্যাদি কাঠকে ব্যাখ্যাতম্ । ৬ ॥ [যস্মানেতি ।
 যস্মাৎপরো ন জাতঃ । তত্ত্ববিকারিত্বাৎ জাতত্বেনোপলক্ষ্যতে তত্ত্বতো ন
 ভিত্তিতে দ্বিঃ তত্শৈব বিবর্তঃ । নগ্নু তর্হি স্বতন্ত্র এব নিত্যোহন্তো ভবন্ত
 আহ অন্তো অস্তীতি নেত্যোবান্তোহপি স্বতন্ত্রো নাত্যোক্তে ঐতি তাৎপর্যং ।
 নগ্নু তুহ্যফলভ্যমানস্ত কঃ গতিরত আহ য ইতি । আবেশঃ সন্নিবেশবিশেষঃ ।
 স এব ভুবনাকারো বভূবেত্যর্থঃ । প্রজয়া সংবিদানঃ প্রজ়েতি সংজ্ঞাপন্নঃ ।
 জ্ঞানি জ্যোতীংশি জ্ঞানান্নির্দর্শনান্নিঃ কোষ্ঠান্নিরিতি । তানি সচতে তৈঃ
 সম্বন্ধো ভবতি । স চ ষোড়শী ষোড়শকলাবাংস্তাশ্চ ষষ্ঠপ্রশ্ন উক্তাঃ ॥ ৩ ॥
 চতুর্থমোমসংস্থারূপো বা ॥ ৪ ॥ বিবর্ত্যিরিমিতি ত্রিপিদা গায়ত্রী । বিবর্ত্যিরং
 সর্বদ্বাদিগং স্থং চবামহ আবাহয়ামো যো নোহস্মভ্যং বসোর্দব্যাস্ত বনাতি
 বনতি । বন সম্বর্ত্তো । বিভাগং দদাতি । অত্র এব বিভক্ত্যরমিতি শাখাস্তরে
 পাঠঃ । কুবিদবায়ং শনকৈরর্থো । অযাচিত এবনো ত্র্যভাগং দদাতীত্যর্থঃ ।
 সবিতারং প্রসবিতারং নৃচক্ষসং নৃশ্চষ্টে নৃচক্ষাস্তং প্রাণিনাম্ জ্ঞানপ্রদম্ । ৫ ॥
 গায়ত্র্যস্তরমাহ অন্তোতি । অত্র শব্দোহস্মিন্নহনীত্যর্থং সত্ত্ব আদি ত্রুত্রেণ
 (পাণিনী ৫, ৩, ২২) নিপাতিতঃ । “নিপাতসা” চ (পা ৬, ৩, ১৩৬)
 ইত্যুক্তশব্দস্ত দীর্ঘঃ । অত্র নোহস্মাকং দেব সবিতঃ সর্বন কর্ত্ত্বঃ সৌভগং
 প্রজাবত্ প্রজামর্হতীতি প্রজাবৎ । “তদর্হতীতি” বতিঃ (পাণিনী ৫, ১, ৬৩) ।
 যথা প্রজাস্থ যোগ্যং ভবতি তথা সার্বীঃ । ছান্দসোহঙ্ক্ৰভাবঃ । অসার্বীঃ
 প্রস্তুতবানসি । দুঃষপ্লমর্হতি দুঃষপ্লিমিযাদি পূরণঃ । পরাস্থব নিরাকুরু ॥ ৬ ॥

গায়ত্র্যস্তরং বিধানীতি । হে দেব সবিতবিধানি সর্বাণি হুরিতানি
 পরাস্থব নিরাকুরু । যচ্চ ভদ্র কল্যাণং তন্মোহস্মভ্যামস্থব প্রস্থব ॥ ৭ ॥

মধ্বিত্যাদি তিস্রিঙ্গপদা গায়ত্র্যাঃ । বাতা ঋতায়তে । ঋতং সত্যং যতে
 এতি যন্ তত্শ্চ যতে সত্যমাপ্নুবতে সত্যবাদিনে । ছান্দসো দীর্ঘঃ । বাতা
 বায়বোহপি মধ্ববৃত্তং ক্রবন্তি । “লিঙর্থে লেট্” (পাণিনী ৩, ৪, ৭)
 লিঙর্থেহত্র প্রার্থনা মধু ক্রবন্তি ক্রবন্ত । সিদ্ধবো নতো মধ্ববৃত্তং ক্রবন্ত ।

ওষধীর্বোধযো নো মাধ্বীর্মাধ্বা সন্ত মধু সন্ধিক্রো মাধ্বাঃ। “তসোদং”
পাণিনী ৪, ৩, ১২০) ইত্যনু। ঋত্বা বাসত্বা বাসত্ব মাধ্বী হিরণ্যায়ানি ছন্দসি
(পাঃ ৬, ৮, ১৩৫) ইতি নিপাতনাক্রণাভাবঃ ॥ ৮ ॥ নক্তং ব্রাহ্মণ উতাপ্রাশসঃ
প্রত্যাধাঃ। কিম্ বহনা ভোমং রজোহপি মধুমদন্ত। দৌরপি মধ্বন্ত নঃ পিতা।
ব্রহ্মসদনত্বাদব্রহ্মসন্ত সর্বজনকত্বাক্রোহপি পিতোপচারাৎ। মধু শব্দঃ
কেবলোহপি মধুমৎপর এব পূর্বাপদসাহচর্যাৎ। মধু ব্রাহ্মণেন মধু মন্ত্রার্থঃ প্রকাশিতো
বেদিতব্যঃ ॥]

মন্ত্রার্থ—(ব্যবহারকালে চতুর্মুখ ব্রহ্মাদি শরীরে পরমেশ্বরের বিশেষরূপে
অবস্থান কথনাস্তে যথোক্ত জগৎ সৃষ্টির মূল কারণভূত মায়াশক্তিকে আশ্রয় পূর্বক
বদ্ধ ও মুক্ত পুরুষের অবস্থা প্রদর্শিত।) বিষয়াসক্ত জীব লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণরূপ
যুক্ত অথবা সত্ত্ব, রজঃ, তমঃরূপা সমানরূপ, দেবতিথ্যক্ মনুষ্যাদি বহুবিধ প্রজা
সৃষ্টি করিয়া প্রীতিসহকারে মায়াকে সেবা করতঃ বিষয়সমূহ ভোগাস্তে জন্ম
মরণাদি সংসার প্রাপ্ত হয়। অত্ৰ বিরক্ত পুরুষ ভোগ্যবস্তুজাত উপভোগ করিয়া
তাহাকে ত্যাগ করে। ৫

(যে পুরুষ বিবেক বলে মায়াকে পরিত্যাগ করেন, তাঁহার নিকট সমস্ত
জগৎ ব্রহ্মরূপে অবতাসমান হয়। এই বিষয় এখানে প্রদর্শিত হইতেছে।)
সূর্য্য বিমুক্ত জ্যোতির্গয় মণ্ডলে অবস্থান করেন। তিনি আবার সূত্রাত্মা
হিরণ্যগর্ভরূপে জগতের নিবাসহেতু বলিয়া বস্তুবায়ুরূপে অন্তরিক্ষে অবস্থান
করেন। তিনি হোমনি স্পাদক আহবনীয়াদি অগ্নিরূপে সোমযাগাদির অন্তর্ভূত
বেদিতে অবস্থান করেন। অমাবস্যাতিথিবিশেষ অপেক্ষা না করিয়া তিনি
ভোজনের প্রার্থনার জন্ত সেই সেই স্থানে গমন পূর্বক বৈদেশিক অতিথিরূপে
পরকীয়গৃহে বিরাজ করিতেছেন। মহেশ্বরের মধ্যে কর্ম্মাধিকারী জীবরূপে
তিনি অবস্থান করে। শ্রেষ্ঠস্থান কাশীসমূহে তিনি পূজ্য ব্যক্তিরূপে অবস্থান
করেন। তিনি সত্য বৈদিক কর্ম্মে ফলরূপে অবস্থান করেন। তিনি আকাশে
নক্ষত্রাদিরূপে প্রকাশিত। নদীসমূহাদিতে শস্যমকরাদিরূপে তিনি জন্মগ্রহণ

করেন। তিনি গোসমূহ হইতে দৃষ্টিদ্বিরূপে উৎপন্ন হন। তিনি সত্য বচন হইতে কীৰ্ত্তিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। পর্বত সমূহ হইতে তিনি বৃক্ষাদিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। হংস হইতে আরম্ভ করিয়া অস্ত্রিজা পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ পূর্ণব্রহ্ম। অজ্ঞদৃষ্টিতে জগদ্রূপে ভাসমান সমস্ত বস্তু জ্ঞানদৃষ্টিতে ব্রহ্মই। ৬

স্বতং মিমিক্ষিরে স্বতমস্যা যোনিঘূর্তে শ্রিতো স্বতমুবস্য ধাম। (স্বতমস্যা) অল্পস্বধমাবহ মাদয়স্বস্বাহা কৃতং বৃষভ বক্ষি হব্যম্ ॥ ৭ ॥

সমুদ্রাদূর্মির্মধুমাং উদারহুপাংশুনা সমমৃতহমানট্।

স্বতস্য নাম গুহ্যং যদস্তি জিহ্বা দেবনামমৃতস্য নাভিঃ ॥ ৮

দীপিকা। স্বতমিতি। মিমিক্ষে সিবিচে। মিক্ষ সেচনে। অস্ত সর্বস্ত যোনির্জনকম্। “অগ্নৌ প্রান্তাহতিঃ সমাগাদিতামুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিবৃষ্টৈরন্নঃ ততঃ প্রজা” ইতি শ্বতে: (মহু সংহিতা ৩. ৩৬)। স্বতে শ্রিত আশ্রিতঃ। আশ্রিতো লোকো স্বতস্ত তেজস্বাত্তেজস্বিনং হি শ্রয়স্তে। স্বতং উ অস্ত ধাম। অস্ত লোকস্ত স্বতং ধাম ধাতৃ। বৃষভ হে ধর্ম্মাচ্ছধং স্বধাং স্বধামহু আবহ স্বতমাদাতুং সন্নিহিতো ভব। মাদয়স্ব হর্ষং প্রাপুহি যতঃ স্বাহাকৃতং স্বাহা শব্দেন হতং স্বতং হব্যং বক্ষি বহসি ॥ ৭ ॥ সমুদ্রাদিতি। সমুদ্রাং ক্ষীরোদান্নধুমাহুমিত্ত্বরংগ উদারহুদগতবান্। ঋ গতো লুঙ্ সতিশাস্তীতাড্ (পাণিনী ৬. ১. ৫৬)। উপাংশুনা স্তিমিতশব্দেনামৃতস্বং সমানট্ সমাপ। যদস্তি তদক্রমঃ। স্বতং দেবানাং জিহ্বা তেন বিনান তুপ্যন্তীতার্থঃ। তথায়তস্ত নাভিমুখ্যমমৃতম্ ॥ ৮ ॥

মন্ত্রার্থ (জ্ঞানিভোগ্য দেহের অল্পকূল ভোগসমূহ প্রার্থনীয়। তজ্জন্ম জ্ঞানসাধন যাগাদি কর্মের হেতু অগ্নির অল্পকূলতা প্রার্থনা করিতেছেন।) পূর্বে ষজমানগণ আহবনীরূপ অগ্নিতে স্বতসেক করিয়াছেন, সেই স্বত অগ্নির উৎপত্তির কারণ, যে হেতু স্বত দ্বারা জালাবৃদ্ধি দেখা যায়। এই অগ্নি স্বতকে আশ্রয় পূর্বক অবস্থান করিতেছে। স্বতই অগ্নির স্থান অথবা তেজোবর্ধক। হে অগ্নে! তুমি স্বধামস্ত্রের পর আমাদেব হবিঃস্বরূপ প্রবণাস্ত্রে দেবগণকে এখানে আমন্ত্রন

কর। তাঁহাদিগকে আনিয়া আনন্দিত কর। হে শ্রেষ্ঠ! স্বাহাকাবের দ্বারা অশ্বং প্রদত্ত হব্য দেবগণকে প্রদান কর। ৭

সমুদ্র হইতে উর্মির জায় পরমাত্মা হইতে মাধুর্য্যযুক্ত প্রণব প্রসৃত হইয়াছে। স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের প্রণবযুক্ত গুহ্য নাম সর্ববেদে বর্তমান। মানব ধ্যানকালে শনৈঃ শনৈঃ উচ্চারণীয় সেই প্রণব জপদ্বারা উৎপত্তিবিনাশরহিত ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করেন। সেই প্রণব হইতেছে সর্ববেদের জিহ্বা-স্থানীয়, কাবণ ধ্যানপরায়ণ দেবগণ কর্তৃক সর্বদা উচ্চারণীয় জিহ্বাতুল্য মুখমধ্যে অবস্থিত। অপিচ এই প্রণব বিনাশরহিত মোক্ষের নাভিস্বরূপ। ইহার অর্থ, যেমন নাভি রথচক্রের আশ্রয়, তেমনি এই প্রণবই মুক্তির উপায়। ইহা দ্বারা মানব মুক্তিলভ করে। প্রণব ধনুতুল্য, শর আশ্বতুল্য এবং ব্রহ্ম তল্লক্ষ্য কথিত হয়; অপ্রমত্ত চিত্তে সেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিবে এবং শরবৎ তন্নয় হইবে। ৮

বয়ং নাম প্রব্রবামা যুতেনাস্মিন্ যজ্ঞে ধারয়ামা নমোভিঃ ।

উপ ব্রহ্মা শৃণবচ্ছস্যমানং চতুঃশৃঙ্গোশ্চবমীদেগীর এতৎ ॥ ৯

চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্যা পাদা দ্বৈ শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্যা ।

ত্রিধা বন্ধো বৃষভো রৌরবীতি মহো দেবো মর্ত্যাং আবিবেশ ॥ ১০

ত্রিধা হিতং পণিভিগুঁহ্মানং গবি দেবাসো যুতময়বিন্দন ।

ইন্দ্র একং সূর্য একং জজ্ঞান বেনাদেকং স্বধয়া নিষ্টতক্ষুঃ ॥ ১১

যো দেবানাং প্রথমং পুরস্তাদ্

বিশ্বাধিকো রুদ্রো মহর্ষিঃ ।

হিরণ্যগর্ভং পশুত জায়মানং

স নো দেবঃ শুভয়াস্বত্যা সংযুনক্তু ॥ ১২

দীপিকা। বয়ং নামেতি। বয়ং যুতস্ত নাম প্রব্রবামা ধারয়ামা ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। ব্রহ্মা ঋষিক্ শস্তমানয়গুঁভিনীকণ্যমাণং প্রকৃতং যুতবর্ণতমূপ-

শৃগুপশৃগুয়াং । লেট্ ত্ৰিবিভোলোপোহট্ । চতুঃশৃগীবদচতুঃশৃগুপশৃগুযুক্তো
গৌরো নির্মলঃ পরমেশ্বরো যজ্ঞোহবমীতুদগীৰ্ববান্ ॥ ৯ ॥ (১৩ ॥ ৯ ॥) তদ্বর্ণনং
চত্বারি শৃঙ্গৈতি । অস্ত্র নিরুক্তম্ (১৩.৭) চত্বারি শৃঙ্গৈতি বেদা বা এত উক্তান্ত্রয়ো
অস্ত্র পাদা ইতি সবনানি ত্রীণি যে শীর্ষে প্রায়ণীয়োদয়ণীয়ে সপ্ত হস্তাসঃ সপ্ত
ছন্দাংসি ত্রিধাবজ্জৈধাবজ্ঞো ময়্য ব্রাহ্মণ-কল্লৈবৃষভো রোরবীতি । রোরবণমস্ত
সবনক্রমেণর্গিভূজ্জুতি সামভির্ধেদনয়ুগ্ভিঃ শংসন্তি যজুর্ভির্ধজন্তি সামভিঃ স্তবন্তি
মহো দেব ইত্যেব হি মহান্দেবো যজ্ঞো মর্ত্যানাবিবেশেত্যেব হি মনুজানা-
বিশতি যজ্ঞমানায় তন্ত্বেত্তবা ভূয়সে নির্বচনায়ে” তি । “যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি”
ঋতেনারায়ণপরতা (শতপ ১.১.২.১৩) ॥ আত্মপক্ষে তু চত্বারি শৃঙ্গাণি বিধ
তৈজস প্রাজ্ঞতুরীয়াণি । ত্রয়ঃ পাদাঃ সংহতিকপগমনহেতবো জাগ্রত স্বপ্ন
স্ববৃষ্টানি । যে শীর্ষে পরাপর ব্রহ্মণীস্বর্গাপবর্গো বা । সপ্ত হস্তাস আদানো
পায়া পক্ষেন্দ্রিয়াণি বুদ্ধিমনসী চ তদ্বক্তঃ সপ্তাঙ্গ ইত্যগ্যাঅনঃ । ত্রিধাবজ্ঞোহবমীতুদগী
ত্বনগ্রবিবিক্তানন্দাখ্যোভোগৈবন্ধঃ সংসারং ত্যক্তুমক্ষমো বৃষভোহবিভায়া বীজ
প্রদীহনেন সেচনাং । “অহং বীজপ্রদঃ পিতেতি” স্মৃতে রোরবীতি সংসারহঃখে-
নাত্যস্তমাক্রন্দভীশ্বরকপেণোচ্চৈরূপদিশতি চ । মহো দেবো মহান্দেবঃ স্বপ্রকাণ
আত্মা মর্ত্যং মরণধর্মাণং দেহমাবিবেশ “লিঙ্গ্ৰে লেট্” (পা. ৩.৪.৭) প্রবিশতি ।
“স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্ৰেভ্য” ইতি ঋতে: (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ
১.৪.৭.) ॥ ১ ॥ ত্রিধেতি । ত্রিধাহিতং ত্রৈবিদ্যাকর্মণি নিহিতং পণিভির্ব্যবহৃত্
ভিগুর্জ্ঞমানং গোপামানং গবি গোবিষয়ে সৌরভেয়ীষু দেবাসো দেবা ইন্দ্রাদয়ো
দ্ব্যতমস্ববিন্দংল্লকবন্তঃ । একং ভাগমিজ্ঞো জজ্ঞাতৈকং সূর্যো জজ্ঞাতৈকং
বেনাষেনো বেনতে: ক্রান্তি কর্মণঃ কামুকাহুক্ষণচ্ছ্রমসো বৈকং ভাগং স্বধয়া
হোমকপেণ কর্মণাহেতুভূতেন নিষ্টতক্ষুব্ধিতবন্তঃ ॥ ২ ॥ হিরণ্যগভস্ত্তিমাহ য
ইতি । যো দেবানাং পুরস্তাদাবিবর্ভুবেতি শেষঃ । বিশ্বাধিকো বিশ্বোংকুটো
কক্সো রুদ্রকপো মহর্ষিবেদাদিপ্রবর্তকস্তং প্রথমং জায়মানং হিরণ্যগভং
পশ্যতজনাঃ । নহু দর্শনে কিং ফলয়ত আহ স ইতি । স দেবো নোহস্মান্

সুভয়াশ্রুত্যা সংযুক্তি যতন্ততোহস্ত দর্শনং যুক্তম্ ॥ ৩ ॥

মন্ত্যার্থ—আমরা জ্ঞানার্থী পুরুষ, এই জ্ঞানযজ্ঞে দীপ্তিশীল, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মলাভের নিমিত্ত সর্বদা প্রণব উচ্চারণ করিয়া থাকি। অনন্তর আমরা নমস্কার পরায়ণ হইয়া সর্বদা চিত্তে ব্রহ্মতত্ত্ব অন্ধান করি। আমরা প্রণব জপ দ্বারা যে ব্রহ্মতত্ত্বের স্তব করি, তাহা পান্থবর্তী তত্ত্বজ্ঞগণও শ্রবণ করিয়াছেন। অকার, উকার, মকার ও নাদরূপ শব্দচতুষ্টয়যুক্ত শ্বেতবর্ণ প্রণবরূপ বুধত ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। ২

প্রণবের অকারাদি চারি শব্দ। এই প্রণবপ্রতিপাদ্য প্রণবস্বরূপ ব্রহ্মের তিন পাদ। তন্মধ্যে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ, এই তিনটি অধ্যাত্ম পাদ। বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও অজ্ঞান এই তিনটি অধিদেব পাদ। এখানে পাদশব্দ অর্থে পদনীয় বা যাহার সহায়ে ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করা যায়, তাহা বুঝিতে হইবে। উক্তমান স্থানে চৈতন্যস্বরূপ দুই শক্তি বিদ্যমান। ভূবাদি সপ্তলোক এই ব্রহ্মের হস্তস্থানীয়। অকার, উকার ও মকারে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞদ্বারা এবং বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও অজ্ঞানদ্বারা তিন প্রকারে সংবদ্ধ। প্রণব তেজোরূপ ব্রহ্মতত্ত্বকে প্রতিপাদন করেন। পরমেশ্বর সকল মনুষ্যদেহে সর্বতোভাবে প্রবিষ্ট আছেন। ১০

দেবোপম সাংখ্যিক পুরুষগণ শরীরে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞরূপ তিন প্রকারে এবং ব্রহ্মাণ্ডে বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও অজ্ঞান, এই তিন প্রকারে অবস্থিত। উপদেষ্ট-গণ কর্তৃক গোপনীয়, প্রদীপ্ত স্বপ্রকাশ ব্রহ্মতত্ত্বকে তাঁহারা তত্ত্বমতাদি মহাবাক্যে লাভ করিয়াছিলেন। পরমেশ্বরযুক্ত বিরাটপুরুষ জাগরণকে, হিরণ্যগর্ভ স্বপ্নকে উৎপাদন করিয়াছিলেন এবং সর্বদুঃখরহিত অব্যাকৃত হইতে সুস্থিতি নিম্পন্ন হইয়াছিল। ব্রহ্মরূপে সমন্বিত পূর্বোক্ত ইন্দ্র, হিরণ্যগর্ভ ও অব্যাকৃত জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় নিশ্চাদন করিয়াছেন। এই দুই মন্ত্র দ্বারা প্রণবতত্ত্ব প্রতিপাদ্য অর্থ বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ১১

যিনি জগৎ অপেক্ষা বৃহৎ, বেদপ্রতিপাদ্য অতীন্দ্রিয়দর্শী ঋষিগণের মধ্যে মহান, অগ্নি ও ইন্দ্রাদির প্রথম, পূর্বে উৎপন্ন হিরণ্যগর্ভকে দর্শন করেন, সেই

ମହାଦେବ ପରମେଶ୍ବର ଆମାଦିଗকে ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ବର ଗୁଣା ସ୍ବଭାବର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁନ ।
 ମନ୍ତ୍ରଲିଖ ହିତେ ଅବଗତ ହେଉ ଯାଏ ଯେ, ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଲାଭେର ଉନ୍ନତ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉପ କରା
 ଉଚିତ୍ । ୧୨

ସନ୍ଧ୍ୟାଂ ପରଂ ନାପରମସ୍ତି କିଞ୍ଚିଃ ସନ୍ଧ୍ୟାନ୍ନାମ୍ନୀୟୋ ନ ଜ୍ୟାୟୋହିସ୍ତିଂ କଞ୍ଚିଃ ।

ବୁଦ୍ଧ ଇବ ସ୍ତବ୍ଧୋ ଦିବି ତିର୍ଥତ୍ୟୋକସ୍ତେନେଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣଂ ପୁରୁଷେଣ ସର୍ବମ୍ ॥ ୧୩

ନ କର୍ମଣା ନ ପ୍ରଜୟା ଧନେନ ତ୍ୟାଗୈନୈକେ ଅମୃତହ୍ମାନଂ ।

ପରେଣ ନାକ ନିହିତଂ ଶୁହାୟାଂ ବିଭ୍ରାଞ୍ଜତେ ଯତ୍ନତୟୋ ବିଶସ୍ତି ॥ ୧୪ ॥

ବେଦାନ୍ତବିଜ୍ଞାନବିନିଶ୍ଚିତାର୍ଥାଃ ସଂଗ୍ରାସଯୋଗାତ୍ତତ୍ତ୍ବଃ ଶୁଦ୍ଧସଦ୍ଭାଃ ।

ତେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ତୁ ପରାନ୍ତକାଳେ ପରାୟତା (୧): ପରିମୁଚ୍ୟନ୍ତି ସର୍ବେ ॥ ୧୫

ଦହଂ ବିପାପଂ ବରବେଶାଭୂତଂ ଯଃ ପୁଞ୍ଜରୀକଂ ପୁରମଧ୍ୟାସଂସ୍ତମ୍ ।

ତତ୍ରାପି ଦହେ ଗଗନଂ ବିଶୋକଂ ତସ୍ମିନ୍ ଯଦନ୍ତଃସ୍ତହ୍ମପାସିତବ୍ୟମ୍ ॥ ୧୬ ॥

ଯୋ ବେଦାନ୍ତୋ ଶ୍ବରଃ ପ୍ରୋକ୍ତୋ ବେଦାନ୍ତେ (ବେଦାନ୍ତୋ) ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତଃ ।

ତସ୍ୟ ପ୍ରକୃତିଲୀନସ୍ୟ ଯଃ ପରଃ ସ ମହେଶ୍ବରଃ ।

ଅଜୋହିଂଶଃ ସୁବିଭା ନାଭିଃ ସର୍ବମସ୍ୟେବ ॥ ୧୭ ॥ ଇତି ଦ୍ଵାଦଶୋହିଂସ୍ରବାକଃ ।

ଦ୍ଵୀପିକା । ସନ୍ଧ୍ୟାଂ ପରମପରଂ ଚ କିଞ୍ଚନ ନାସ୍ତି ତଦାତ୍ମକୟେବ ସର୍ବଶକ୍ତିତାର୍ଥଃ ।

ଶୁଦ୍ଧ ଆରୋପିତୋ ବୁଦ୍ଧ ଇବେକୋ ଦିବି ତିର୍ଥତି ତେନ ପୁରୁଷେଣ ପୁରୁଷେଣେଦଂ ସର୍ବଂ

ପୂର୍ଣ୍ଣଂ ପୁରୀତମତୋ ନ ପରମପରମ୍ ଗ୍ୟାୟୋ ନାଗ୍ନାଦନ୍ତୀତି ଯୁକ୍ତମ୍ ॥ ୧୩ ନ କର୍ମଣେତି ।

କର୍ମଣା ଯାଗାଦିନା ପ୍ରଜୟା ପୁତ୍ରାଦିନା ଧନେନ କର୍ମସାଧନେନ । କେନତର୍ହାୟତହ୍ମାନ-

ଶୁଦ୍ଧାଗେନ । ତର୍ହି ସର୍ବେ କନ୍ୟାଦୟତା ନ ଭବନ୍ତୀତିତତ୍ତ୍ବମେକ ଇତି । ନ ସର୍ବେ

କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରିୟେବ ତ୍ୟାଗନ୍ତ ହଃସାଧାୟାଂ । “ବକ୍ତା ଶତସହସ୍ରେଷୁ ନାତା ଭବତି ବା ନ

ବେତି” ପ୍ରସିଦ୍ଧେ । ପରେନ ନାକଂ ବଦ୍ଧିଭ୍ରାଞ୍ଜତେ । ‘ଏନମା ଦ୍ଵିତୀୟା’ (ପାଣିନୀ

୨.୦.୭୧) । ଅର୍ଥେବ କନ୍ୟାଂ ବିଭ୍ରାଞ୍ଜତେତତ୍ତ୍ବମେକ ନିହିତଂ ଶୁହାୟାସିତି ।

ଅଜ୍ଞାନୋବାବୁତଂ ଜ୍ଞାନଂ ତେନ ମୁହାନ୍ତି ଜନ୍ତବଃ (ଗୀତା ୧.୧୫) । ବୈକୁଣ୍ଠ କୈଳାସା-

দিনিষ্ঠান্ত শুদ্ধস্বাঃ পশুস্তীত্যর্থঃ । অত্রত্যাঃ কে পশুস্তীত্যপেক্ষায়ামাহ ।
যদ্যতয়ো বিশ্বস্তীতি ॥ ৫

কিং ষতিমাত্রং বিশতি নেত্যাং বেদান্তেতি । পুনঃ কীদৃশাঃ । সম্মান-
যোগীচ্ছুদ্ধস্বাঃ । তে ব্রহ্মলোকেষিত্যেনে ক্রমমুক্তিকৃতা । অন্তকালো মরণ-
পরাস্তকালস্তপনভবকালঃ । অমৃত্যু দেবাঃ পরামৃত্যুস্ত মুক্তাঃ পরি সামন্ত্যেন মুক্তা
ভবন্তি মুচ্যন্তীতি ব্যত্যয়েন শ্রুত্ ॥ ৬ ॥

আত্মনঃ সাক্ষাৎকারস্থানমাহ দত্তমিতি । দত্তমিতি ব্যক্তব্যো ছান্দসো
বিকারঃ । বিপাপং নিপাপং বরং শ্রেষ্ঠং বৈশ্বভূতমাত্মনি বাসস্থানং পূরমব্যাসং
দেহাত্মঃস্বং তত্রাপি তন্মধ্যেইপি দত্তং স্মৃৎসং গগনমাকাশং বিশোকঃ
শোকরাহতম্ । তস্মিন বিষয়ে যদন্তর্বর্তি তদুপাসিতবামুপাসনীয়ম্ । তদুক্তং
ছান্দোগ্যে (৮.১.১) । অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপূরে দত্তং পুণ্ডরীকং বৈশ্ব
দত্তবৈশ্বস্মিন্ স্তরাকাশস্তস্মিন্যদ স্তস্তদন্তেষু ব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি ॥ ৭ ॥
য ইতি । স্বর ওংকারঃ । প্রতিষ্ঠিত উপাস্যতয়া নির্ণীতঃ । প্রকৃতি-লীনস্য
স্বরূপেণ প্রকৃত্যাত্মকস্য যঃ পর উৎকৃষ্টো বাচ্যস্বেন প্রধানভূতঃ সমহেশ্বরঃ
পরমাত্মা ॥ ৮ ॥ অনৈব্য শেষঃ । অজোহনাদ্যোহন্তো জড়বিলক্ষণঃ স্বেভাভাঃ
সুতরাং বিভাতি বিশ্বচক্রস্য নাভিরাধারভূতঃ সর্বমৈশ্বর্য নাভোহন্তোহন্তি
স্বামী ॥ ১০ ॥

মন্ত্যর্থ । (জ্যোদশমন্ত্রবলিতেছেন, এই স্বরগীত তত্ত্ব এখানে নির্দেশিত
হইতেছে, শুভা শ্রুতির দ্বারা সংযুক্ত হউক ।) ব্রহ্মতত্ত্ব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট
কোন বস্তু নাই, যাহা অপেক্ষা অত্যন্ত বস্তু নাই এবং যাহা অপেক্ষা অধিক কোন
বস্তু নাই । (এখানে পরশব্দ দ্বারা গুণের উৎকর্ষ এবং অপর শব্দ দ্বারা গুণের নিকর্ষ
অভিপ্রের্ত । জ্যায়ঃ শব্দ দ্বারা পরিমাণের উৎকর্ষ এবং অণীয়ঃ শব্দ দ্বারা পরিমাণের
অপকর্ষ অভিপ্রের্ত । সর্ববিধ উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নিষেধ দ্বারা অদ্বিতীয়তা সিদ্ধ
হইল ।) যেমন বৃক্ষ গমনাগমনবহিত, একত্র স্তম্ভভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ
অদ্বিতীয় এক পরমেশ্বর নির্বিকারভাবে জ্যোতনস্বরূপ স্বপ্রকাশরূপে অবস্থান

করেন। সেই চেতন পুরুষ দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ। ব্রহ্ম ভিন্ন কোন বস্তু না থাকায়, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট বস্তু থাকিতে পারে না। জগতের অস্তিত্ব নাই, এই সমস্ত ব্রহ্ম ভিন্ন অণু কিছু নহে। ১৩

(চতুর্দশ মন্ত্র বলিতেছেন। পূর্বোক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব স্বর্গের অন্তরঙ্গ সাধনসর্বভাগ, ইহাই বলিতেছেন।) অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম, পুত্র ও ধনের দ্বারা মুক্তিলাভ ঘটে না। কোন কোন মহাত্মা লৌকিক ও বৈদিক ব্যাপার পরিত্যাগ দ্বারা মুক্তিলাভ করেন। ইন্দ্রিয়সংযমী যতিগণ যে অমৃত সন্তোষ করেন, তাহা স্বর্গস্থ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এবং স্বকীয় একাগ্রবুদ্ধিরূপ গুহাতে অবস্থিত থাকিয়া বিশেষ ভাবে প্রকাশিত। ১৪

(অথর্ববেদীয় মুণ্ডক উপনিষদে (৩।২।৬) এইমন্ত্র দুটো হয়,) বেদান্তজনিত বিজ্ঞানের বিষয় পরমাত্মা যাঁহাদের নিকট স্থানিচিত হইয়াছেন, সন্ন্যাস যোগাবলম্বনে যাঁহারা বিমুক্তচিত্ত হইয়াছেন এবং যাঁহারা মোক্ষসাধনে যত্নশীল, তাঁহারা সকলে জীবদশায়ই পরমাত্মভূত হওয়ার চরম দেহ-ভাগ কালে সর্বত্র নির্বাণ প্রাপ্ত হন। সাধারণ লোকের দেহভাগ পর-অন্তকাল নহে, কারণ তাহারা পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। মূক্তপুরুষ অতীতকালে গমন করেন না। যেমন ঘট ভঙ্গ হইলে ঘটাকাশ মহাকাশে একীভূত হয়, তদ্রূপ তিনি সর্বব্যাপী ব্রহ্মে লীন হন। ১৫

(ষোড়শমন্ত্র বলিতেছেন। তবজ্ঞানে অসমর্থের পক্ষে সূক্ষ্ম উপায় কথিত হইয়াছে।) অল্প, পাপ রহিত, পরমাত্মার উপলব্ধিস্থানভূত, শরীরের মধ্যে অবস্থিত অরুদল পুণ্ডরীক (পদ্ম) বিদ্যমান। সেই সূক্ষ্ম পুণ্ডরীকে সূক্ষ্ম আকাশবৎ অমৃত ব্রহ্ম বিরাজিত। যতপি ব্রহ্ম ব্যাপক, তথাপি ঘটাকাশতুল্য পুণ্ডরীকস্থানকে অপেক্ষা করিয়া অল্প বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম শোকমুক্ত, আকাশ শব্দবাচ্য, সেই পুণ্ডরীকমধ্যে ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা করিবে। ১৬

সপ্তদশ মন্ত্র বলিতেছেন। অগ্নিমীলে পুরোহিতস্ম—ইত্যাদি বেদের আদিতে যে প্রণব রূপ বর্ণ উক্ত হইয়াছে, সেই প্রণব ধ্যানকালে অব্যাকৃত

অগংকারণে লীন হয়। অকার, উকার ও মকারে যথাক্রমে বিরাট্, হ্রস্বগাভ' ও অব্যাকৃতরূপে ধ্যান করিয়া অকার বিরাট্কে উকারে লয় করিয়া পরে হ্রস্বগাভরূপ উকারকে মূলঃ প্রকৃতিরূপ মকারে লয় করিবে। সেই প্রকৃতিলীন প্রণবের যে উৎকৃষ্ট ধাতব্য বস্তু, তাহাকেই মহেশ্বররূপে জানিবে। ইহার দ্বারা পূর্বোক্ত গগনগন্ধ বাচ্য বস্তু বিস্তৃতভাবে কথিত হইল। ১৭

ষাদশোত্তবাকের মন্ত্যর্থ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোত্তবাকঃ

সহস্রশীর্ষং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বশস্যুবম্।

বিশ্বং নারায়ণং দেবমক্ষরং পরমং প্রভু(পদ)ম্ ॥ ১ ॥

বিশ্বতঃ পরমং নিত্যং বিশ্বং নারায়ণং হরিম্।

বিশ্বমেবেদং পুরুষস্তদ্বিশ্বমুপজীবতি ॥ ২ ॥

পতিং বিশ্বস্তাত্মেশ্বরং শাস্বতং শিবমচ্যুতম্।

নারায়ণং মহাজ্ঞেয়ং বিশ্বাত্মানং পরায়ণম্ ॥ ৩ ॥

নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ।

নারায়ণঃ পরো জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরঃ ॥

নারায়ণঃ পরো ধাতা ধ্যানং নারায়ণঃ পরঃ।

পরাদপি পরশ্চাস্মু তস্মাত্তস্ত পরাংপর ॥ ৪ ॥

যচ্চ কিঞ্চিজ্জগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে শ্রীযতেহপি বা।

অন্তর্বহিষ্চ তৎ সর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥ ৫ ॥

দীপিকা। এবমাদিমন্ত্রকলাপ প্রকাশ্যং নারায়ণং স্বত্বা পুনঃ শ্লোকেঃস্তোতি সহস্রশীর্ষমিতি। সহস্রশিরসমিতি তু যুক্তং বক্তুম্। ১ ॥ বিশ্বমেবেদং পুরুষ ইতি। ইদং বিশ্বং পুরুষ এবোতাদ্বয়ঃ। তদ্বিশ্বমিতি তন্নারায়ণাখ্যং বস্তু বিশ্বং লোক উপজীবতি তদাধারং প্রাপিতি ॥ ২ ॥ পতিং বিশ্বস্ত সর্বাত্মোত্তমরাত্মা

জীবন্তস্যেবং নিয়ন্তারং মহাজ্ঞেয়ং যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং
ভবতি ॥ ৩ ॥ পরোহ্যোতিবুদ্ধ্যাদীনাম্ প্রকাশকঃ। পর আত্মা পরমাত্মা ॥ ৪ ॥
পরো ধাতা নিত্যস্বস্থায়ঃ। ধ্যানং ধ্যাতব্যম্। পরাদপি পরশ্রাস্ত তস্মাচ্ছ
পরংপর ইতি। অস্তুভ্যঃ প্রাণেভ্যঃ আ ইত্যাস্ত যঃ পরাদপি নামাদেঃ পরঃ।
ছান্দোগ্যে স্বন্দনারদসংবাদে নিকৃপিতোহর্থস্তস্মাৎ পরাত্তঃ পরো ভূমাস নারায়ণ
ইত্যর্থঃ। ৫ ॥

ত্রয়োদশ অনুবাকের মন্ত্যার্থ—পূর্ববাকের শেষে যে উপাস্য মহেশ্বরের
স্বরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে উপান্যগুণবিশেষ বস্তুমান অনুবাকে বিস্তৃতভাবে
প্রদর্শিত হইতেছে।) যাঁহার অনন্ত শিরঃ, যাঁহার অসংখ্য ইন্দ্রিয়, যাঁহা
হইতে জগতের যাবতীয় স্তূথ উৎপন্ন হয়, জগদাত্মক নারায়ণ ইন্দ্রাদিদেবতা-
স্বরূপ, ব্যাপক, উৎকৃষ্ট, গম্য মহেশ্বরের ধ্যান করিবে। বিরাড়রূপ মহেশ্বরের
যে দেহ, তাহাই সর্ব প্রাণীর দেহ, সর্ব প্রাণীর শিরঃ তাঁহার শিরঃ, সকলের
ইন্দ্রিয় তাঁহার ইন্দ্রিয়; তিনিই ইন্দ্রাদি দেবরূপে অবস্থিত। এই হেতু তাঁহাকে
দেব বলা হয়। ১

(দ্বিতীয় মন্ত্র বলিতেছেন।) জড়বর্গ হইতে উৎকৃষ্ট, বিনাশরহিত, সর্কাত্মক,
পাপনাশক, নারায়ণের ধ্যান করিবে। অজ্ঞদৃষ্টিতে এই যে বিশ্ব দৃষ্ট হইতেছে,
পরমাত্মা স্বকীয় ব্যবহারের নিমিত্ত তাহাকে আশ্রয় করেন। ২

(তৃতীয় মন্ত্র বলিতেছেন।) জগতের পালক, জীবসমূহের নিয়ামক,
শাস্ত, পরমমঙ্গলস্বরূপ, কুটস্থ, মহাজ্ঞেয়, জগদাত্মক নারায়ণকে ধ্যান করিবে। ৩

(চতুর্থ মন্ত্র বলিতেছেন। এই সকল মন্ত্রে মহানারায়ণের অপার মহিমা
কীৰ্তিত।) পুরাণে নারায়ণ শব্দ দ্বারা অভিহিত পরমেশ্বর উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ,
নারায়ণ পরমাত্মা, নারায়ণ পরম ব্রহ্মতত্ত্ব, নারায়ণ শ্রেষ্ঠ, নারায়ণ উৎকৃষ্ট ও
বেদান্তাধিকারী, নারায়ণ পরম ধ্যান। ৪

(পঞ্চম মন্ত্র বলিতেছেন।) জগতে যাহা কিছু নিকটবর্তী বস্তু দৃষ্ট অথবা

দ্রব্ধ বস্ত্র শ্রুত হয়, নারায়ণ তৎসমুদয়ের অভ্যন্তর ও বাহ্যদেশ ব্যাপিয়া অবস্থিত । ৫

অনন্তমব্যয়ং কবিং সমুদ্রেহন্তং বিশ্বশত্ত্ববম্ ।

পদ্মকোশপ্রতীকাশং হৃদয়ং চাপ্যধোমুখম্ ॥ ৬ ॥

অধো নিষ্ঠা বিতস্ত্যাস্তে নাভ্যামুপরি তিষ্ঠতি ।

হৃদয়ং তদ্বিজানীয়াদ্বিশ্রায়তনং মহৎ ॥ ৭ ॥

(সমুদ্রং) সততং সিরান্তিস্ত লক্ষ্যত্যাশোশসন্নিভম্ ।

তস্যাস্তে স্মরিং স্মর্য্যং তস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৮ ॥

তস্য মধো মহানগ্নিবিষ্মার্চিবিষ্মতোমুখঃ ।

সোহগ্রভূমিভজন্তিষ্ঠন্নাহারমজরঃ কবিঃ ॥ ৯ ॥

[তিৰ্যগ্ধ্বর্ধ্বমধঃশায়ী রশ্ময়স্তস্য সমুদ্রতঃ ।]

দীপিকা । সমুদ্রেতং সমুদ্রমিতং প্রাপ্তমন্তস্যাপারে সমুদ্র প্রবিষ্ট ইত্যুক্তে । বিশ্বশত্ত্ববং বিশেষাং সং স্বং তস্য ভুবম্ পতিস্থানম্ । তস্য ধ্যানস্থানমাহ পদ্মেতি । অধোমুখমুখর্নালক ॥ ৬ ॥ তস্যস্থানমাহ অধোনিষ্ঠা বিতস্ত্যং তিষ্ঠতি । অধোনিষ্ঠা অধোনিষ্ঠয়া বিতস্ত্যং বিতস্তিপ্রদেশব্যাপ্ত্যাং নাভ্যামুপরি নাভেৰুর্ধ্ব ভাগে তিষ্ঠতি বর্ততে । তদ্ হৃদয়ং (তদ্বৃদয়ং) বিজানীয়াদ্বিশ্রায় বাগাদি সংঘাতস্য মহদায়তনং স্থানম্ ॥ ৭ ॥ সততং নিরন্তরং শিরান্তির্নদতি আ । আলম্বত্যাশ্রয়তে শিরাদায়েহবলম্বত ইত্যর্থঃ । অথবা সতং শতচ্ছিত্রং বংশচর্মা দি নির্মিতং পাত্রং যবনেষু প্রসিদ্ধং তস্য সতস্য তন্তব ইবাতানবিতানাত্মিক্যঃ শিরান্তাভিক্রপ-লক্ষিতমিত্যর্থঃ । কোশসন্নিভং কদলীপুষ্পসন্নিভম্ ॥ ৮

(বর্ষ মন্ত্র বলিতেছেন । এই পূর্বার্ধে নারায়ণের যথার্থস্বরূপ সংক্ষেপে বর্ণিত এবং উত্তরার্ধে উপাসনাস্থান কথিত ।) দেশপরিক্ষেদশূন্য, বিনাশরহিত, সর্বত্র, সমুদ্রতুল্য সংসারের অবসানরূপ, (নারায়ণস্বরূপ জানিলে সংসার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়) সংসারের উৎপত্তিকারণ, অষ্টদলদ্বংপদের মধ্যদ্বিসদৃশ, হৃদয়শব্দাব্য

অধোমুখ। এতাদৃশ নারায়ণের ধ্যান করিবে। ৬

(সপ্তম মন্ত্র বলিতেছেন।) গ্রীবাবন্ধের নিম্নে, নাভির উর্দ্ধভাগে ষাটশাকুল পরিমিত স্থান আছে, তাহার অন্তর্দেশে যে পুণ্ডরীক বিরাজমান, তথায় ব্রহ্মাণ্ডের আধার ভূত, প্রকাশপরম্পরায়ুক্ত ব্রহ্ম শোভা পাইতেছে। ৭

(অষ্টম মন্ত্র বলিতেছেন।) পদ্মমূলসদৃশ হৃদয়কমল, হৃদয় মধ্যে অধোমুখে লক্ষ্যমান দৃষ্ট হয়। আবার সেই হৃদয় কমল নাড়ীসমূহ দ্বারা সমাক্রুপে ব্যাপ্ত আছে। হৃদয়ের নিকট সূক্ষ্মছিন্ন অর্থাৎ সূক্ষ্মানাড়ীনালা বর্তমান। সেই ছিন্ত্রে সমস্ত জগৎ আশ্রিত। ইহার কারণ, মনঃ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে সমস্ত জগতের আধারভূত ব্রহ্ম অভিব্যক্ত হন। ৮

(নবম মন্ত্র বলিতেছেন।) সূক্ষ্মানালের মধ্যে মহান অগ্নি বিজ্ঞমান। তাহা বহুজালাযুক্ত, বিবিধমুখসমন্বিত, অগ্নভূক। সেই অগ্নি ভুক্তদ্রব্য শরীরে সমস্তাবয়বে প্রসারিত করিয়া অবস্থিত। অগ্নি অজর ও কুশল। তাহার অগ্রে কিরণসমূহ বক্র, উদ্ধ ও অধোভাবে শায়িত এবং তাহা সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত। ৯

সস্তাপয়তি স্বং দেহমাপাদতলমস্তকং।

তস্য মধ্যে বহ্নিশিখা অণীয়োদ্ধা ব্যবস্থিতা ॥ ১০ ॥

নীলতোয়দমধ্যস্থা বিদ্যল্লেক্ষেব ভাস্বর (ভাসুরা)।

নীবারশূকবক্তরী পীতা ভাস্বত্যণুপমা ॥ ১১ ॥ (পীতাভ্য স্যাত্তণুপমা)

তস্যাঃ শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ।

স ব্রহ্মা স শিবঃ [স হরিঃ] সেল্লঃ সোহঙ্করঃ পরমঃ স্বরাট্ ॥ ১২ ॥

ইতি ত্রয়োদশোহনুবাকঃ

[অথাতো যোগজিহ্বা মে মধুবাদিনী। অহমেব কালো নাহং

কালস্য নারায়ণঃ স্থিথো ব্যবস্থিতশ্চছারি চ ॥]

দীপিকা। মহানগ্নিঃ। আঠৈয়ব। বিশ্বার্চিঃ। বিশ্বতোহচীবি বর্তন্তে যন্তে। অগ্নিহোত্রে পঞ্চায়ন উক্তাঃ। মূর্গি মুখে হৃদয়ে নাভামাধায়ে চাবস্থিতাঃ।

তদুক্তং গীতাসু (১৫, ১৪) “অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাপ্রিভঃ ।
প্রাণাপান সমায়ুক্তঃ পচামান্নং চতুর্বিধমিতি” । অত এব বিশ্বতোমুখঃ সর্বতঃ
সন্মুখঃ । সোহগ্রভুগিতি । “ভয়োরেকঃ পিঙ্গলং স্বাস্তীতি” শ্রুতে:
(মুণ্ডক উপনিষৎ ৩, ১, ১) । আহারং বিভজ্জন্ সর্বাংবয়বেষু সঞ্চারয়ণ্ ॥ ২ ॥
তথা তিষ্ঠন্নিতাং জাগ্রদাপাদতলমন্তকং স্বং দেহং সস্তাপয়তীত্যম্বয়ঃ । সর্বশরীর
ঔষ্ণ্যোপলভ্যস্ত কৃত এব । অক্ষয়ো নিতাঃ কবিশ্চেতন ইত্যাদিঃ । লিংগাদয়-
মাইশ্রব ন ভৌতিকোহয়িঃ । তস্মা হৃদয়স্মা বহ্নিশিখা ভৌতিকাগ্নে:
শিখা । অগ্নীয়োক্ষের্বাধ্বভাগেহগ্নীয়সী ॥ ১০ ॥ নীলমেধাস্তঃস্ববিদ্যাদিব ভাস্বর্য ।
অতএব লিংগাক্রদয়াবুজং শ্রামমিতি গমাতে । শূকং কণাগ্রস্থচিক। পীতভা
পীতবর্ণা । তদুপমা স্বস্মেণোপমীয়তে কুণ্ডলিনীতি যাং নৈগমা আহঃ ॥ ১১ ॥
তস্যা ইতি । ইদমেব দেবতা ধ্যান স্থানম্ । সেন্দ্রঃ স ইন্দ্রচ্ছান্দসঃ সন্ধিঃ ॥ ১২ ॥
[অথাতো যোগ ঐক্যং ব্যাখ্যায়তে । ছান্দসঃ সোলূক । জিহ্বা মে মধুবাদিনী
মধুরবাদিত্ত্বমধুর্বেণ জিহ্বায়া যোগোহস্ত । অহমেব কালোহতা নাহং কালস্য
ভোগ্যঃ । অয়মাত্মকাল যোগঃ । নারায়ণোহহমেব স্থিতো ব্যবস্থিতো নির্ণীতচত্বারি
চ বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞ তুরীয়াণাহমেব । অনেন জীব পরমাত্মানোর্যোগ
উক্তঃ ।]

(দশম মন্ত্র বলিতেছেন ।) অগ্নি পাদতল হইতে মন্তক পর্য্যন্ত স্বকীয় সম্পূর্ণ
দেহকে সর্বদা সস্তাপিত করে । এই দেহগত সস্তাপ অগ্নিস্থিতির প্রতি
হেতু । জালাবিশেষদ্বারা সমস্ত শরীর ব্যাপী অগ্নির মধ্যে অগ্নিজালা অতি
স্বন্দ্র এবং উর্দ্ধ অর্থাৎ সূক্ষ্মানাড়ীনাং উর্দ্ধ ব্রহ্মরক্ষ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া অবস্থিত । ১০

(একাদশ মন্ত্র বলিতেছেন ।) জলপূর্ণ নীলবর্ণ মেঘমধ্যে স্থিতা বিদ্যাভৈরব
তায় প্রভাবতী অগ্নিশিখা । তাহা নীবারধাতোর শুকের তায় স্বন্দ্র, পীতবর্ণ,
প্রভাযুক্তা ও অতুপমা । ১১

(দ্বাদশ মন্ত্র বলিতেছেন ।) পূর্বোক্ত বহ্নিশিখার মধ্যে জগৎ কারণ
পরমাত্মা বিশেষভাবে অবস্থিত । উপাসনার্থ তাঁহার অবস্থান কথিত হইলেও

তিনি অজ্ঞ নহেন, বরং তিনি সমস্ত দেবতাস্বরূপ। তিনি ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, হরি, অন্তর্যামী, শুদ্ধ চিত্রপ ও স্বরাট্ অর্থাৎ রাজা। এই ছয় সহস্রশীর্ষা ইত্যাদি বেদবাক্য প্রতিপাদিত ব্রহ্মকে 'পদ্মকোশপ্রতিকাশ' ইত্যাদি উক্তবাক্য অনুসারে ধ্যান করিবে। ১২

ত্রয়োদশোহনুবাক্যের সম্ভার্য সমাপ্ত।

চতুর্দশোহনুবাক্যঃ

আদিত্যো বা এষ এতন্মণ্ডলং তপতি

তত্র তা ঋচস্তদৃচাং মণ্ডলং স ঋচাং লোকোহথ য

এষ এতস্মিন্মণ্ডলে অর্চিষি পুরুষ স্তানি যজুংষি স যজুষা

মণ্ডলং স যজুষাং লোকোহথ স এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে অর্চি

দীপ্যতে তানি সামানি স সান্নাং মণ্ডলং স সান্নাং লোকঃ

সৈষা ত্রয়োব বিদ্যা তপতি য এষোহনুভাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ ॥ ১

ইতি চতুর্দশোহনুবাক্যঃ

পঞ্চদশোহনুবাক্যঃ

আদিত্যো বৈ তেজ ওজো বলং যশশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমাস্মা মনো

মহ্যর্মহ্মর্ভুঃ সত্যো মিত্রো বায়ুরাকাশঃ প্রাণো লোকপালঃ কঃ

কিং কং তৎ সত্যমন্নমায়ুরমৃতোজীবো বিশ্বঃ কতমঃ স্বয়ম্ভুঃ প্রজাপতিঃ

সংবৎসর ইতি। সং বৎসরোহসাবাদিত্যো য এষ পুরুষঃ এষ

ভূতানামধিপতিঃ ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যাংসলোকতামাপ্নোত্যেতাসামেব

দেবতানাং সাযুজ্যাং সাষ্ট্রিতাং সমান লোকতামাপ্নোতি য এবং

বেদেভ্যোপনিষৎ ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চদশোহনুবাক্যঃ

দীপিকা। বিরূপাক্ষঃ নমামীতি শেষ ॥ ১ আদিত্য ইতি যদেত্তৎ

প্রত্যক্ষং মণ্ডলং তপতি তপ্য মানং দৃশ্যত এষ আদিত্যঃ তস্ত ক্রমেনর্গ্যজুঃসামরূপতা
মাহ তত্র বা ইতি। যদেতন্মণ্ডলং তপতি তা ঋচো মণ্ডলমেবচঃ। স এবচা
লোকঃ। মণ্ডলাধিষ্ঠাতা পুরুষো যজুসাম রূপং মণ্ডলার্চিঃ সান্না রূপং সোহর্চিঃ
পদার্থঃ সান্নাং মণ্ডলম্। সৈবেতি। অস্তুরাদিত্যো যো হিরণ্যঃপুরুষঃ সা জরী
বিষ্টেব ॥ ২ ॥ তেজঃ শুক্রম্। ওজো নাম বীৰ্যপরিণামোহষ্টমো ধাতুঃ।
তৎপরিণামো বলম্। আত্মা বুদ্ধিঃ। মনুজ্ঞানম্। সূত্যর্থম্। কিং
তৎসত্যমিতি প্রশ্নে বিশ্বাস্তেনোত্তরম্। কতমঃ স্বরজুরিতি প্রশ্নে প্রজাপতিঃ সঃ
বৎসর ইত্যেতদস্তেনোত্তরম্। সঃ বৎসরস্য কিং পারমার্থিকং রূপমত আহ
সংবৎসরোহসাবাদিত্য ইতি। য আদিত্য এষ পুরুষ এতৎ পুরুষাত্মা। “সূৰ্য
আত্মা জগতস্তত্ত্ববশ্চেতি” শ্রুতে: (ঋগ্বেদ ১১৫. ১০)। য এস আদিত্যোহসৌ-
ভূতানামধিপতিঃ। আদিত্যো বা এষ ইত্যাহুপাসনাবত আদিত্যো বৈ তেজ
ইত্যাহুপাসনাবতস্ত ফলমাহ ব্রহ্মণঃ সায়ুজ্যমিত্যাदि। সান্ধিঁতাং সমানর্জিতাম্।
ইত্যুপনিষত্ত্বজ্ঞানম্ ॥ ৩ ॥ ১২ ॥

চতুর্দশ অনুবাকের মন্ত্রার্থঃ—(পূর্ববাক্যে নারায়ণশম্বাচ্য যে পরমেশ্বর
কথিত, তিনিই উপাধিযোগে আদিত্যরূপে বিরাজমান। সেই সৌরমণ্ডল তাপ
দান করেন। সেই সৌরমণ্ডলে প্রসিদ্ধ ‘অগ্নিমীলে’ ঋক্ মন্ত্রাবলি বর্তমান। অতএব
এই সৌরমণ্ডল ঋক্ মন্ত্রনিষ্পাদিত এবং ঋগভিমানিনী দেবগণের নিবাসস্থল।
এইরূপে আদিত্যমণ্ডলকে ঋগ্ রূপে ধ্যানান্তে সামরূপে ধ্যানের নির্দেশ দিতেছেন।
এই সূর্য্যমণ্ডলে যে দীপ্তিশীল তেজঃপুঞ্জঃ প্রকাশিত, তৎসমুদায়কে বৃহজ্জথন্তরসাম-
রূপে ধ্যান করিবে। সেই অর্চিলোক সামাভিমানিনী দেবতার বাসস্থান।
সামধ্যান সমাপনান্তে উক্ত মণ্ডলকে যজুঃস্বরূপে ধ্যান করিবে। এই আদিত্য-
মণ্ডলে শাক্তোক্ত যে দেবতাত্মা পুরুষ অবস্থিত, সেই দেবতাকে যজুঃস্বরূপে ধ্যান
করিবে। সেই পুরুষ যজুঃস্বরূপ, যজুঃস্বারা মণ্ডল নিষ্পাদিত ভাবিয়া ধ্যান
করিবে। সেই যজুঃমন্ত্র যজুরভিমানিনী দেবগণের বাসভূমি। সেই মণ্ডলের
অর্চিঃ তত্রত্য পুরুষ ঋগ্-যজুঃ-সামরূপা জরীবিদ্যা। যে প্রকাশমান পুরুষের বিষয়

কথিত হইল, তিনিই সূর্য্যের মধ্যবর্তী হিরণ্ময়পুরুষ । ১

চতুর্দশোহনুবাকের মন্ত্যার্থ সমাপ্ত ।

পঞ্চদশ অনুবাকের মন্ত্যার্থ—(পূর্বোক্ত আদিত্য পুরুষের অবশিষ্ট সর্বাঙ্গরূপ উপাশ্রুণুণ বর্তমান অনুবাকে প্রদর্শিত ।) পূর্বে উপাশ্রুতপে অভিহিত সূর্য্য সর্বাঙ্গরূপে দীপ্তি, বলহেতু, শারীরশক্তি, কীর্তি, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, দেহ, মনঃ, কোপ, বৈবস্বতাদি চতুর্দশমন্তু, যম, সত্য, মিত্র, বায়ু, আকাশ, প্রাণ, ইন্দ্রাদি দশলোকপাল, প্রজাপতি, অনিবচনীয়, স্তম্ভ, পরোক্ষ, মথার্ককথন, অন্ন, দেবগণ বা মোক্ষ, জীব, সমস্ত জগৎ কিংবা বিশ্ব-তৈজসাদি, স্তম্ভতম, উৎপত্তাদিরহিত ব্রহ্ম, এই সমস্তই ব্রহ্ম । অপিচ এই আদিত্য নিত্য ও পূর্ণ । এই আদিত্য ভূতগণের অধিপতি । ইহার পর জ্ঞাতৃকল কথিত । যে পুরুষ ইহা উত্তমরূপে জানেন, তিনি হিরণ্যগর্ভ উপাসনার ভাবনাধিক্যে হিরণ্যগর্ভের সহিত তাদাত্ম্য এবং ভাবনার অল্পে তঁহার সহিত সালোক্য প্রাপ্ত হন । আর যদি ইন্দ্রাদি দেবতা উপাসনার ভাবনাধিক্য হয়, তবে তিনি ইন্দ্রাদি দেবতার সাযুজ্য লাভ করেন । তিনি ভাবনার মধ্যমভাবে সমানৈখ্যতা এবং ভাবনার অল্পে একলোকবাসিতা প্রাপ্ত হন । এইরূপে দ্বিবিধ উপাসনা বিহিত—একটি হিরণ্যগর্ভোপাসনা এবং অত্রটি তঁহার অবয়বভূত দেবতাপাসনা । এই স্থলে রহস্যবিদ্যা সমাপ্ত হইল । ১

পঞ্চদশ অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত

[যুগিঃ সূর্য আদিত্য ওম্ । অর্চয়ন্তি তপঃ সত্যং মধু ক্ষরন্তি তদব্রহ্ম তদাপ আপো জ্যোতীরসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূ ভূবঃ স্তবরোম্ । ১]

ষোড়শ অনুবাকঃ—নিধনপতয়ে নমঃ । নিধনপতাস্তিকায় নমঃ । উর্ধ্বায় নমঃ । উর্ধ্বলিঙ্গায় নমঃ । হিরণ্যায় নমঃ । হিরণ্যালিঙ্গায় নমঃ । স্তবর্ণায় নমঃ । স্তবর্ণলিঙ্গায় নমঃ । দিব্যায় নমঃ । দিব্যালিঙ্গায় নমঃ । ভবায় নমঃ । ভবলিঙ্গায় নমঃ । শর্বায় নমঃ । শর্বলিঙ্গায় নমঃ ।

শিবায় নমঃ। শিবলিঙ্গায় নমঃ। জ্বলায় নমঃ। জ্বললিঙ্গায় নমঃ।
আত্মায় নমঃ। আত্মলিঙ্গায় নমঃ। পরমায় নমঃ। পরমলিঙ্গায় নমঃ।
এতৎ সোমশ্চ সূর্যশ্চ সর্বলিঙ্গং স্থাপয়তি পাণিমন্ত্রং পবিত্রম্ ॥ ১

সপ্তদশ অনুবাকঃ—সত্তোজাতং প্রপত্ত্বামি সত্তোজাতায় বৈ নমো নমঃ।
ভবে ভবে নাতিভবে ভবস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ ॥ ১

অষ্টাদশ অনুবাকঃ—বাম দেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমঃ শ্রেষ্ঠায় নমঃ
রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো
বলবিকরণায় নমো বলায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ
সর্বভূতদমনায় নমো মনোহনায় নমঃ ॥ ১

ঊনবিংশ অনুবাকঃ—অঘোরৈভ্যোহথ ঘোরৈভ্যো ঘোরঘোরতরৈভ্যঃ।
সর্বতঃ শর্ব সর্বৈভ্যো নমস্তে অস্তু রুদ্ররূপৈভ্যঃ ॥ ১

বিংশ অনুবাকঃ—তৎপুরুষায় বিদ্বাহে মহাদেবায় ধীমহি।
তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥

একবিংশ অনুবাকঃ—ঈশানঃ সর্ববিজ্ঞানামোক্ষরঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতি
ব্রহ্মণোহধিপতিব্রহ্মা শিবো মে অস্তু সদাশিবোম্ ॥ ১

দ্বাবিংশ অনুবাকঃ—নমো হিরণ্যবাহবে হিরণ্যবর্ণায় হিরণ্যরূপায়
হিরণ্যপতয়েহৃষিকাপতয়ে উমাপতয়ে পশুপতয়ে নমো নমঃ ॥ ১

ত্রয়োবিংশ অনুবাকঃ—ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণং পিঙ্গলম্।
উর্ধ্বরৈতং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপায় বৈ নমো নমঃ ॥ ১

চতুর্বিংশ অনুবাকঃ—সর্বো বৈ রুদ্রস্তস্মৈ রুদ্রায় নমো অস্তু।
পুরুষো বৈ রুদ্রঃ সন্মাহো নমো নমঃ।
বিশ্বং ভূতং ভুবনং চিত্রং বহুধা জাতং জায়মানং
চ যৎ। সর্বো হোষ রুদ্রস্তস্মৈ রুদ্রায় নমো অস্তু ॥

পঞ্চবিংশ অনুবাকঃ—কঙ্কাদ্রায় প্রচেতসে মীটুঔমায় তব্যসে । বোচেম
শংতমং হৃদে । সর্বোহেষ কঙ্কান্তস্মৈ কঙ্কায় নমো অস্ত্ব ॥

ষড়্ বিংশ অনুবাকঃ—যস্মা বৈকঙ্কত্যগ্নিহোত্রহবণী ভবতি
প্রত্যোবাস্যাহতয়স্তিষ্ঠন্ত্যথো প্রতিষ্ঠিতৌ ।

সপ্তবিংশ অনুবাকঃ—কৃণুধ পাজ ইতি পঞ্চ ।

অষ্টাবিংশ অনুবাকঃ—অদিতির্দেবা গন্ধর্ব্বা মনুষ্যাঃ পিতরোহসুরাস্তেষাং
সর্বভূতানাং মাতা মেদিনী মহতা মহী সাবিত্রী
গায়ত্রী জগত্কার্বী পৃথীবহুলা বিশ্বা ভূতা কতমা
কায়। সা সত্যোত্যমৃতেনি বশিষ্ঠঃ ।

। শব্দরূপম্ নারায়ণং মন্ত্রৈঃ স্তোতি সর্ব ইতি । তন্মহন্তেজোরূপং তন্মৈ
নমোনমঃ । ভব্যংভবিষ্যৎ । ভুবনম্ বিচ্যমানং ॥ ২ ॥

কঙ্কাদ্রায় কুংসিতানাং বোদকার । প্রচভসে মহাচিত্রায় বরুণরূপায়ৈতি বা ।
মীটুঔমাশ মীটুঔমায় । মিহ সেচনে । “দাখান্ সাহান্ মীটুাংস্” (পা ৬.১.১২)
ইতি সাধুঃ । ছান্দসোবর্ণবিকারঃ । সেচকতমায় । তব্যসে পূবকায় । তু
বৃতিহিংসাপ্তিষু । বোচেমাবাদিম্ । শস্তমং স্বতমম্ । হৃদে জ্ঞানায়ৈতি
ত্রিপদা ॥ ৩ ॥ অগ্নিকা পত্য ইতু্যক্চে মাতৃপত্য ইতি প্রতীতেবঙ্গীলতা
নাশংক্যাস্বিকা শব্দস্ত পার্বত্যং কচস্বাৎ । অগ্নিকোময়ো পর্যায়দেহপি
প্রকৃতিপ্রত্যয়ার্থভেদাদপোনকন্ত্যম্ ॥ ৪ ॥ যন্তেতি । বিকংকতস্ত
বৃক্বিশেষস্ত বিকারো বৈকংকত্যগ্নিহোত্রহবণী প্রগ্যস্ত ভবতি প্রতিষ্ঠিতা আদুতা
অহ্নাহতয়ঃ প্রতিতিষ্ঠন্ত্যেব । অথো পশ্যাৎ প্রতিষ্ঠিতৌ বজ্রমান প্রতিষ্ঠায়ৈ
ভবন্তি । তেন বৈকংকতী প্রশস্তেতি তস্তা বিধিরূপীয়তে ॥ ৫ ॥ পৃথিবীং
স্তোতি কৃণুধেতি । কৃণুধ পাজইতি পঞ্চদশটৈ হন্তে শাংখায়নশাখা পঠিত
আদ্যা পঞ্চ মন্ত্রো গ্রহে জ্যেয়া ইত্যর্থঃ । তে যথা । কৃণুধ পাজঃ প্রসিতি ন পৃথ্বীং
যাহি রাজেবামবাং ইভেন । ত্বীমহ প্রসিতিং জগাণীহন্তাসি বিদ্যা ব্রহ্ম

মন্ত্ৰপিত্তৈঃ ॥ ১ ॥ তব ভ্রমাস আত্ময়া পতন্ত্যাহু স্পৃশ ধুবতা শোভতানঃ । তপুংব্যগ্রে
 জুহুঃ । পতংগানসন্মিতো বিসৃজ বিষত্ত্বাঃ ॥ ২ ॥ প্রতিস্পশো বি সৃজ তুণিতমো
 ভবা পায়ুর্বিশো অম্যা অদধঃ । যো নো হুবে অধশংসো যো অস্ত্যাগে মাকিষ্টে
 ব্যধিরা দধবীং ॥ ৩ ॥ উদগ্রে তিষ্ঠ প্রত্যাতত্ত্ব গমিজাং ওষতান্তিগ্ৰহেতে ।
 যো নো অরাতিং সমিধান চক্রে নীচা তং ধক্যতসং ন শুক্ৰম্ ॥ ৪ ॥
 উক্ষেৰ্ ভব প্রতি বিধাধ্যান্দাবিকৃণুষ দৈব্যান্গয়ে । অব স্থিরা তত্ত্বহি যাতুজ্ঞানং
 জামিমজামিং প্রমুণীহি শক্রণ্ ॥ ৫ ॥ (ঋ ৪, ৪, ১, ৫) ৬ ॥ অদিতির্দেবমাতা
 দেবাস্তংসুতাঃ । গন্ধৰ্বা হা হা হু হু প্রভৃতয়ঃ । মনুষ্যা মনোরপত্যাণি । পিতরঃ
 কবাবালানয়ঃ । অশ্বরাঃ প্রাণ হারকা হিবণ্যকশিপু প্রভৃতয়ঃ । তেবাং সর্বভূতা-
 নামন্তেষামপি সবেৰ্ধাং ভূতানাং মাতা মেদিনী । তন্ত্ৰা নামাস্তরাণি স্তভয়ে
 পৃথিবী মহতীত্যানীনি । কতমা কেতি বরুপবিষয়প্রশ্নম্বয়ে সত্যামৃতোত্তমম্ ।
 ইতি বসিষ্ঠো বসিষ্ঠ এবমাহ ॥ ৭ ॥ ১৩ ॥

মন্ত্ৰার্থ—পার্বতীপতিকে নমস্কার । কুবের স্বরূপকে নমস্কার, উৰ্ব্বলোকে
 দেবতারূপে অবস্থিত শিবের উদ্দেশে নমস্কার, দেবগণকর্তৃক উৰ্ব্বলোকে
 লিঙ্গরূপে স্থাপিত দেবকে নমস্কার । কনকরূপ মহাদেবকে নমস্কার, কনক
 নির্মিত লিঙ্গাকার পার্বতীপতিকে নমস্কার । রক্তরূপ উমাপতিকে নমস্কার ।
 রক্তত নির্মিত লিঙ্গাকার উমাপতিকে নমস্কার, দ্ব্যলোক স্থব্বরূপ পার্বতী-
 পতিকে নমস্কার । শক্রাদি দেবগণ সংস্থাপিত দ্ব্যলোক লিঙ্গাকার শিবের
 উদ্দেশে নমস্কার । সংসাররূপ পার্বতীপতির উদ্দেশে নমস্কার । সংসারিগণ
 পূজিত ভূলোকে শিলাময় লিঙ্গাকার শিবের উদ্দেশে প্রণাম, শৰ্ব্বকে নমস্কার,
 শৰ্ব্বলিঙ্গের উদ্দেশে প্রণাম, জ্যোতিষ্ময় মহান্ দেবতার উদ্দেশে নমস্কার,
 জ্যোতিষ্ময় ষাটশ লিঙ্গের উদ্দেশে নমস্কার, সর্বজগদাস্ত্রক পার্বতীপতিকে
 নমস্কার, আত্মলিঙ্গের উদ্দেশে নমস্কার, পরমদেবকে নমস্কার, পরম লিঙ্গের
 উদ্দেশে নমস্কার, ত্রৈবর্ণিকগণ পূর্বোক্ত মন্ত্ৰ সমূহের দ্বারা সূর্য্য, চন্দ্র ইত্যাদি

সকল দেবতার পারদম্বর্ণাদি নির্মিত লিঙ্গ স্থাপন করেন। পাণিমন্ত্র পবিত্র।

ষোড়শ অহুবাকের অহুবাদ সমাপ্ত

(পঞ্চবদন মহাদেবের পশ্চিমমুখ প্রতিপাদক স্তুতি করিতেছেন) সত্তোজাত নামক পশ্চিম বদন যুক্ত পরমেশ্বরকে আমি প্রাপ্ত হইব। সেই হেতু সত্তোজাতের উদ্দেশে নমস্কার। হে সত্তোজাত, আমাকে পুনরায় দেব তির্থগাদি জন্মের নিমিত্ত প্রেরণ করিও না, যাহাতে আমি ইহজন্মে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারি, যাহাতে আমার পুনর্জন্ম না হয় তত্ত্বজ্ঞ প্রেরণ কর। সংসার দুঃখ মোচনকারী সত্তোজাতের উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

সপ্তদশ অহুবাকের অহুবাদ সমাপ্ত

(পঞ্চবদন দেবের উত্তরমুখ প্রতিপাদক মন্ত্র) স্বন্দর স্বপ্রকাশ উত্তরমুখরূপ পরমেশ্বরকে প্রণাম। সকল জগদ্ব্যুৎপত্তির মূল উত্তর বক্ত্রের উদ্দেশে প্রণাম। প্রশস্তবদন মহাদেবকে নমস্কার। সংহার সময়ে বোদনকারণ উত্তর বদনের উদ্দেশে প্রণাম। কালরূপ উত্তর বক্ত্রের উদ্দেশে নমস্কার। জগৎ নির্মাতা উত্তর মুখকে নমস্কার। বাক্ষস বলহস্তা উত্তর বক্ত্রের উদ্দেশে নমস্কার। সর্বশক্তি সংহত্ৰা উত্তর বক্ত্রকে নমস্কার। সর্বভূতের দমনকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী উত্তর বক্ত্রকে নমস্কার। চৈতন্য উদ্দীপক সর্বজ্ঞ উত্তর বক্ত্রের উদ্দেশে নমস্কার।

(অষ্টাদশ অহুবাকের অহুবাদ সমাপ্ত)

(এক্ষণে দক্ষিণ বক্ত্রের কথা বলা হইতেছে) অধোর (সম্ভ) নামক দক্ষিণমুখরূপ দেবতাকে নমস্কার। ধোর দেবতার (রজঃ) উদ্দেশে নমস্কার। অতিধোর (তমঃ) দেবতার উদ্দেশে নমস্কার। হে সর্বাশ্রয়ক পরমেশ্বর, তদীয় পূর্বোক্ত ত্রিবিধ সর্বাশ্রয়ক, লয়কালে এবং সমস্ত দেশে ও কালে হিংসাকারী ক্রুররূপ দেবতার উদ্দেশে বারংবার নমস্কার।

উনবিংশ অহুবাকের অহুবাদ সমাপ্ত।

তৎ পুরুষ নামক দেবতাই পূর্ববক্ত্র। গুরুমুখ হইতে এবং শাজ্জালোচনায় তৎপুরুষ নামক দেবতাকে জানিয়া, তাহার ধ্যান করি। সেই কারণ

কল্পদেব আমাদেরিগকে ধ্যান ও জ্ঞানের পথে প্রেরণ করুন।

(বিংশ অম্বুবাকের অম্বুবাদ সমাপ্ত)

(উর্দ্ধ বস্ত্রের মম্বাবলী কথিত হইতেছে)। উর্দ্ধবস্ত্র কল্পদেব সর্ববিত্তার প্রকাশক, সর্বভূতের ঈশ্বর, সর্বলোকের নিয়ামক, সর্বজীবের প্রভু, চতুর্বেদের পালক হিরণ্যগর্ভের অধিপতি। এবস্থি দেবতা আমাকে অম্বুগ্রহের জন্ত মঙ্গলময় হউন। আমিই সেই সদাশিবরূপ।

একবিংশ অম্বুবাকের অম্বুবাদ সমাপ্ত।

(ইহা কল্পদেবের অন্য মন্ত্র) অধিকাপতি, উমাপতি, পশুপতি, হিরণ্যাদি সর্ব নিধির পালক, তেজোময়, হিরণ্যবাহু, হিরণ্যবর্ণ, হিরণ্যরূপ শিবের উদ্দেশে নমস্কার।

দ্বাবিংশ অম্বুবাকের অম্বুবাদ সমাপ্ত।

পরব্রহ্ম পারমার্থিক সত্য, তিনি ভক্তাচ্ছগ্রহের নিমিত্ত উমামহেশ্বরাস্বরূপ ধারণ করেন। সেই যুগলমূর্তির দক্ষিণে মহেশ্বরভাগে কৃষ্ণবর্ণ এবং বামে উমা ভাগে পিঙ্গলবর্ণ। তিনি যোগের দ্বারা স্বীয় বেতঃ ব্রহ্মরন্ধ্রে ধারণ করিয়া উর্দ্ধরেতা। সেই ত্রিনেত্র বিশ্বরূপ পুরুষের উদ্দেশে বারবার নমস্কার।

ত্রয়োবিংশ অম্বুবাকের অম্বুবাদ সমাপ্ত।

কল্পদেবের বিশেষ মন্ত্র এই। সর্বাস্তর্ধামী বস্ত্রের উদ্দেশে নমস্কার। সর্বজীবৈ চৈতন্ত্য স্বরূপ পুরুষ কল্প, যিনি মহান ও তেজস্বরূপ তাঁহাকে নমস্কার। জড় জগৎ এবং চেতন প্রাণীসমূহ, চেতন ও অচেতন রূপে যে বিচিত্র জগৎ দৃষ্ট হয়, যে জগৎ পূর্বে উৎপন্ন হইয়াছে, তৎসমুদয় কল্পস্বরূপ। সেই কল্পের উদ্দেশে নমস্কার।

চতুর্বিংশ অম্বুবাকের অম্বুবাদ সমাপ্ত

প্রকৃষ্ট জ্ঞানবৃত্ত জগৎপিতা অভীষ্টফল প্রদ, স্তবযোগ্য, জদয়স্থিত প্রশান্ত কল্পের উদ্দেশে স্থখকর স্ততিরূপ বাক্য বলি। সমস্তই কল্পস্বরূপ, সেই মহান্ কল্পের উদ্দেশে নমস্কার।

পঞ্চবিংশ অম্বুবাকের অম্বুবাদ সমাপ্ত।

যে অগ্নিহোত্রীয় অগ্নিহোত্রস্বণী বিকল্পতবৃক্ণনির্মিত, তাঁহার প্রদেয় আহুতি সমূহ সেই অগ্নিহোত্রস্বণী দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হইলে উত্তম ফল দান করে

এবং অচ্যুততার চিন্ত্তত্বি পূর্বক তত্ত্বজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করে।

ষড়বিংশ অল্পবাক্যের অল্পবাদ সমাপ্ত।

চিন্ত্তত্বির প্রতিবন্ধনিবারক রক্ষায় মন্ত্রসমূহের বিষয় বলা হইতেছে।
হে অগ্নে, তুমি আমাদের কাম ক্রোধাদি শত্রুসংহার নিমিত্ত আমাদেরকে
প্রভুত বল দান কর, ইত্যাদি পাঁচটি মন্ত্র জপ্য।

সপ্তবিংশ অল্পবাক্যের অল্পবাদ সমাপ্ত।

পৃথিবীস্থিতি বিষয়ক মন্ত্র। দেবতা, গন্ধৰ্ব, মনুষ্য, পিতৃগণ ও অশ্বরগণ
এই পঞ্চ জাতি বিশেষ এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাণীই অদ্বিতি স্বরূপ। পৃথিবী
সমস্ত প্রাণীদেহের উপাদান বলিয়া জননী, সেই পৃথিবী মধুকৈটভের মেঘ দ্বারা
নির্মিতা, অশেষ গুণশালিনী অথবা ধৈর্যযুক্তা, পূজ্যা, অন্তর্ধামিনী, উপাসকজ্ঞাতী,
ঘনকলেবরা সৰ্বরূপা, সকল প্রাণীর দেহরূপে পরিণতা। সেই পৃথিবী
ব্যবহার কালে সত্য। ইহা বশিষ্ঠমুনি বলেন এবং ইহা চারিযুগ পর্যন্ত অবস্থান
করেন, ইহাও বশিষ্ঠ বলিয়া থাকেন। এই মন্ত্রের ঋষি বশিষ্ঠ।

অষ্টাবিংশ অল্পবাক্যের অল্পবাদ সমাপ্ত

একোনত্রিংশোহল্পবাক্যঃ—আপো বা ইদং সর্বং বিশ্বীভূতান্নাপঃ প্রাণা
বা আপঃ পশব আপো অন্নমাপোহমৃতমাপঃ সন্নাড়াপো বিরাদাপঃ
স্বরাড়াপশ্চন্দাংস্যাপো জ্যোতীংস্রাপো যজুংস্রাপঃ সত্যমাপঃ সর্বা
দেবতা আপো ভূভুবঃস্বরাপ ওম্ ॥ ১ ॥

ত্রিংশোহল্পবাক্যঃ—আপঃ পুনস্ত পৃথিবীং পৃথিবী পূতা পুনাতুমাম্।
পুনস্ত ব্রহ্মণস্পতিব্রহ্মণূতা পুনাতু মাম্। যজুচ্ছিষ্টমভোজ্যাং যদ্বা
হুশ্রিতং মম। সর্বং পুনস্ত মামাপো অসত্যং চ প্রতিগ্রহং স্বাহা ॥ ২ ॥

একত্রিংশোহল্পবাক্যঃ—অগ্নিশ্চ মা মন্যশ্চ মন্যপত্যশ্চ মন্যকৃতভাঃ।
পাপেভ্যো রক্ষন্তাম্। যদহা পাপমকার্ষং। মনসা বাচা হস্তাভ্যাং।
পশ্চাৎমুদরেণ শিখা। অহস্তদবলুপ্ততু। যৎ কিঞ্চ হুরিতং ময়ি। ইদমহং

মামমৃতযোনৌ । সত্যো জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা ॥ ৩ ॥

রাত্রিংশোঃম্বুবাকঃ—সূৰ্যশ্চ মা মন্যশ্চ মন্যাপত্যশ্চ মন্যাকৃত্যেভ্যঃ ।
পাপেভ্যো রক্ষন্তাম্ । যজ্ঞাত্মা পাপমকার্থং । মনসা বাচা হস্তাভ্যাম্ ।
পশ্চ্যামুদরেণ শিখ্রা । রাত্রিস্তদবলুপ্ততু যৎকিঞ্চ ছরিতং ময়ি । ইদমহং
মামমৃতযোনৌঃ । সূৰ্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা ॥ ৪ ॥

[অহর্নো অতাপীপরদ্রাত্রিনো অতি পারয়দাত্রিনো অতাপীপরদহর্নো
অতিপারয়ৎ] ৫ ॥ ১৪ ॥

দীপিকা । অপঃ স্তোতি আপ ইতি । আপো বা ইদং সৰ্বমিত্যেকং
বাক্যম্ । বিশ্বা ভূতান্ভাপ ইতি দ্বিতীয়ম্ । তত্র হেতুঃ প্রাণ বা আপ ইতি ।
“অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি হি ছান্দোগ্যম্
(৬.৪.৪) বিশেষ বচনং পশব ইত্যাদি । পশবো জংগমানি অন্নং স্বাববাগি ।
অনুভবঃ বসঃ । রাড়ি, বাট, স্বরাট, সত্রাজঃ পূৰ্বাদিদিশাং নামানি । সৰ্বং মূৰ্ত্তমপাং
বিধারঃ । ওমংকারবাচ্যা আপ ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

মধ্যাহ্নাচমনার্যৈবভী মম আপ ইতি । ব্রহ্মনস্পতিব্রহ্মণস্পত্যঃ । ব্রহ্মপুতা
বেদপুতা পৃথী মাং পুনাতু । সৰ্বং পুনস্ত শোধয়ন্ত মাং প্রাপ্যাপো অদতাং চ
প্রতিগ্রহং পুনস্ত ॥ ২ ॥

অগ্নিস্চেতি সায়মাচমন মমঃ । যদহা হস্তদবলুপ্ততু । সত্যো জ্যোতিষীতি
সায়ং পাঠঃ ॥ ৩ ॥ সূৰ্যশ্চেতি । যজ্ঞাত্মা রাত্রিস্তদ বলুপ্ততু । সূৰ্যে জ্যোতিষীতি
প্রাতঃপাঠঃ । সায়মগ্নেঃ প্রধানত্বাদগ্নী রক্ষতু প্রাতঃ সূৰ্য প্রাধান্ত্যং সূৰ্যো
রক্ষতু । অহা কৃতান্তহরপোহতু রাত্রি কৃতানি রাত্রিশোহবীতি প্রার্থনা ॥ ৪ ॥
তত্র মন্ত্রান্তরম্ । অহর্নো অতাপীপরদাত্রিণো অতি পারয়দাত্রিণো অতাপীপরদহর্নো
অতি পারয়দিতি । অত্রৈব শাখান্তরং চ । “যদহা কুরুতে পাপং তদহা প্রতি-
মুচ্যতে । যজ্ঞাত্মা কুরুতে পাপং তজ্ঞাত্মা প্রতিমুচ্যতে” ইতি ॥ ৫ ॥ ১৪ ॥

মন্ত্রার্থ—(বৃক্ষভাবকৃত উপজব পরিহারান্তে জল দেবতাকে মন্ত্র বলিতেছেন ।)
জগতে যাহা কিছু বিজ্ঞান, . তৎসমুদয় জলরূপ । ইহা কিরূপে সম্ভাবিত হয়,

তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন। সর্ব প্রাণীর শরীরই জলরূপ। ইহার কারণ, যেতোক্রমে পরিণত জল হইতে সমস্ত শরীর উৎপন্ন হয়। শরীরস্থ পঞ্চ বায়ুও জলরূপ। কারণ, জল দ্বারা পঞ্চপ্রাণ পরিতৃপ্ত হয়। গবাদি পশুসমূহ জলময়। কারণ, জল দুগ্ধরূপে পরিণত হয়। ব্রীহিষবাদি অন্ন জলরূপ, জল দ্বারা অন্ন উৎপন্ন হয়। অমৃত হিরণ্যগর্ভ, বিরাট, মায়াত্তিমানী ঈশ্বর, গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দঃ, সূর্যাদি জ্যোতিষ্কসমূহ, যজুঃসমূহ, সত্য, সমস্ত দেবতা ভূঃ ভুবঃ ও স্বর্লোক ত্রিভুবন জলরূপ। এই জল প্রণব প্রতিপাদ্য। ১

উনত্রিংশ অহ্বাকের অত্ববাদ সমাপ্ত।

মন্ত্রার্থ—(মধ্যাহ্নকালে স্নানার্থার্থ অভিমন্ত্রিত জল পানের নিমিত্ত মন্ত্র বলিতেছেন।) জল প্রক্ষালন দ্বারা পৃথিবীকে পবিত্র করুন। বেদের রক্ষক আচার্য্যকে জল পালন করুন। আচার্য্য কর্তৃক উপদিষ্ট বেদ স্বয়ং পবিত্র হইয়া আমাকে বিশোধিত করুন। যাহা উচ্ছিষ্ট ও অভক্ষ্য, তাহা যদি আমি কদাচিৎ ভোজন করিয়া থাকি, অথবা আমি যে সমস্ত নিষিদ্ধ কৰ্ম্মাহুষ্ঠান করিয়াছি, তৎসমুদয় পরিহারপূর্বক জল আমাকে পবিত্র করুন। আর যে সমস্ত অসৎ প্রতিগ্রহ আমি করিয়াছি, তৎসমূহ পবিত্র করুন। তন্নিমিত্ত অভিমন্ত্রিত জল আমার মুখায়িতে উত্তম-রূপে হৃত হউক। ১

ত্রিংশ অহ্বাকের অত্ববাদ সমাপ্ত।

মন্ত্রার্থ—(সায়ংকালে জলপানার্থ মন্ত্র বলিতেছেন।) অগ্নি, ক্রোধাত্তিমানী দেবতা, এবং ক্রোধপতি দেবগণ সকলে আমার ক্রোধ-জাত পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। ইহার অর্থ, আমার সবপাপ দূরীভূত করিয়া আমাকে পালন করুন। অপিচ বিগত দিবসে আমি মনঃ, বাক্, হস্তাঙ্গ, পাদাঙ্গ, উদর ও উপস্থ দ্বারা যে সকল পাপ কার্য্য করিয়াছি, অহরতিমাণী দেবতা তাহার বিনাশ সাধন করুন। যৎ কিঞ্চিৎ পাপ মৎ কর্তৃক নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহার তদহুষ্ঠাতা আমাকে মরণ রহিত, জগৎ কারণ, অবাধিত, স্বয়ং প্রকাশ বস্তুতে প্রক্ষেপ করি। এই হোমবলে সেই

সমস্ত পাপ ভস্মীভূত করি। তজ্জন্ম অভি মন্বিত এই জল আমার মুখায়িতে
স্বহত হউক। একত্রিংশ অম্বুবাকের অম্বুবাদ সমাপ্ত।

মন্ত্রার্থ—[সায়াংকালে জলপানের নিমিত্ত মন্ত্র বলিতেছেন।] সূর্য্য,
ক্রোধাভিমানী দেবতা এবং ক্রোধপতি দেবগণ সকলে আমার ক্রোধজাত পাপ
হইতে আমাকে রক্ষা করুন। ইহার অর্থ, আমার সর্বপাপ বিনাশান্তে আমাকে
পালন করুন। অপিচ বিগত দিবসে আমি মনঃ, বাক্, হস্তধর, পাদধর,
উদর ও উপস্থারা যে সমস্ত পাপ কর্ম করিয়াছি, অহরভিমানী সূর্য্যদেব তাহা
বিনষ্ট করুন। যৎকিঞ্চিৎ পাপ যৎকর্তৃক নিম্পন্ন হইয়াছে, তাহাও তদমুঠাতা
আমাকে মরণ রহিত, জগৎ কারণ, অবায়িত, স্বয়ং প্রকাশ বস্তুর প্রক্ষেপ করি।
এই হোম ফলে সেই সমস্ত পাপ ভস্মীভূত করি। তজ্জন্ম অভি মন্বিত এই জল
আমার মুখায়িতে স্বহত হউক। (বত্রিংশ অম্বুবাকের অম্বুবাদ সমাপ্ত।)

ত্রয়স্ত্রিংশোহম্বুবাকঃ

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম। অগ্নিদেবতা ব্রহ্ম ইত্যার্বম্।

গায়ত্রং ছন্দঃ পরমাত্মং সরূপম্। সাযুজ্যং বিনিয়োগম্ ॥ ১ ॥

চতুস্ত্রিংশোহম্বুবাকঃ

আয়াতু বরদা দেবী অক্ষরং ব্রহ্মসম্মিতম্।

গায়ত্রী ছন্দসাং মাতা ইদং ব্রহ্ম জুষস্ব নঃ ॥ ১ ॥

যদহাৎকুরুতে পাপং তদহাৎ প্রতিমুচ্যতে।

যদ্রাত্রিয়াৎ কুরুতে পাপং তদ্রাত্রিয়াৎ প্রতিমুচ্যতে।

সর্ববর্ণে মহাদেবি সক্ষ্যাবিষ্টে সরস্বতি ॥

পঞ্চত্রিংশোহম্বুবাকঃ

ওজোহসি সহোহসি বলমসি ভ্রাজোহসি দেবানাং ধামনামাসি
বিশ্বমসি। বিশ্বায়ুঃ সর্বমসি সর্বাযুরভিভূরোম্ ॥ গায়ত্রীমাবাহয়ামি

ସାବିତ୍ରୀମାବାହ୍ୟାମି ସରସ୍ବତୀମାବାହ୍ୟାମି ॥ ୧ ॥ ଛନ୍ଦର୍ସୀନାବାହ୍ୟାମି ତ୍ରିୟମା-
 ବାହ୍ୟାମି ଗାୟତ୍ରିୟା ଗାୟତ୍ରୀଛନ୍ଦୋ ବିଶ୍ଵାମିତ୍ର ଋଷିଃ ସବିତା ଦେବତାଗ୍ନି-
 ଯୁକ୍ତଂ ବ୍ରହ୍ମା ଶିରୋ ବିଷ୍ଣୁଛନ୍ଦୟଂ ଋଦ୍ରଃଶିଖା ପୃଥିବୀ ଯୋନିଃ ପ୍ରାଣାପା-
 ନବ୍ୟାନୋଦାନସମାନା ସପ୍ରାଣା ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣା ସାଂଖ୍ୟାୟନସଗୋତ୍ରା ଗାୟତ୍ରୀ
 ଚତୁର୍ବିଂଶତ୍ୟକ୍ଷରା ତ୍ରିପଦା ଷଟ୍କୁକ୍ଷିଃ ପଞ୍ଚଶୀର୍ଷୋପନୟନେ ବିନିଯୋଗଃ ॥
 (ମାଃ ସଃ ଅତିରିକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର) ଓଁ ଭୁଃ । ଓଁ ଭୁବଃ । ଓଁ (ସ୍ଵଃ) ସ୍ଵବଃ । ଓଁ ମହଃ ।
 ଓଁ ଜନଃ । ଓଁ ତପଃ । ଓଁ ସତଃ । ଓଁ ତଂସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ
 ଧୀମହି । ଧିୟୋ ଯୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ॥ ଓଁ ଆପୋ ଜ୍ୟୋତୀରସୋହସ୍ମତଃ
 ବ୍ରହ୍ମା ଭୂଭୂବଃସ୍ଵରୋମ୍ ॥ ୨ ॥ ଓଁ ଭୂଭୁବଃ ସୁବର୍ମହର୍ଜନସ୍ତପ ସତ୍ୟଂମଧୁ କ୍ଷରନ୍ତି ।
 ତଦ୍ବ୍ରହ୍ମା ତଦାପ ଆପୋ ଜ୍ୟୋତୀରସୋହସ୍ମତଃ ବ୍ରହ୍ମାଭୂଭୁବଃସ୍ଵରୋମ୍ ॥ ୩ ॥
 ଓଁ ତଦ୍ବ୍ରହ୍ମା । ଓଁ ତଦ୍ଘାୟୁ । ଓଁ ତଦାତ୍ମା । ଓଁ ତଂସର୍ବମ୍ । ଓଁ ତଂପୁରୋଃ
 ନୟଃ ॥ ୪ ॥

ଦୀପିକା । ଗାୟତ୍ରୀବାହନଂ ଆୟାତ୍ତିତି । ଦେବୀ ଅକ୍ଷରଂମାତା ଇନ୍ଦ୍ର-
 ବ୍ରହ୍ମେତ୍ୟବିବକ୍ଷିତା ସଂହିତା । ଗାୟତ୍ରୀଗ୍ତାବାହନ ମନ୍ତ୍ର ଓଞ୍ଜୋହମୀତି । ଧାମନାମୀତି
 ମକାରନକାରାବସଂଯୁକ୍ତୋ ପଠନୀୟୋ । ଅଭିଭବତୀତ୍ୟଭିଭୁଃ । ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ସାବିତ୍ରୀ-
 ବାହନମପରାହ୍ନେ ସରସ୍ବତୀବାହନମ୍ ॥ ୧ ॥ ଓଁ ଭୂବିତ୍ୟାଦିଃ ପ୍ରାଣାୟାମମନ୍ତ୍ରଃ । ତଦ୍ବ୍ରହ୍ମା ।
 “ଏତା ଏତାଂ ମହିତେନ ତଥୈତିର୍ଦ୍ଦିଶଭିଃସହ । ତ୍ରିର୍ଗପେଦାରତପ୍ରାଣଃ ପ୍ରାଣାୟାମଃ ସ
 ଉଚ୍ୟତ ଈତି । ଅସ୍ୟାର୍ଥଃ । ଏତାଃ ସମ୍ପ୍ରସାହତୀରେତାଂ ସାବିତ୍ରୀୟେତେନ ଶିରସା
 ସହ ଦଶଭିଃ ପ୍ରାଣବିଂଶ ସହ ଜିବାରଂ ଗୃହୀତ ପ୍ରାଣୋ ଜପେଦେବ ପ୍ରାଣାୟାମ ଈତି
 ପ୍ରାଣାୟାମେ ॥ ୨ ॥ ମନ୍ତ୍ରାନ୍ତରଂ ଭୂଭୂବବିରିତି ଭୂବାନ୍ତା ମଧୁକ୍ଷବତୀତ୍ୟନ୍ତର । ଯନ୍ନଧୁ ତଦ୍ବ୍ରହ୍ମା
 ବେଦନ୍ତଦେବାପଃ କର୍ମଫଳଂ ଯା ଆପନ୍ତା ଏବ ଜ୍ୟୋତିରାଦୟଃ ॥ ୩ ॥ ମନ୍ତ୍ରାନ୍ତରଂ ଓଁ
 ତଦ୍ବ୍ରହ୍ମେତି ॥ ୪ ॥

ମନ୍ତ୍ରାର୍ଥ—(ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ପ୍ରାଣାୟାମ ସାଧାନାନ୍ଦିତେ ସର୍ବାଞ୍ଜ ଆବଶ୍ୟକ ଓଁକାରେର ଶ୍ଵାସି
 ପ୍ରାପ୍ତିତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିତେହେନ ।) ଓଁକାର ବଳିଆ ସେ ଅକ୍ଷର ଆହେ, ତାହା ବ୍ରହ୍ମବରୂପ ।

এই ঠাকারের দেবতা বা বাচ্যভূত বস্তু অগ্নি-ব্রহ্ম। ঋষি ও ব্রহ্ম। ইহার ছন্দঃ গায়ত্রী, পরমাত্মময় সর্বজগৎ সমান রূপ সর্বাঙ্গক পরব্রহ্মপ্রাপ্তিতে ইহার বিনিয়োগ হয়। (তেত্রিশ অঙ্কবাকের অঙ্কবাদ সমাপ্ত।)

মন্ত্যার্থ—[তিনবার সন্ধ্যাকালে (প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং ত্রিসন্ধ্যা) মার্জনাতে গায়ত্রী দেবীর আবাহন মন্ত্র বলিতেছেন।] আমাদের অতীষ্টবরপ্রদা গায়ত্রীচ্ছন্দোহিমানিনী দেবতা বিনাশরহিত, বেদান্ত প্রমাণদ্বারা সমাগ্নি নিশ্চিত, পরব্রহ্মতত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের সকলকে ব্রহ্মতত্ত্ব বুদ্ধিগত করাইবার জন্য আগমন করুন। বেদমাতা গায়ত্রী আমাদের এই বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করেন। হে প্রাতঃ-সায়ংসন্ধিতে উৎপন্ন, হে অমৃতানুরূপে, হে সরস্বতি, যে দিন তোমার ভক্ত পাপ কর্ম করে, সেই দিনই তাহাকে পাপ হইতে বিমুক্ত করিয়া থাক। অপিচ তোমার ভক্ত যে রাত্রিতে পাপাচরণ করে, সেই রাত্রিতেই তাহাকে পাপ মুক্ত কর। হে সর্ববর্ণরূপে, হে মহাদেবি, হে সন্ধ্যাবিদ্যা, হে সরস্বতি, তুমি আমাদের পাপ কর্ম হইতে নিবৃত্ত কর।

(চৌত্রিশ অঙ্কবাকের অঙ্কবাদ সমাপ্ত।)

মন্ত্যার্থ—[গায়ত্রীর আবাহন মন্ত্র বলিতেছেন] হে গায়ত্রি, বলহেতু ওজোধাতুস্বরূপা, তুমি সর্ব শক্তির অভিতবে সমর্থা, তুমি দীপ্তিরূপা, তুমি ইন্দ্রাদি দেবগণের তেজোধাম। তুমি সমস্ত জগজ্জপ, সম্পূর্ণ আয়ুঃস্বরূপা, সর্বরূপ, ও সর্বআয়ুরূপা, সর্বপাপের নিরাকরণহেতু ও প্রণব প্রতিপাদ্য পরমাত্মস্বরূপা। এতাদৃশ গায়ত্রী, সারিত্রী, সরস্বতী, ছন্দঃবিগণ ও প্রাণে আবাহন করি। গায়ত্রী মন্ত্রের ছন্দঃ গায়ত্রী, বিশ্বামিত্র ঋষি বা মন্ত্রভট্টা, সারিতা দেবতা, অগ্নি মুখস্থানীয়, ব্রহ্মাশিরঃ, বিষ্ণু হৃদয়, ক্রতু শিখান্বানীয়, পৃথিবী যোনিস্থানীয়, প্রাণ-অপান-সমান-উদান-ব্যান বায়ু, যুক্তা, ইন্দ্রিয়বিশিষ্টা, শ্বেতবর্ণা, সাংখ্যায়ন অর্থাৎ পরমাত্মগোত্র সম্ভূতা। মন্ত্ররূপা গায়ত্রী চতুর্বিংশত্যক্ষরা, যাহার তিনপাদ, ছন্দঃ বেদোক্ত যাহার কুক্ষিস্থানীয়, চারি বেদের চারি উপনিষৎ রূপ চারি মন্তক ও ইতিহাস পুরাণরূপ পঞ্চম বেদ পঞ্চম মন্তক, এই পাঁচটা যাহার মন্তক। এইরূপে:

মন্ত্র দ্বারা গায়ত্রীর ধ্যান করিয়া এই মন্ত্রদ্বারা বালকের উপনয়নে বিনিয়োগ করিতে হইবে। উক্তরূপে স্বরণ ও পাঠান্তে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিবে।

(‘ভূ’ হইতে সত্য পর্য্যন্ত সপ্তলোককে সপ্ত ব্যাহতি প্রতিপাদন করিয়া থাকে। সে সপ্তলোক প্রণবপ্রতিপাত্ত ব্রহ্মস্বরূপত্ব কথনর্থ প্রত্যেক স্থলে প্রণব উচ্চারিত হইয়াছে।) ভূলোক ‘ভূঃ’ ব্যাহতি দ্বারা প্রতিপাদ্য। তাহা প্রণব প্রতিপাদ্য ব্রহ্মস্বরূপ এইরূপ অত্র ছয় ব্যাহতি জানিবে। যে পরমেশ্বর আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিসমূহকে তত্ত্ববোধে প্রেরিত করেন, সেই অন্তর্যামী দেবতার শ্রেষ্ঠত্বকে আমরা ধ্যান করি। যে নদী সমুদ্রাদিতে জল, আদিত্যাদি মধু-রাসাদি ষড়্‌বিধ রস, দেবভোগ্য অমৃত সমস্তই প্রণব প্রতিপাত্ত ব্রহ্মস্বরূপ। ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয় প্রণব প্রতিপাদ্য ব্রহ্মস্বরূপ।

(পয়ত্রিশ অম্বাকের অম্ববাদ সমাপ্ত।)

ষট্‌ত্রিংশোঃশ্লোকঃ

উত্তমে শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্বতমূর্ধনি

ব্রাহ্মণেভ্যোঃ ভ্যনুজ্জাতা গচ্ছ দেবি যথাসুখম্ ॥ ৫ ॥

[ওম অন্তশ্চরসিভূতেষু গুহায়াং বিশ্বমূর্ত্তিষু ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং বষট্‌কারস্ত্বং রুদ্রস্ত্বং ব্রহ্ম ত্বং প্রজাপতিঃ ॥ ৬ ॥ অমৃতোপস্বরণমসি ॥ ৭ ॥ প্রাণে নিবিষ্টোহমৃতং জুহোমি প্রাণায় স্বাহা। অপানে নিবিষ্টোহমৃতং জুহোমি অপানায় স্বাহা। ব্যানে নিবিষ্টোহমৃতং জুহোমি ব্যানায় স্বাহা। উদানে নিবিষ্টোহমৃতং জুহোমি উদানায় স্বাহা। সমানে নিবিষ্টোহমৃতং জুহোমি সমানায় স্বাহা ॥ ৮ ॥ প্রাণে নিবিষ্টোহমৃতং জুহোমি। শিবোমাবিশাপ্রদাহায় ॥ প্রাণায় স্বাহা। অপানে নিবিষ্টোহমৃতং জুহোমি। শিবোমাবিশা প্রদাহায়। অপানায় স্বাহা। ব্যানে নিবিষ্টোহমৃতং জুহোমি। শিবোমাবিশাপ্রদাহায়।

ବ୍ୟାନାୟ ସ୍ବାହା । ଉଦାନେ ନିବିଷ୍ଟୋଽୟତଃ ଜୁହୋମି । ଶିବୋମାବିଶା-
ପ୍ରଦାହାୟ । ଉଦାନାୟ ସ୍ବାହା । ସମାନେ ନିବିଷ୍ଟୋଽୟତଃ ଜୁହୋମି ।
ଶିବୋମାବିଶାପ୍ରଦାହାୟ ସମାନାୟ ସ୍ବାହା ॥ ୧ ॥ ଅମୃତାପିଧାନମସି ।
ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନି ସ ଆତ୍ମାୟତସ୍ତାୟ ॥ ୧୦ ॥ ୧୫ ॥]

ଦୀପିକା । ସନ୍ଧ୍ୟାବିସର୍ଜନମନ୍ତ୍ର ଉକ୍ତମ । ଉକ୍ତର ଇତି କଚିଂ ପାଠଃ । ବ୍ରାହ୍ମଣାର୍ଥ-
ମାଗତା ଅମହଜ୍ଞତା ମତୀ ଗଚ୍ଛ । ଗୟାୟାଃ ପଶ୍ଚିମଭାଗେ ସ ସନ୍ଧ୍ୟାପର୍ବତଃ ॥ ୧
(ଭୋଜନାବସରେଽନ୍ତରାୟଃ ପ୍ରାର୍ଥନା । ଅନ୍ତଃଚରଗୀତି । ବିଷ୍ଣୁର୍ତ୍ତିଷ୍ଠ ସର୍ବେଷୁ ଦେହେଷୁ ।
ବିଷ୍ଣୁତୋମୁଖ ଇତି କେଷାକିତ ପାଠଃ ॥ ୬ ॥ ଭୋଜନାଦାବାଚମନ ମନ୍ତ୍ରୋଽୟତୋପନ୍ତରଗ-
ମମୀତି । ଅତ୍ର ସ୍ବାହେତି ପଠନ୍ତି । ଅମୃତକାୟତନ୍ତ୍ରୋପନ୍ତରଗଂ ପ୍ରାଣଶ୍ରୋତ୍ରାପବେଶନଭୂମି-
ଛାଦକଂ ବଜ୍ରମସି । ତଦ୍ଭକ୍ତମ୍ । “କିଂ ମେ ବାସୋ ଭବିଷ୍ଠାଭୀତ୍ୟାପ ଇତି ହୋଚୁରିତି”
(ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍ ୧.୨.୨) ॥ ୧ ॥ ଇଦାନୀମନ୍ନାହତିମନ୍ତ୍ରାନ୍ତରମାହ ପ୍ରାଣ ଇତି ।
ଶିବୋମାବିଶାପ୍ରଦାହାୟ । ହେ ଶିବ ହେ ଓମକାରାବାଚ୍ୟ ଅମ୍ରପ୍ରଦାହାୟାନ୍ନବଦ୍ଦେହଦାହୋ
ମା ଭୂଦେତଦର୍ଥଂ ବନ୍ଧକସ୍ତେ ନାବିଶ ଦେହେ ପ୍ରବେଶଂ କୁର୍ବିତୀଧ୍ୟର ପ୍ରାର୍ଥନା । ଶିବୋ ମା
ପ୍ରବିଶେତି ପାଠେ ଶିବସ୍ତୁଂ ମା ମାଂ ପ୍ରବିଶେତି ଯୋଜନା ॥ ୮ ॥ ତତଃ ପୁନରାଚମନ-
ମନ୍ତ୍ରୋଽୟତାପିଧାନମମୀତି । ଅମୃତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଣଶ୍ରୋତ୍ରାପିଧାନମାଚ୍ଛାଦନବାସୋଽସି । ସଦ୍ଭକ୍ତମ୍ ।
“ତନ୍ମାଦେତଦ୍ଦଶିଶ୍ଵନ୍ତଃ ପୁରନ୍ତାଞ୍ଚୋପରିଷ୍ଠାଞ୍ଚନ୍ତିଃ ପରିଦଧତି ଲଙ୍ଘୁକୋ ହ ବା ସୋ
ଭବତୀତି ।” (ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ-ଉପନିଷଦ୍ ୧.୨.୨) ଅଟ୍ଟୋସ୍ୟ ଶେଷୋ ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନି ସ
ଆତ୍ମାୟତସ୍ତାୟେତି । ସ ଏବଂ କାରକ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାୟତସ୍ତାୟ ମୋକ୍ଷାୟ
ଭବତି ॥ ୧୦ ॥)

ମନ୍ତ୍ରାର୍ଥ—(ଗାୟତ୍ରୀଋପାନ୍ତେ ଗାୟତ୍ରୀ ବିସର୍ଜନ ମନ୍ତ୍ର ବଳିତେଛେନ ।) ପୃଥିବୀତେ
ଯେ ହିମେକ୍ଷ ନାମକ ପର୍ବତ ବିଦ୍ୟମାନ, ତଥାୟ ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀ ଅବସ୍ଥାନ କରେନ ।
ଅତଏବ ହେ ଦେବି, ତୋମାର ଅହଘ୍ରହେ ପରିତୁଷ୍ଟ ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ଉପାସକ-ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ କର୍ତ୍ତୃକ
ଅହଜ୍ଞତା ହିୟା ଯଥାସ୍ତଥେ ତୋମାର ନିଜସ୍ଥାନେ ଉକ୍ତମ ହିମେକ୍ଷ ପର୍ବତଶିଖରେ ଗମନ
କର । ୧

ଛତ୍ରିଶ ଅହବାକେର ଅହବାଦ ସମାପ୍ତ ।

সপ্তত্রিংশোহ্নুবাকঃ

যুগিঃসূর্য্যঃ আদিত্যো ন প্রভা বাতাক্ষরম্ । মধু ক্ষরন্তি তজ্জসম্ । সত্যং
বৈ তজ্জসমাপো জ্যোতী রসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূত্বৈবঃ স্তবরোম্ ।

অষ্টত্রিংশোহ্নুবাকঃ

ব্রহ্মমেতু মাম্ । মধুমেতু মাম্ । ব্রহ্মমেব মধুমেতু মাম্ ।
যাস্তে সোম প্রজাবৎসোহভি সো অহম্ । হুঃস্বপ্নহনুর্নৃষহ । যাস্তে
সোম প্রাণাংস্তাজ্জুহোমি ॥ ত্রিসুপর্ণমযাচিৎ ব্রাহ্মণায় দত্তাৎ । ব্রহ্ম-
হত্যাং বা এতে ব্রন্তি যে ব্রাহ্মণাস্ত্রিসুপর্ণং পঠন্তি । তে সোমং প্রাপ্নু-
বন্তি । আ সহস্রাং পঙক্তিং পুনন্তি । ওম্ ॥ ৬ ॥

দীপিকা । যুগিঃ সূর্য আদিত্য ইতি সাবিজী । যু ক্ষরণে । ক্ষরত্বাদকমিতি
যুগিঃ । স্তবতি সরতি বা সূর্য । অস্তীতাদিতিরদিতেরপতমাদিত্যঃ ।
ময়্যাস্তবম্ । অর্চয়ন্তি দেবা কর্তারস্তপঃ সত্যাত্মকমাদিত্যস্বরূপং পূজয়ন্তি ।
অর্চিতং সম্বৎসরতঃ ক্ষরন্তি ক্ষরতীত্যর্থঃ । তদেব ব্রহ্মরূপং তদাপ আপ্যং
তদেবাপ উদকং তদেব জ্যোতিস্তেজো রসোহমৃতং ব্রহ্মস্বরূপং তদেব লোকত্রয়ং
তদেবোংকারাত্মকং চ তদেবেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

পঞ্চবক্তৃ মন্ত্রাণাহ সদ্যোজাতমিতি । সদ্যোজাতঃ প্রথমজাতঃ । প্রপদ্যামি ।
উপগ্রহব্যত্যয়, প্রপদ্যো । ভবে ভবে জন্মনি জন্মনি নাতিভবেহতিক্রান্তো
ন ভবামি সর্বেষু জন্মসু তন্নিষ্ঠ এব ভবামি । ভজস্ব মাং অং প্রসাদ ভাগিনং
কুরু । ভবেন্তব্যয় সংসারোং পন্তিহেতবে ॥ ১ ॥ দ্বিতীয়ে মন্ত্রোবামদেবায়ৈতী ।
বামং কটিলং বিষতক্ষণাদিলোকঃ বিরুদ্ধং দীব্যতি ক্রীড়তী তস্মৈ । বলবিকরণায়
কলং মধুয়ং বিকরণং বিকারো যস্য দার্শর্ঘ্যচেষ্টিতস্তস্মৈ । বলবিকরণায়
বলবর্ষিকরণং যস্য । বলপ্রমথনায় বলবতাং প্রমথনায় । সর্বভূতদমনায়
কালরূপস্থায় । মনোময়নায় মন উন্নয়ন্যত্মানীভাবং গময়তি মনোময়নস্তস্মৈ
মনোজয় হেতবে ॥ ২ ॥ অঘোবেভাঃ সৌম্যোভ্যোহধ ঘোবেভাঃ কুরেভাঃ । হে

ঘোর “ভীমে হর ঘোর” ইতি বিশ্ব (মিদিনী কোষ চ)। ঘোরতরৈভ্যোহিতি ঘোরেভ্যোহপি ভীম সর্বতো নমস্কেহস্ত সর্বেষু পার্শ্বেষু। সর্ব সর্বাশ্বক তে তুভ্যং নমোহস্ত। হে কত্র তে তব সর্বোভ্যো রূপেভ্যো নমোহস্ত ॥ ৩ ॥ তৎপুরুষায় স প্রসিদ্ধ্যাসৌ পুরুষস্ত তন্মৈ বিদ্যাহে জানীমঃ।। মহাদেবায়-মহতে দেবায় ধীমহি ধ্যায়েম। তত্ত্বান্মোহনান কত্রঃ প্রচোদয়াৎ প্রচোদয়তি প্রেরয়তি বুধ্যধ্যাকচং ॥ চুদ পেরণে লেট্ তিবিভীলোপ আট্ ॥ ৪ ॥

মন্ত্রার্থ—ভগবান আদিত্য সমস্ত জগতের প্রসবিতা বলিয়া সূর্য্য, দীপ্তি-শালিস্থহেতু ঘৃণি, বিনাশরাহিত্যহেতু অমর, লোকোপকার নিমিত্ত স্বীয় প্রভাবে দিবা-রাত্রি আকাশ মণ্ডলে গমনাগমনকারী। আদিত্য পৃথিবীর রস গ্রহণ করিয়া বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করেন, তাহাতে নদী সকল প্রবাহিত হয়। আদিত্য যথার্থ ভাষণ, মধুরাদিঃস সিন্দুনদ্যাদিগতজল চন্দ্রঅগ্নিপ্রভৃতি-রূপ জ্যোতিঃ। সমস্ত পদার্থের সার, অমৃত বেদবিদ্যা। আদিত্যই ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই ত্রিলোকস্বরূপ। আদিত্যই ঠিকার।

সাঁইত্রিশ অম্বাকের অম্ববাদ সমাপ্ত।

মন্ত্রার্থ—(জ্ঞানপ্রতিবন্ধক যে ব্রহ্মহত্যাदि পাপ বিদ্যমান, তাহার নিবৃতিহেতুভূত ত্রিস্বর্ণাঙ্গিনামক মন্ত্রসমূহ উচ্চারিত হইতেছে। ভগ্নধ্যে প্রথম মন্ত্র বলিতেছেন।) ব্রহ্ম অর্থাৎ পরতত্ত্ব আমাকে প্রাপ্ত হউন। পরমানন্দমাধুর্য্যযুক্ত ব্রহ্ম বস্তু আমাকে প্রাপ্ত হউক। মধুর ব্রহ্ম আমাকে প্রাপ্ত হউন, ক্ষুদ্রদেবতাদি নহে। হে ব্রহ্মবিদ্যাসহিত পরমাত্মন! যে সকল দেব-মহত্বাদি তোমার প্রজা আছেন, আমি যেন তাঁহাদের মধ্যে বালকের সদৃশ তোমার করুণাপাত্র হইতে পারি। হে সংসাররূপ দুঃস্বপ্ননাশক পরমেশ্বর। তুমি আমার দুঃসহ সংসারের বিনাশ সাধন কর। হে পরমাত্মন! আমার যে সকল প্রাণবৃত্তি আছে, সেইগুলিকে তোমাতে আমি আহুতি দিই। আমার মনোবাক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ তোমাকর্তৃক নির্মিত বলিয়া

তোমাতে তাহাদিগকে স্থাপন করি। আমার ইন্দ্রিয়সমূহ যেন বিষয়ে নিপতিত না হয়, তোমাতেই একত্র হয়, ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

(উল্লিখিত ত্রিস্পর্শমন্ত্রের মাহাত্ম্য ব্রাহ্মণরূপে প্রদর্শিত।) (কেহ জিজ্ঞাসা না করিলে কিছু বলিবেন না। এই মন্ত্রবাক্যে জান যায়, শিষ্য প্রশ্ন করিলে তবে অগ্নি বিদ্যা দাতব্য। কিন্তু এই ত্রিস্পর্শ বিদ্যা অযাচিত ভাবেই ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে।) এই ত্রিস্পর্শমন্ত্র শিষ্যের প্রার্থনাব্যতিরেকেও ব্রাহ্মণকে উপদেশ প্রদান করিবে। সেই উপদেশ অনুসারে যে ব্রাহ্মণ ত্রিস্পর্শমন্ত্র জপ করেন, তিনি ব্রহ্মহত্যাজনিত মহাপাপ হইতে বিমুক্ত হন। তিনি সোমযাগের ফল প্রাপ্ত হন। তিনি যে পঙ্ক্তিতে উপবেশন পূর্বক ভোজন করেন; তন্মধ্যে সহস্রপর্ষাশ্ত পঙ্ক্তিকে পবিত্র করেন। অতএব প্রণবপ্রতিপাদ্য পরমাত্মাই ত্রিস্পর্শমন্ত্রের দেবতা। আটত্রিশ অনুবাকের মন্ত্রার্থ সমাপ্ত।

উনচত্বারিংশোহনুবাকঃ

মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীনঃ সন্তোষধীঃ।
মধুনক্তমুতোষসী মধুমং পার্থিবং রজঃ। মধুত্বোরন্ত নঃ পিতা॥
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমং অস্ত সূর্যঃ। মাধ্বীগীবো ভবন্ত নঃ॥ যঃ
ইমং ত্রিস্পর্শমযাচিতং ব্রাহ্মণায় দত্তাৎ। ভ্রূণহত্যাং বা এতে শ্রুন্তি। যে
ব্রাহ্মণাঃ ত্রিস্পর্শং পঠন্তি। তে সোমং প্রাপ্নুবন্ত্য। সহস্রাং পংক্তিং পুনন্তি।
ওম্॥ ওম্ ব্রহ্মমেধয়া মধুমেধয়া ব্রহ্মমেব মধুমেধয়া॥ অত্না নো দেব
সবিতঃ প্রজাবৎসাবীঃ সৌভগং। পরা হুঃশ্রুপিয়ং শুব। বিশ্বানি দেব
সবিতহুঁরিতানি পরাস্তব। যন্তদ্রং তন্ন আস্তব॥

চত্বারিংশোহনুবাক

ওঁ ব্রহ্ম মেধবা। মধু মেধবা। ব্রহ্মমেব মধু মেধবা। ব্রহ্মা দেবানাং
পদবীঃ কবীনামৃষির্বিপ্রাণাং মহিষো মুগাণাম্। শ্রোণো গৃধ্রাণাং স্বধিতি
বর্নানাং সোমঃ পবিত্রমত্যোতি রেভন্। হংস শুচিষদ্বসুরন্তরীক্ষসদ্বোতা

অজিজ্ঞা ঋতং বৃহৎ । ঋচে স্বা রুচে স্বা সমিং শ্রবন্তি সরিতো ন ধেনাঃ ।
অমৃতহৃদা মনসা পুয়মানাঃ । দ্ব্যুতস্যা ধারা অভিচাক্ষীমি ॥ হিরণ্ময়ো
বেতসো মধ্য আসাম্ । তস্মিন্ সুপর্ণো মধুকুং কুলায়ী ভজ্ঞমাস্তে মধু
দেবতাভ্যঃ । তস্ম্যাসতে হরয়ঃ সপ্ততীরে স্বধাং ছহানা অমৃতস্য ধারাম্ ।
য ইদং ত্রিসুপর্ণময়াচিতং ব্রাহ্মণায় দদ্যাত্ । বীরহত্যাং বা এতে স্তুস্তি ।
যে ব্রাহ্মণাত্রিসুপর্ণং পঠন্তি । তে সোমং প্রাপ্নুবন্তি । আসহস্রাৎ
পঙক্তিং পুনন্তি । ওম্ ॥

দীপিকা । ব্রাহ্মাধিপতি ব্রাহ্মণাধিপতি ব্রাহ্মণোহধিপতি বেদানামধিপতিঃ ।
বিশেষণ চতুষ্টয়বিশিষ্টো ব্রাহ্মা শিবঃ কল্যাণকারী মে মমাস্ত । হে সদাশিব
ওমোংকার রূপ স্বং প্রসাদাদব্রহ্মাদয়ো মে কল্যাণকারিণঃ সন্ত ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মেতি । ব্রহ্মা মাং মেতু প্রাপ্নোতু জানাতু বা । মী গতিমত্যোঃ
ত্ৰ্যাদিব্যত্যয়েন শপো লুক । এবং মধ্বমৃতং মাং মেতু । পুনঃ প্রার্থনা হে
ব্রহ্ম । সর্বোধনে ন লোপো বার্তিকাত্ (কৌমুদী ৩৬৮) । মে মহমব ব্রহ্ম ।
আদরার্থং পুনরর্থু মেতু মাম্ । যন্তে তব সোম প্রজাবৎ প্রজামহতি সোহতি
অতিমুখোহস্ত কিং বহনা সোহহং শ্রাম । হে হৃঃস্বপ্নহনু হে সোম হরুষ্ণহা
ত্ম । হৃষ্টম্ভং দাহং হস্তিং হরুষ্ণহাত্মসি । হে সোম তব মনঃস্বরূপস্ত যান্
প্রাণান বাগাদীন পশ্যামি তানপি তব স্বরূপে জুহোমি । মনশ্চন্দ্রো মনসি
চ বাগাদয়ো হুয়ন্তে ॥ ত্রিসুপর্ণমিতি । সদ্যোজাতাদয়ঃ পঞ্চ মন্ত্রা ব্রহ্ম সেতু
হৃঃস্বপ্নহনিতি । ত্রিসুপর্ণমপ্রার্থিতমেব ব্রাহ্মণায় দদ্যাত্ পাঠয়েদिति বিধিঃ ।
কিমর্থং দেয়মিতি শকায়াং মহাফলত্বাদিত্যন্তরমাহ ব্রহ্মহত্যাং বা ইতি । সোমং
প্রাপ্নুবন্তি সোমপানফলং প্রাপ্নুবন্তি সোমলোকং বা ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মমেধয়া ব্রহ্মবুদ্ধ্যা মধুবুদ্ধ্যা চ ব্রহ্ম মে মহমব । অদ্যা ন ইতি ব্যাখ্যাতম্ ।
য ইমং ব্রাহ্মণায় দদ্যাত্ স উক্ত ফলং লভত ইতি শেষঃ ॥ ৭ ॥

ব্রহ্ম মেধবা ছান্দসো যা স্থানে বা শবঃ। স এবার্থঃ ॥ ব্রহ্মা দেবানামি-
ত্যাদি ব্যাখ্যাতম্। ৮। ১৭ ॥

উনচত্বারিংশো অনুবাকের মন্ত্যর্থ—(দ্বিতীয়ত্রিংশ মন্ত্র বলিতেছেন।) সকল জগতের কারণ, সর্ববৈদ্যপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মকে মেধা অর্থাৎ গুরুমুখে উপদিষ্ট মহাবাক্যার্থ ধারণশক্তির দ্বারা লাভ কর। মধুর ব্রহ্মকে মেধা-দ্বারা লাভ কর। হে সবিতঃ দেব, এই সময় মৎ সদৃশ বিদ্যাধিগণকে শিষ্য-প্রশিষ্যাদিসমন্বিত আচার্য্যরূপ সৌভাগ্য প্রদান কর। ইহার অর্থ, আমরা যেন উত্তম আচার্য্য হইতে পারি এবং আমরা যেন বহু শিষ্য-প্রশিষ্যাদি প্রাপ্ত হই। তুমি আমাদের হৃৎস্পর্শতুল্য বৈভবজ্ঞান দূরীভূত কর। হে সবিতঃ দেব, তুমি আমাদের জ্ঞান প্রতিবন্ধক সর্বপাপ নষ্ট কর, বায়ু-সমূহ পরব্রহ্ম প্রাপ্তিকামী আমাদের স্ব্থ দান করুন। ইহার কারণ, প্রবল বায়ু স্পর্শে রোগোৎপত্তি হইলে তত্ত্বজ্ঞান বিঘ্নিত হয়। এই জন্ত বায়ুর আত্মকূল্য প্রার্থিত হইতেছে। নদীসমূহ আরোগ্যপ্রদ মধুর জল ক্ষরণ করুন। ত্রীষ্য-বাদি ওষধিসমূহও আমাদের মধুর খাদ্যরূপ হউক। রাজিতে এবং দিবসেও আমার অঙ্গকূল স্ব্থ শাস্তি উৎপন্ন হউক। কোন কালে যেন আমার কোন বিষয় না হয়। পার্থিব ধূলি কণ্টকপাষণাদিরহিত হইয়া আমার স্ব্থ বিধান করুক। আমাদের পিতৃ ভূগ্য ছালোক ও অতিবৃষ্টাদি প্রতিকূলতা রহিত হউক। আত্মপনসাদি বনস্পতিও মধুর ফল দান দ্বারা আমার জীবনহেতু হউক। স্বর্ধ্যও প্রভূত সম্ভাব প্রদান না করিয়া আমাদের আত্মকূল্য করুন। গোলসমূহ আমাদের প্রাণ হেতু মধুর ক্ষীরাদি প্রদান পূর্বক আমাদের প্রাণ রক্ষা করুক ॥ ১ ॥

(এই ত্রিংশ মন্ত্রের মহিমা প্রদর্শন করিতেছেন।) যিনি শিশ্তের প্রশ্ন ব্যক্তিরেকে ব্রাহ্মণকে উপদেশ প্রদান করেন, তিনি অগ্নহত্যাঘনিত মহাপাপ হইতে বিমুক্ত হন। যে ব্রাহ্মণগণ ত্রিংশ মন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহারা সোম যাগের ফল প্রাপ্ত হন। তাঁহারা সহস্র পঙ্ক্তি পর্য্যন্ত পবিত্র করেন। অতএব

প্রণবপ্রতিপাদ্য পরমাচ্ছাই ত্রিশূর্ণ মস্ত্রের দেবতা ॥ ২ ॥

উনচন্দ্রারিংশোহুবাকের মন্ত্রার্থ সমাপ্ত ।

চন্দ্রারিংশ অনুবাকের মন্ত্রার্থ—(তৃতীয় ত্রিশূর্ণ মন্ত্র বলিতেছেন ।) মেধ অর্থে যজ্ঞ, যথা অশ্বমেধ । যজ্ঞদানাদি দ্বারা বিবিদিষা বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উৎপন্ন হয় । এই জ্ঞান ব্রহ্ম মেধবা নামে কথিত । সেই মেধবা মধুর । মেধবা ব্রহ্ম মাধুরী । পরমেশ্বর দেবগণের মধ্যে চতুর্মুখ ব্রহ্মরূপে নিয়ামক ভাবে অবস্থান করিতেছেন । তিনি কবিগণের মধ্যে শব্দসামর্থ্যাভিজ্ঞ ব্যাস বায়্যাক্যাদিরূপে অবস্থান করিতেছেন । তিনি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে গোত্র-প্রবর্তক বশিষ্ঠাদি ঋষিরূপে বিদ্যমান । তিনি চতুষ্পদজন্তুগণের মধ্যে অধিকশক্তিযুক্ত যমবাহন মহিষরূপ ধারণ করিয়াছিলেন । তিনি গৃহাদি পক্ষিগণের মধ্যে বলবান শ্রোনপক্ষী হইয়াছিলেন । বৃক্ষসমূহের ছেদনার্থ তিনি কুঠার রূপধারণ করিয়াছিলেন । এবং সৌমরূপে মন্ত্রশব্দযুক্ত হইয়া পবিত্র গঙ্গাদি জলকেও অতিক্রম করিয়াছেন ।

(যে পুরুষ বিবেক বলে মায়াকে পরিত্যাগ করেন, তাঁহার নিকট সমস্ত জগৎ ব্রহ্মরূপে অবভাসমান হয় ।)

সূর্য্য বিমুগ্ধ জ্যোতির্ময় মণ্ডলে অবস্থান করেন, তিনি আবার সূর্য্যোদ্ভা হিরণ্যগর্ভরূপে জগতের নিবাসহেতু বলিয়া বহু বায়ুরূপে অন্তরিকে অবস্থিত হন । তিনি হোমনিষাদক আহবনীয়াদি অগ্নিরূপে সোমযাগাদির অক্লুত বেদিতে অবস্থান করেন । অমাবস্তাদি তিথিবিশেষকে অপেক্ষা না করিয়া তিনি ভোজনের প্রার্থনার জন্য সেই স্থানে গমন করত বৈদেশিক অতিথিরূপে পরকীয় গৃহে অবস্থান করিতেছেন । মনুষ্যগণের মধ্যে তিনি কর্মাধিকারী জীবরূপে দৃষ্ট হন । তীর্থাদিশ্রেষ্ঠস্থানে তাঁহাকে পূজা ব্যক্তিরূপে দেখা যায় ।

সত্য বৈদিক কর্মে ফলরূপে প্রকাশিত । আকাশে নক্ষত্রাদিরূপে তিনি দৃষ্ট হন । নদী-সমুদ্রাদিতে তিনি শব্দ মকরাধিরূপে জগ্নগ্রহণ করেন । তিনি গোসমূহ হইতে হৃদ্যাদিরূপে উৎপন্ন হন । তিনি সত্য বচন হইতে কীর্ত্তিরূপে জগ্নগ্রহণ করেন ।

তিনি পর্বতসমূহে বৃক্ষাদিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। হংস হইতে আরম্ভ করিয়া অত্রিঙ্গা পর্যন্ত সমস্ত জগৎ সত্য ব্রহ্ম। অজ্ঞদৃষ্টিতে জগদরূপে ভাসমান সমস্ত বস্তু জ্ঞানদৃষ্টিতে ব্রহ্মই। ১১।

(ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর দেবতায় স্থপর্ণ বা পক্ষিস্থানীয়, কিংবা বিষ্ণু, তৈজস ও প্রাজ্ঞ পক্ষিস্থানীয় অথবা বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর এই তিনটি পক্ষিস্থানীয়। ষাঁহা হইতে ইঁহারা উৎপন্ন, তাহা ত্রিস্তপর্ণ। সেই বস্তু সমস্ত দেবতা ও মহাবিগণের স্বরূপ। তিনিই পরমাত্মা। এই উপনিষদে তাঁহার মহিমা কীৰ্ত্তিত বলিয়া ইহাকেও ত্রিস্তপর্ণ বলা হয়।) হে ভগবান্, ঋগ্বেদরূপ তোমার উদ্দেশে এই সমিধ্ নিষ্কিপ্ত হইতেছে, এবং বেদজ্ঞানলাভার্থ তোমার উদ্দেশে অগ্নিতে সমিধ্ প্রদান করিলাম। প্রবহনশীল নদীসমূহের স্রোত দেবভোজ্য পবিত্র স্তুতধারাসমূহ হৃদয়কোশবর্তী মনষারা তোমার উদ্দেশে ক্ষরিত হইতেছে। অপিচ আমি সেই স্তুতধারা সমস্ত দেবতাকে প্রদান করি। ১২।

পূর্বোক্ত আভ্যাসারার মধ্যভাগে আহবনীয় অগ্নিতে জ্যোতির্ময় বহুব্রহ্মসম্বিত স্বর্গাদিস্থপ্রদ, সকলপ্রাণীর আশ্রয়ভূত ত্রিস্তপর্ণ অর্থাৎ পরমাত্মা বিরাজমান। সেই ত্রিস্তপর্ণরূপ পরমেশ্বরের চারিদিকে পাপনাশক তন্তু দেবতার উদ্দেশে হব্যজ্রব্যসমূহপ্রদানকারী সপ্তঋষি উপবেশন করিয়া আছেন। অর্থাৎ ভগবান্ ঋষিমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত। ১৩।

(এই ত্রিস্তপর্ণ মন্ত্রের মহিমা প্রদর্শন করিতেছেন।) এখানে বীর শব্দের অর্থ বেদশাস্ত্রাভিজ্ঞ এবং বেদপ্রতিপাদ্য অর্থের অমুচ্ছাভা ব্রাহ্মণ অথবা অভিবিক্ত রাজা।

যিনি শিষ্যপ্রব্রূত ত্রাহ্মণকে উপদেশ প্রদান করেন, তিনি ক্রণহত্যাজনিত মহাপাপ হইতে বিমুক্ত হন। যে ব্রাহ্মণগণ ত্রিস্তপর্ণমন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহারা সোমযাগের ফল প্রাপ্ত হন। তাঁহারা সহস্রপর্যন্ত পণ্ডিত্যবান হন। অতএব প্রণবপ্রতিপাদ্য পরমাত্মাই ত্রিস্তপর্ণমন্ত্রের দেবতা। ১৪।

চত্বারিংশোহৃদ্বাক্যের মন্ত্যর্থ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশোহমুবাকঃ

মেধা দেবী জুষমাণা ন আগাদ্বিশাচী ভদ্রা স্তম্নশ্রুমানা ।

ত্বয়া জুষ্টী জুষমাণা দুরক্তান্ বৃহদ্রদেম বিদথে স্তবীরাঃ ॥ ১ ॥

ত্বয়া জুষ্ট ঋষির্ভবতি দেবি ত্বয়া ব্রহ্মাগতশ্রীরত ত্বয়া ।

ত্বয়া জুষ্টশিচত্রং বিন্দতে বসু সা নো জুষস্ব অবিণেন মেধে ॥ ২ ॥

দীপিকা। মেধামব্রাহ্মাহ মেধেতি। মেধা ধারণাশক্তির্জুষমাণা সেবমানা নোহিমানাগাদাগতা বিশাচী বিশ্বমুক্তি বিশ্ববিষয়া ভদ্রা কল্যাণকারিণী স্তম্নশ্রুমানা স্তম্ননাঃ প্রসন্ন ভবন্তী দেবতাভ্যাং। ত্বয়া জুষ্টাঃ সেবিতা বয়ং বৃহদ্রসতং বচো বদেম। দুরক্তান্ দুষ্টবচসো জুষমানাঃ প্রীগয়ন্ত প্রতিবাদিনঃ স্তৈকর্ষয়ন্ত ইত্যর্থঃ। বিদথে বেদনে জানে স্তবীরাঃ স্ততরাং ত্বয়াঃ ॥ ১ ॥

অয়েতি। ত্বয়া সেবিতো জনো মেধাবান্ ঋষির্ভবন্ত ভবেৎ। ঋং দেবী দ্যোতমানাত্বয়া জুষ্টো ব্রহ্ম ভবেৎ। গতশ্রীঃ প্রাপ্তশ্রীকৃতাপি ত্বয়া জুষ্টাঃ। ত্বয়া জুষ্টাঃ সেবিতশিচত্রং বিচিত্রং বসু ত্বয়াং বিন্দতে লভতে সা ঋং নোহিমান্ জুষস্ব অবিণেন ত্রব্যেণ প্রীগয় হে মেধে ॥ ২ ॥

একচত্বারিংশোহমুবাকের মন্ত্যর্থ—[ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক যে সকল মহাপাতক আছে, তাহাদের নিবৃত্তির নিমিত্ত তিনটি ত্রিস্পর্গ মন্ত্র জপ করিতে হইবে। পাঁচটি মহাপাতকের মধ্যে ব্রাহ্মণবধই ব্রহ্মহত্যা প্রবল মহাপাতক, তাহা অপেক্ষা জ্ঞান হত্যা অধিক পাপ। তদপেক্ষা বীর হনন অধিক পাপ। যাবজ্জীবন ত্রিস্পর্গ মন্ত্র জপ, এইসব মহাপাতকের যখন নিবর্তক, তখন সুরাপানাদির বিনাশক হইবে ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে। এইরূপে প্রতিবন্ধ নিবৃত্তির উপায় বলিয়া জীবাত্মার জন্মের সহিত অভেদজ্ঞান সূক্তির একমাত্র উপায়, সেই জ্ঞান নিরন্তরভাবে সাধন করিতে হইলে মেধার প্রয়োজন। উক্ত মেধাভিমানিনী দেবতাকে প্রার্থনা করিতে প্রথম মন্ত্র বলিতেছেন—] সর্বাবগাহনসমর্থা, কল্যাণী, শোভনমনের অভিলাষিণী মেধাদেবী প্রীতা হইয়া

আমাদের নিকট আগমন করুন। হে দেবি! আমরা তোমাকর্তৃক অন্তর্গৃহীত হইয়া বেদবাহু শব্দসমূহকে দ্রবীভূত করত উৎকৃষ্ট পুত শিষ্টাদিরূপে যজ্ঞাঙ্কটানের পর শুদ্ধচিত্ত হইয়া পরব্রহ্ম বলিব। ১ ॥

দ্বিতীয় মন্ত্র বলিতেছেন—হে মেধে, তুমি যাহার প্রতি অন্তর্গ্রহ প্রকাশ কর, তিনি অতীন্দ্রিয়দর্শী হন। তিনি হিরণ্যগর্ভ হন ও সম্পৎ প্রাপ্ত হন এবং গো, অশ্ব, স্বর্ণ, ধাত্তাদিরূপ ধন লাভ করেন। হে মেধে, তাদৃশ তুমি ধনাধিপতির জ্ঞান আমাদের প্রতি অন্তর্গ্রহ প্রকাশ কর। যেমন ধনীর অন্তর্গ্রহে দরিদ্র কৃতার্থ হয়, সেইরূপ আমি যেন তোমার অন্তর্গ্রহ লাভ করিয়া কৃতার্থ হই। ২ ॥

একচত্বারিংশোহম্বুবাকের মন্ত্যর্থ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশোহম্বুবাকঃ

মেধাং ম ইন্দ্রো দদাতু মেধাং দেবী সরস্বতী ।

মেধাং মে অশ্বিনাবুভাবাধস্তাং পুঙ্কর প্রজো ॥ ১ ॥

অঙ্গরাস্ত চ যা মেধা গঙ্কবেষু চ যশ্ননঃ ।

দৈবী মেধা সরস্বতী সা মাং মেধা সুরভিজুর্ষতাম্ ॥ ২ ॥

ত্রিচত্বারিংশোহম্বুবাকঃ

আ মাং মেধা সুরভির্বিশ্বরূপা হিরণ্যবর্ণা জগতী জগম্যা ।

উর্জস্বতী পয়সা পিশ্যমানা সা মাং মেধা সুপ্রতীকা জুযতাম্ ॥ ১ ॥

দীপিকা। পুঙ্করপ্রজো কমলমালিনো ॥ ১ ॥ অঙ্গরাস্ত অঙ্গরশব্দ আকারা-
স্তোহপ্যন্তি। মনঃ কল্পনাশক্তিঃ। দৈবী দেবসম্বন্ধিনী। মহত্তজা মহত্ত লব্ধকিনী।
(ধিনী) সুরভিঃ কামধেজুর্জুর্ষতাং সেবতাম্ ॥ ২ ॥ আ মামিতি। মেধাঃ মামাজগন্না
আজগম্যাৎ। যথা। “আ মা বাজস্ত প্রসবো জগম্যাদেমেধ্যাবাপুষিবী বিশ্বরূপে”
(বাজসনেয়ী উপনিষৎ ৯, ১৯)। জগতী বিশ্বব্যাপিনী। উর্জস্বতী দীপিত-
মতী। পয়সা কীরেণ পিশ্যমানা পীনতামাপদ্যমানা। বুদ্ধিঃ কীরেণ বর্ষতে।

স্বপ্রতীক্য শোভনাকী। স্বপ্রতীকঃ শোভনাংগে ভবেদীশানদিগ্নজ “ইতি বিশ্বঃ
(মেদিনী কোষ চ) জুযতাং সেবতাম্ ॥ ১ ॥

ত্রিচছারিংগশোহমুবাকের মন্ত্রার্থ—(মেধাপ্রদ ইন্দ্রাদিকে প্রার্থনা করার
অন্ত অন্ত মন্ত্র বলিতেছেন।) ইন্দ্র, সরস্বতীদেবী ও পদ্মমালাশোভিত অশ্বিনী-
কুমারযুগল আমাকে মেধা প্রদান করুন। (মেধাপ্রদ অন্ত মন্ত্র বলিতেছেন।)
অঙ্গরাগণের মধ্যে যে মেধা বিদ্যমান, যাহা গন্ধর্বগণের মধ্যে মেধাস্বক মনঃ
রূপে খ্যাত, যাহা হিরণ্যগর্ভাদি দেবতাতে অবস্থিত, যাহা বেদশাস্ত্ররূপা,
সেই মেধা স্বগন্ধযুক্তা অথবা সর্ববিধ ইষ্টফলপ্রদা হইয়া আমাকে অমৃতগৃহীত
করুন। (১-২)

ত্রিচছারিংগশোহমুবাকের মন্ত্রার্থ—(পুনঃ মেধালাভের নিমিত্ত মন্ত্র
বলিতেছেন।) স্বরভিময়, বহুরূপা, হিরণ্যবর্ণা, জগদাস্ত্রিকা, প্রাপ্তিযোগ্যা,
বলবতী মেধা দুহদান দ্বারা আমাদিগকে প্রীতিযুক্ত করিয়া আমাতে আবির্ভূত
হউক। সেই মেধা স্বরূপে মৎপ্রতি অমৃতগ্রহ প্রকাশ করুন ॥ ১ ॥

চতুঃছারিংগশোহমুবাকঃ

ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময়্যগ্নিস্তেজো দধাতু। ময়ি মেধাং ময়ি
প্রজাং ময়ীন্দ্র ইন্দ্রিয়ং দধাতু। ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময়ি সূর্য্যো
জাজো দধাতু ॥ ১ ॥

মন্ত্রার্থ—[মেধা সম্পাদন হেতু পুনরায় অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্য্যের নিকট
প্রার্থনা করা হইতেছে।] অগ্নি আমার মধ্যে মেধা, সম্ভৃতি ও ব্রহ্মতেজঃ
ক্ষেপণ করুন। তদ্রূপ ইন্দ্র আমাতে মেধা, সম্ভৃতি ও ইন্দ্রিয় বিধান করুন,
এবং সূর্য্য আমার মধ্যে মেধা, সম্ভৃতি ও শত্রুগণের ভীতি সকারকারী
মুখ তেজঃ স্থাপন করুন। ১ ॥

পঞ্চছারিংগশোহমুবাকঃ

অপৈতু মৃত্যুরমৃতং ন জাগধৈবশ্বতো নো অভয়ং কণোতু। পৰ্ণং

বনস্পতেরিবাভি নঃ শীয়তাংরয়িঃ সচতাং নঃ শচীপতিঃ ॥ ১ ॥

মন্ত্ৰার্থ—[এই মন্ত্ৰে পরমাত্মার নিকট হইতে নিজ অভিলষিত ফল প্রার্থনা করিতেছেন—] হে পরমাত্মন! আমাদের যেন স্বত্ব না হয়, মৃত্যু হয়। যম আমাদের নিরাপদ করুন। বৃক্ষাদির শুকপত্রের ন্যায় আমাদের পাপ নাশ হউক। আমরা যেন শচী-পতির উপভোগযোগ্য মহদৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হই ॥ ১ ॥

ষট্চছারিংশোহম্রুবাকঃ

পরং মৃত্যো অল্পপরেহি পস্থাং যন্তে স্ব ইতরো দেবযানাং চক্ষুশ্চতে শৃণতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাংরীরিষো মোত বীরান্ ॥ ১ ॥

মন্ত্ৰার্থ—হে মৃত্যো! দেবযান ও পিতৃযান হইতে অপর যে তোমার স্বকীয় মার্গ আছে, তুমি সেই উৎকৃষ্ট মার্গেই গমন কর; কদাপি দেবযান ও পিতৃযান মার্গে আসিও না। অধিকন্তু আমাদের সম্মানগণকে ও বীরগণকে হিংসা করিও না। আমি তোমাকে দেখিয়া-শুনিয়া বলিতেছি, তুমি কৃপা করিয়া আমার প্রার্থনা সফল কর ॥ ১ ॥

সপ্তচছারিংশোহম্রুবাকঃ

বাতং প্রাণং মনসাধারভামহে প্রজাপতিং যো ভুবনস্য গোপাঃ ॥

স নো মৃত্যোজ্জায়তাং পাতংহসো জ্যোগজীবা জরামশীমহি ॥ ১ ॥

মন্ত্ৰার্থ—আমরা আমাদের অন্তরে প্রাণাপানাদিরূপ ও বাহিরে বায়ুরূপ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের রক্ষক পরমেশ্বরের নিকট আন্তরিক প্রার্থনা করি। তিনি মৃত্যু ও পাপ হইতে আমাদের রক্ষা করুন। আমরা যেন জরাবস্থা পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকি, অর্থাৎ দীর্ঘজীবী হই ॥ ১ ॥

অষ্টচছারিংশোহম্রুবাকঃ

অমৃত্রে ভূয়াদধ যদযমস্য বৃহস্পতে অভিশস্তেরমুখঃ ॥ প্রত্যৌহতা-
মখিনা বৃত্ত্যমস্মাদ্বেবানামগ্রে ভিবজা শচীতিঃ ॥ ১ ॥

মন্তব্য—হে পরমেশ্বর। আমাকে বৃত্তান্তরহীন কর ও অপযশ হইতে রক্ষা কর। আমাকে পারলৌকিক সুখ প্রদান কর। অপিচ, অশ্বিনীকুমারযুগল আমার নিকট হইতে বৃত্তাকে বিভাঙিত করুন। হে অগ্নে। দেবতাগণের বৈদ্যভূত ভোমাকর্তৃক আমি স্বরক্ষিত, তুমি আমাকে ইন্দ্রপত্নীগণের সহিত যোজিত কর। ১ ।

একোনিপঞ্চাশোহঙ্কবাকঃ

হরিং হরন্তুমনুষ্যস্তি দেবা বিশ্বস্যোশানং বৃষভং মতীনাম্ ।

ব্রহ্মসরূপমহু মেদমাগাদয়নং মা বিবধীর্বিক্রমস্ব ॥ ১ ॥

মন্তব্য—ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর শ্রীহরি সর্বপ্রাণীর পুণ্যাপুণ্য ও বুদ্ধির নিয়ন্তা, তাঁহাকে দেবগণ ভূতাবৎ অহুসরণ করেন। হে পরমেশ্বর। সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপ বেদ চতুষ্টয়ের হইতে প্রাপ্ত মোক্ষমার্গ আমার নিকট উন্মুক্ত যাহাতে হয়, তাহার জন্য উদ্যোগী হও, আমাকে বক্ষিত করিও না। ১ ।

পঞ্চাশোহঙ্কবাকঃ

শক্লৈরগ্নিমিদ্ধান উভৌ লোকৌ সনেনমহম্ ।

উভয়োলোকয়োথ ধ্বাতি মৃত্যুং তরাম্যহম্ ॥ ১ ॥

মন্তব্য—হে ভগবন্। সমিধরূপ কার্ত্তের দ্বারা আবহবনীরাদি অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া তোমার অঙ্কগ্রহে আমি যেন ইহলোক ও পরলোক প্রাপ্ত হই। সংকর্ষের ফলে উভয় লোককে লাভ করিয়া আমি যেন বৃত্তাকে অতিক্রম করিতে পারি। ১ ।

একপঞ্চাশোহঙ্কবাকঃ

মা ছিদো মৃত্যো। মা বধীর্মা মে বলংবিবৃহো মা প্রমোষীঃ । প্রজাং মা মে রীরিষ আনুরূপে নৃচক্ষসং বা হবিষা বিধেম ॥ ১ ॥

মন্তব্য—হে বৃত্তো। হে উগ্ররূপ। তুমি আমার সর্ববুদ্ধির বিনাশ সাধন

করিও না, আমার বল অপহরণ করিও না, আমার সংকরীহুঠানে হিংসা করিও না। আমার সন্ততি ও আয়ুষ্কালের ক্ষয় সাধন করিও না। আমি হবিরদ্বারা তোমার সেবা করি, কারণ তুমি আমাদের ঘাবতীয় কার্যাবলীর দ্রষ্টা। ১ ।

দ্বিপঞ্চাশোহমুবাচঃ

মা নো মহাস্তমুত মা নো অর্ভকং মা ন উক্ষন্তমুত মা ন উক্ষিতম্ ॥
মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং প্রিয়া মা নস্তমুবো রুদ্র রীরিষঃ ॥১৮
মন্তার্থ—হে রুদ্র। আমাদের পিতাদিবৃদ্ধগণকে হিংসা করিও না। আমাদের পুত্রপৌত্রাদি শিশুগণকেও হত্যা করিও না। আমাদের শ্বজনক্স তরুণগণকেও বধ করিও না। আমাদের গর্ভস্থ শিশুগণ, মাতাদিবৃদ্ধগণ এবং প্রিয়শরীরের অনিষ্ট করিও না। ১ ।

ত্রিপঞ্চাশোহমুবাচঃ

মা ন স্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি মা নো গৌষু মা নো অশ্বেষু
রীরিষঃ। বীরাস্মা নো রুদ্র ভামিতোহবধীর্হবিদ্বস্তো নমসা বিধেম
তে ॥ ১ ॥

মন্তার্থ—হে রুদ্র, ক্রোধবশে আমাদের পুত্র পৌত্রাদিগকে হিংসা করিও না। আমাদের আয়ু, গাভী ও অশ্বাদি হ্রাস করিও না। আমাদের বীরগণকে বিনাশ করিও না। আমরা অনন্তশরণ হইয়া প্রণামের দ্বারা তোমার সেবা ও পূজাবিধান করি। ১।

চতুষ্পঞ্চাশোহমুবাচঃ

প্রজাপতে ন হৃদেতান্যাত্তো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব।
যৎকামান্তে জুহুমস্তমো অস্ত বয়ংস্তাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ১ ॥

মন্তার্থ—হে পার্বতীপতি। হে রুদ্র। এই জগৎ তোমা হইতে সৃষ্ট।

তুমি ছাড়া অন্য কেহ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্তা নাই। যে বস্তু লাভার্থ্য আমরা হোম করিতেছি, সেই বস্তু সমুদয় ও সমস্ত ঐশ্বর্য যেন প্রাপ্ত হই। ১।

পঞ্চপঞ্চাশোহম্বাকঃ

অস্তিদা বিশম্পতিবৃত্রহা বিমুধো বশী।

বৃষেন্দ্রঃ পুর এতু নঃ অস্তিদা অভয়ঙ্করঃ ॥ ১ ॥

মন্ত্রার্থ—হে ইন্দ্র! আপনি আজিভক্তনের অভয়দ। আমাদের বন্ধার্থে আপনি পূর্বদিকে গমন করুন। আপনি বৃত্রহন্তা, দৈত্যহনন, বশী, বর্ষাকালে জলসেচক, ইহলোক ও পরলোকসুখদ, এবং বিবিধ প্রজার অধিপতি। ১।

ষট্‌পঞ্চাশোহম্বাকঃ

ত্র্যম্বকং যজামহে সৃগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্।

উর্বারকমিব বন্ধনানমৃত্যোমুক্ষীয় মামৃতাং ॥ ১ ॥

মন্ত্রার্থ—হে ভগবন্, পাব'তীব্রভে, আপনি ত্রিনেত্র ও সৃগন্ধিযুক্ত। ভক্তদের আপনি পুষ্টিবর্ধন করেন। আমরা আপনার পূজা করি। ককটীকল পাকিলে যেমন অনায়াসে খসিয়া পড়ে, সেইরূপ আমরা যেন মৃত্যুর পর সহজেই মুক্ত হই, মোক্ষ হইতে যেন বিযুক্ত না হই। ১।

সপ্তপঞ্চাশোহম্বাকঃ

যে তে সহস্রমমৃতাং পাশা মৃত্যো মর্ত্যায় হস্তবে।

তান্ যজ্ঞস্য মায়য়া সর্বানবযজামহে ॥ ১ ॥

মন্ত্রার্থ—হে মৃত্যো! সহস্র ও অমৃতসংখ্যক যে পাশ ধারণ করিয়া তুমি প্রাণীহনন কর, তাহা আমরা সংকর্ষ ও উপাসনাবলে নিবারণ করিব। ১।

অষ্টপঞ্চাশোহম্বাকঃ

মৃত্যবে স্বাহা মৃত্যবে স্বাহা ॥ ১ ॥

মন্ত্রার্থ—উক্ত মন্ত্রমূহ পাপনাশক হোমমন্ত্ররূপে কথিত। যত্না দেবতাকে আহ্বানস্বয়ং দুইবার আহ্বতি দেওয়া হইতেছে।] যত্নার উদ্দেশ্যে প্রথম এই যত্ন স্নেহত হউক। ১।

একোনষষ্টিতমোহম্বুবাকঃ

দেবকৃতসৈনসোহবযজনমসি স্বাহা। মনুযুক্ততসৈনসোহবযজনমসি স্বাহা। পিতৃকৃতসৈনসোহবযজনমসি স্বাহা। আত্মকৃতসৈনসোহবযজনমসি স্বাহা। অগ্নিকৃতসৈনসোহবযজনমসি স্বাহা। অশ্বকৃতসৈনসোহবযজনমসি স্বাহা। যদিবা চ নক্তং চৈনশ্চকুম তস্যাবযজনমসি স্বাহা। যদ্বিদ্ভাংসশ্চাবিদ্ভাংসশ্চৈনশ্চকুম তস্যাবযজনমসি স্বাহা। যচ্চাহমে নো বিদ্ভাংসশ্চাবিদ্ভাংসশ্চৈনশ্চকুম তস্যাবযজনমসি স্বাহা। যৎ স্বপন্তশ্চ জাগ্রতশ্চৈনশ্চকুম তস্যাবযজনমসি স্বাহা। এনস এনসোহবযজনমসি স্বাহা। ১।

দীপিকা। বৈশ্বদেবমন্ত্রনাম দেবকৃতশ্চেতি। অবযজনং যাগ পূর্বকং নিরাকরণম্। যচ্চাহমেনোহকার্ষং যদ্বিদ্ভাংসো বয়ং বাগাদিরূপাশ্চেত্যষ্টম মন্ত্রার্থঃ। সপ্তমে তু বিদ্ভাংসঃ পুত্রাদি সহিতা ইত্যপোনরূপ্যম্। একাদশ মন্ত্রাঃ। পঞ্চমন্ত্রকৃতশ্চেতি মন্ত্রঃ। ১। আত্মনোহকর্তৃত্বসিদ্ধয়ে মন্ত্রমাহ কামোহকার্ষাদিতি। হে কামৈতন্তে তব হবিঃ কামায় স্বাহা। ২। নম্রাস্বযাতার্দো কামাতাবে কথং প্রবৃন্তি তব আহ মন্ত্রাৱিতি। হে মন্ত্রবেতন্তে হবির্মন্তবে স্বাহা। ৩। ১৮।

ষষ্টিতমোহম্বুবাকঃ

যদ্বো দেবাশ্চকুম জিহ্বয়া গুরুমনসো বা প্রযুতী দেবহেড়নম। অরাবা যো নো অভি ছুজুনায়তে তস্মিন্ তদেনো বসবো নিধেভন স্বাহা। ১।

মন্ত্ৰার্থ—হে দেববৃন্দ, হে বহুগণ। আমরা তোমাদিগকে ছেয় কল্পনা করিয়া বাক্য অৰ্থাৎ জিহ্বাধারা যে শুকতর পাপ করিয়াছি, সেই অপরাধ তোমরা নিজগুণে ক্ষমা কর। এই আজ্য নিলোক্ত দেবতার উদ্দেশে স্নহত হউক। যদিও আমি মরণসম্পাদক, দুষ্টকুক্কুরতুল্য অপবিজ্ঞ। হে বায়ো। আপনি কৃপা করিয়া সেই অপবিজ্ঞ পাপ সৰ্ব্ব কখন । ১।

একষষ্টিতমোহনুবাকঃ

কামোহকার্ষীন্নমো নমঃ। কামোহকার্ষীং কামঃ করোতি নাহং করোমি কামঃ কৰ্ত্তা নাহং কৰ্ত্তা কামঃ কারয়িতা নাহং কারয়িতা এষ তে কাম কামায় স্বাহা ॥ ১ ॥

মন্ত্ৰার্থ—বিশ্বের সমস্ত দেবতার উদ্দেশে বারংবার প্রণাম। পূর্বে যে পাপকর্ম সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা কাম দ্বারা নিষ্পন্ন। কামই পাপ করে, আমার দ্বারা হয় নাই। পাপকর্ত্তা হইতেছে কাম, আমি নহি। সমস্ত জগৎ কামের বশীভূত। কামই অসং কর্ম করাইয়া থাকে। আমি করাই না। হে কাম, তোমার দেহ কমনীয়। তুমি এই আজ্য ভাগ গ্রহণ কর। ১।

দ্বিষষ্টিতমোহনুবাকঃ

মম্ব্যরকার্ষীন্নমো নমঃ। মম্ব্যরকার্ষীন্নম্ব্যঃ করোতি নাহং করোমি মম্ব্যঃ কৰ্ত্তা নাহং কৰ্ত্তা মম্ব্যঃ কারয়িতা নাহং কারয়িতা এষ তে মম্ব্যোঃ মম্ব্যবে স্বাহা ॥ ১ ॥

মন্ত্ৰার্থ—দেববৃন্দকে নমস্কার, কোপাভিমানীদেববৃন্দ পাপকর্মের অহুষ্ঠান করিয়াছেন। কোপই এসবের কারণ। আমি নহি। হে কোপাভিমানী-দেবতা, আমার এই আজ্যভাগ স্নহত হউক। ১।

ত্রিষষ্টিতমোহনুবাকঃ

তিলান্ জুহোমি সরসান্ সপিষ্টান্ গন্ধারঃ মম চিত্তে রমন্ত স্বাহা ॥ ১ ॥
গাবো হিরণ্যং ধনমন্নপানং সর্বেষাং শ্রিয়ে স্বাহা ॥ ২ ॥

শ্রিয়ং চ লক্ষ্মীং চ পুষ্টিং চ কীর্ত্তিং চানুগ্যতাম্ । ব্রাহ্মণ্যং বহুপুত্র-
তাম্ । শ্রদ্ধামেধে প্রজাঃ সন্দদাতু স্বাহা ॥ ৩ ॥

মন্ত্রার্থ—[অনন্তর সমস্ত পাপনাশহেতু সর্বোৎকৃষ্ট চতুর্থীশ্রমকরণের
অদৌভূত বিরজাহোমকর্মে প্রযুক্ত মন্ত্রসমূহ কথিত। কারণ তাদৃশ লিঙ্গ
প্রতীত হয়। যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে নিম্পাপ হইতে হইবে। এই
জন্ত শাস্ত্রোক্ত অধিকারী স্বগৃহোক্ত বিধিধারা পঞ্চভূতসংস্কারাদি আত্ম সংক্রান্ত
কর্মের অহুষ্ঠান করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রসমূহ দ্বারা প্রধান আহুতিগুলি প্রদান
করিবেন। পরমাত্মাই সর্বত্র হবিগ্রাহিণী দেবতা। এখন প্রথম মন্ত্র বলা হইতেছে।]
হে পরমাত্মন, অর্থাৎ ব্রহ্মণ! সরস ছাতু প্রভৃতি পিষ্টবস্তুর লেশসহিত
তিলদ্বারা তোমাকে আহুতি দিতেছি। অধিকতর উক্ত মোহের ফলীভূত
অদৌয় পরম পবিত্র গুণবাণি আমার চিত্তে বিরাজ করুক। এই হবিঃ
ভুমি গ্রহণ কর। ১। হে পরমাত্মন! তোমার কৃপায় আমি যেন গো,
স্বর্ণ ও অল্পপানাদি সকল ভোগ্যপদার্থ প্রাপ্ত হই। সেই সঙ্কে যেন
সুলক্ষণা ভার্যা লাভ হয়। তোমার উদ্দেশে এই আহুতি দিলাম। ২।

হে পরমাত্মন, এই আহুতিবলে যেন আমি রাজ্যলক্ষ্মী, মোক্ষলক্ষ্মী,
শরীরপুষ্টি, কীর্ত্তি, দেব, ঋষি ও পিতৃঋণ হইতে মুক্তি, ব্রহ্মণ্য, বহুপুত্রত্ব,
শ্রদ্ধা, মেধা, শক্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করি। ৩।

চতুঃষষ্টিতমোহমুবাচ:

তিলাঃ কৃষ্ণাস্তিলাঃ শ্বেতাস্তিলাঃ সৌম্যা বশামুগাঃ । তিলাঃ পুনস্ত
মে পাপং যৎ কিঞ্চিদ্ হুরিতং ময়ি স্বাহা । (যন্মে মনসা বাচা কর্মণা বা
হৃদ্যতং কৃতম্ । হৃঃস্বপ্নং হৃর্জনসপর্শং তিলাঃ শাস্তিং কুর্বন্ত স্বাহা ।)
চোরস্যান্নং নবশ্রদ্ধং ব্রহ্মহা গুরুতল্লগঃ । গোস্তেয়ং সুরাপানং জ্ঞান
হত্যা তিলা শাস্তিং শময়ন্ত স্বাহা । (গণান্নং গণিকান্নং কুষ্ঠান্নং পতিতান্নং
ভূক্ষণ বৃষলী ভোজনম্ । শ্রদ্ধা প্রজা চ মেধা চ তিলাঃ শাস্তিং কুবন্ত

স্বাহা ।) ত্রীশ্চ লক্ষ্মীশ্চ পুষ্টিশ্চকীর্ত্তিং চানুগ্যতাম্ । ব্রহ্মণ্যং বহুপুত্রিণম্ ।
 ব্রহ্মা ব্রজা চ মেধা চ তিলাঃ শাস্তিং কুবন্ত স্বাহা ॥ ১ ॥

দীপিকা। তিলহোমমন্ত্রানাহ তিলাঃ কৃষ্ণ ইতি। যগ্নইতি। তিলাঃ
 শাস্তিং কুবন্ত হুত্বং শময়ন্তিত্যর্থঃ। চৌরশ্রামমিতি। সর্বত্র পাপং লক্ষ্যতে।
 নবপ্রাক্ষমেকাদশপ্রাক্ষ। তচ্ছময়ন্তশাস্তিং চ কুবন্তিত্যর্থঃ। গণায়মিতি।
 গণাদীনাং লক্ষণানি স্বতাবুক্যানি (মহাসংহিতা ৪.২০৮)। এতদভূক্ত্য যৎপাপং
 তচ্ছময়ন্ত। ব্রহ্মা ব্রজা চ মেধা চ ভবতু। শাস্তিংকুবন্ত। শ্রাদ্ধয়ন্তিলান্তকেতুত্বাদ্
 বহুপুত্রিণম্ কুবন্ত শময়ন্ত পাপম্ ॥ ১

মন্ত্যার্থ—হে পরমাত্মন। আমার যে সকল পাপ আছে, সেই সব তোমার
 আজ্ঞায় কৃষ্ণবর্ণ, খেতবর্ণ, রোগাদিরহিত বশাচ্ছগ তিল সমূহ নষ্ট করিয়া
 আমাকে পবিত্র করুন। সেইহেতু এই হবিঃ প্রদান করিলাম। ১। হে
 পরমাত্মন। আমার এই তিলসমূহ চোরের অন্নগ্রহণ, একোদ্ধিটোদি প্রাক্তোজন,
 গুরুপত্নীগমন, গরুচুরি, মদ্যপান ও জ্ঞান-হত্যা জনিত পাপ তোমার কৃপায় ক্ষম
 করুক। এই জন্ত এই হবিঃ তোমার উদ্দেশে প্রদত্ত। ২। তোমার কৃপায় আমি
 যেন রাজ্যলক্ষ্মী, মোক্ষলক্ষ্মী, শরীরপুষ্টি, কীর্ত্তি, দেব, ঋষি ও পিতৃশ্রদ্ধা হইতে
 মুক্ত হই এবং বহু পুত্রস্ব, ব্রহ্মা, মেধাশক্তি ও সম্ভ্রতি প্রাপ্ত হই। এতদ্ উদ্দেশে
 এই হবিঃ স্নহত হউক। ৩।

[মহান্ ইন্দ্রো বজ্রবাহুঃ ষোড়শী শর্ম যচ্ছতু।

স্বস্তি নো মঘবা করোতু হস্ত পাপ্‌মানং যোহস্মান্‌দেষ্টি ॥ ১ ॥

শরীরং যন্তঃ শমলং কুসীদং তস্মীন্‌সীদতু যোহস্মান্‌দেষ্টি ॥ ২ ॥

বরুণশ্চ স্তম্ভনমসি বরুণস্য স্তম্ভসর্জনমসি।

উম্মুক্তো বরুণস্য পাশঃ ॥ ৩ ॥

ত্রীণি পদা বিচক্রেমে বিষ্ণুর্গোপা অদাত্যঃ। ইতো ধর্মাণি ধারয়ন্ ॥৪॥]

পঞ্চষষ্টি ও ষট্‌ষট্টিতমোহম্বুবাকঃ

প্রাণাপানব্যানোদানসমানা মে শুধ্যস্তাম্ । জ্যোতিরহং বিরজা
বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা ॥

বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রজিহ্বাভ্রাণরেতো বুদ্ধ্যাকৃতি সংকল্পা মে
শুধ্যস্তাং স্বাহা ।

শিরঃপাণিপাদপার্শ্বপৃষ্ঠোরুদরজংঘাশিশ্নোপস্থপায়বো মে
শুধ্যস্তাং স্বাহা ।

হৃদচর্মমাংসরুধিরস্নায়ুমেদোস্থি মজ্জা মে শুধ্যস্তাং স্বাহা ।

শব্দস্পর্শরসরূপগন্ধা মে শুধ্যস্তাং স্বাহা ।

পৃথিব্যাস্তেজোবায়ুরাকাশা মে শুধ্যস্তাং স্বাহা ।

অন্নময় প্রাণময়মনোময়বিজ্ঞানময়মানন্দময়মাত্মা মে শুধ্যস্তাম্ ।

জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা ॥

বিবিট্টে স্বাহা ॥ কষোৎকায় স্বাহা ॥

উত্তিষ্ঠ পুরুষহরিত পিঙ্গল লোহিতাক্ষি দেহি দেহি দদাপয়িতা মে
শুধ্যস্তাম্ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ মনো-
বাকায়কর্মানি মে শুধ্যস্তাং.....স্বাহা । আত্মা মে শুধ্যস্তাং... ..
...স্বাহা । অন্তরাত্মা মে শুধ্যস্তাং স্বাহা । পরমাত্মা মে
শুধ্যস্তাং স্বাহা । কুধে স্বাহা— । কুৎ পিপাসায় স্বাহা ।
ঋগ্বিধানায় স্বাহা ।

অব্যক্তভাবৈরহঙ্কারৈর্জ্যোতিরহং বিরজা স্বাহা ।

কুৎপিপাসামলং জ্যোষ্ঠামলস্বীনাশয়াম্যহম্ ।

অভূতিমসমুদ্ভিং চ সর্বান্নির্গুদ মে পাপ্‌মানং স্বাহা ।

জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা ॥

দীপিকা। মহান্ ইন্দ্রো মহানিন্দ্রঃ। আতোহটি নিতাং (পা ৮.৩.৩) হতি নশ্চ কৃষ্ম। “অত্রাহুনাসিকঃ” (পা ৮.৩.২) ইত্যহুনাসিকঃ। ভোভগো (পানিনী ৮.৩.১৭) ইতি যত্ম। “লোপঃশাকল্লশ্চ” (পানিনী ৮.৩.১৮) ইতি লোপঃ। ষোড়শীগ্রহ স্তদেবতাভ্যাং ষোড়শী। হস্থিতি তং পাপ্‌মানং হস্ত যঃ পাপ্‌মা-
 স্মান্দেষ্টি ॥১॥ শরীরমিতি। শরীরং যজ্ঞোহর্জনভূমিভ্যাং। “অথবা পুরুষো
 বাব যজ্ঞঃ” (ছা ৩.১৬.১) ইতুপাসনাবিষয়ভ্যাং। শমলং পাপং কুসীদং
 বানিজ্যোপার্জনীয়ং ত্রবাম। তস্মিন্ সীদত্ববস্থানং করেমাতু পাপমর্জয়জ্জী-
 বত্ত্বিতার্থঃ ॥১॥ স্বস্তনং বোধনম্। স্বস্তশ্চ বোধশ্চ সর্জনমুৎপাদকম্। উন্মুক্তো
 নিবৃত্তঃ। বরুণশ্চেতাদিঃ পাশাস্তো বরুণদোষনিবৃত্তিকৃশ্চ ॥৩॥

পদা পদানি। বিচক্রেম বিক্রান্তবান্। গোপা ইন্দ্রিয়েশঃ। অদাত্যঃ ক্রেদানহঃ।
 দম দমি ক্রেদে। “অচ্ছেতোহয়মদাহোহয়মক্রেতোহশোষা এব চেতি” শ্বতেঃ (গীতা
 ২.২৪)। ইতেহস্মাৎক্রেদান। ধর্মানি ধর্মবন্নি। অকারো মত্‌ত্‌য়। ধারয়ন সংগৃহ্নন।
 অয়ং বিরজাহোমারস্তে বিষ্ণুস্মরণার্থো মন্ত্রঃ ॥১৪॥ ইদানীং বিরজা হোমমন্ত্রা
 নাই প্রাণেতি। এতে সপ্ত মন্ত্রাঃ ॥১৫-২১॥ ততো বিচিচি স্বাহেতাশ্চানন্তং
 বিধিজ্ঞ স্বাহেতি কেষাক্ষিপাঠঃ। সম্বুদ্ধান্তং দেবতানাম্ ॥২২ খথোক্তায় নান্না
 দ্রাথোক্তায়েতি কেষাক্ষিপাঠঃ ॥২৩॥ হে আহব্রিত পিজল তথা লোহিতাক্ষ।
 দদাপয়িতা দান প্রেরকঃ। তান্দস দ্বিত্বম্। অয়ং বহু প্রার্থনামন্ত্রঃ। এবংবিধঃ
 সন্নৃতিষ্ঠ প্রকটোভব ॥২৪॥২০॥

মন্ত্রার্থ—হে পরমাত্মন! এই আজ্ঞা হবিঃ দ্বারা আমার প্রাণ, অপান,
 ব্যান, উদান ও সমান এই শরীরস্থ পঞ্চবায়ু যেন বিমুক্ত হয়। কারণ আমার
 পাপ ও রজোগুণ ক্ষয় হইলে আমি জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইব।

তোমার কৃপায় আমার বাক, মনঃ, চক্ষু শোত্র, ভ্রাণ ও গুহ্যেন্দ্রিয়, নিশ্চয়া-
 ত্মিকাবুদ্ধিবৃত্তি, অনিশ্চয়বৃত্তিরূপ আকৃতি এবং সদাসদ বিচাররূপ সংকল্প
 যেন শুদ্ধ হয়। তৎ উদ্দেশে এই হবিঃ প্রদান করিলাম।

এই হবিঃ দ্বারা আমার মস্তক, হস্ত, পাদ, পাশ্ব, পৃষ্ঠ, উরু, উদর, জজ্বা, শিন্ধা, উপস্থ, পায়ু যেন শুদ্ধ হয়। এই হেতু এই হবিঃ প্রদত্ত হইল।

আমার অকু, চৰ্ম, মাংস, রক্ত, মেদঃ, মজ্জা, স্নায়ু, অস্থি এই সপ্তধাতু পবিত্রার্থে এই হবিঃ অর্পিত হউক।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি যথাক্রমে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের গুণ। ইহাদের পবিত্রার্থ তোমাকে এই হবিঃ প্রদান করিলাম।

পৃথিবী, জল, তেজঃ, আকাশ আমাকে শুদ্ধ করুন। এই হেতু পবিত্র হবিঃ প্রদত্ত হইতেছে।

আমার পঞ্চকোষ, যেমন, অন্তর্ময়কোষ, প্রাণময়কোষ মনোময়কোষ, বিজ্ঞানময়কোষ ও আনন্দময়কোষ যেন পবিত্র হয়। সেই হেতু এই হবিঃ প্রদান করি।

ব্রহ্ম সর্বব্যাপক। তদুদ্দেশে এই হবিঃ প্রদত্ত হউক।

নাম রূপাত্মক বিশ্বপালক পরমেশ্বরের উদ্দেশে এই হবিঃ স্নহত হউক।

[শুদ্ধিনিমিত্ত সকল কৰ্ম নিষ্পাদক অগ্নিধরূপ পরমাত্মাকে প্রার্থনা করিতেছেন।] হে প্রতিবন্ধহরণকুশল! হে পিদলবর্ণ! হে রক্তনয়ন, পরমাত্মন! তুমি আমাকে পুনঃপুনঃ শুদ্ধিদান কর, তুমি তত্ত্বজ্ঞানপ্রদ হও। আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ শুদ্ধ হউক। সেই হেতু তোমার উদ্দেশে এই হবিঃ স্নহত হউক।

এই হবিঃ স্নহত হইবার ফলে যেন আমার মনঃ, বাক ও কায়ের কৰ্ম সমূহ পবিত্র হয়।

আমার সমস্ত দেহ যেন শুদ্ধ হয় (কারণ আত্মা যে চিরশুদ্ধ)। এই হবিঃ সেই হেতু প্রদত্ত হইল।

আমার অন্তঃকরণ পবিত্র হউক। তদুদ্দেশে এই হবিঃ প্রদত্ত হইল। পরমাত্মা আমাকে পবিত্র করুন।

ক্ষুধার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে এই হবিঃ প্রদত্ত হইল।

ক্ষুধা ও পিপাসার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে এই হবিঃ স্নহত হইক।

ঋষেদেব বিধানকারী পরমাত্মার উদ্দেশে এই হবিঃ স্নহত হউক ।

হে পরমাত্মন । তোমার অনুগ্রহে আমার ক্রুধা ও পিপাসার মল, লক্ষ্মীর জ্যোষ্ঠা অলক্ষ্মী, অসমৃদ্ধি এই সমস্ত বিনাশ হউক । আমি যেন নিম্পাপ ও গৃঢ় অহঙ্কার হইতে মুক্ত হই । তন্নিমিত্ত তোমার উদ্দেশে এই হবিঃ স্নহত হউক ।

সপ্তবষ্টিতমোহনুবাকঃ

অগ্নয়ে স্বাহা । বিশ্বৈভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা । ঋবায় ভূমায় স্বাহা । ঋবক্ষিতয়ে স্বাহা । ভূমায় স্বাহা । অচ্যুতক্ষিতয়ে স্বাহা । অগ্নেয় শ্বিষ্টকৃতে স্বাহা । ধর্মায় স্বাহা । অধর্মায় স্বাহা । অন্ত্যঃ স্বাহা । ওষধি বনস্পতিভ্যঃ স্বাহা । রক্ষোদেবজনেভ্যঃ স্বাহা । গৃহাভ্যঃ স্বাহা । অবসানেভ্যঃ স্বাহা । অবসানপতিভ্যঃ স্বাহা । সর্বভূতেভ্যঃ স্বাহা । কামায় স্বাহা । অন্তরিক্ষায় স্বাহা । যদেজতি জগতি যচ্চ চেষ্টতি নান্নো ভাগোহয়ং নান্নে স্বাহা । পৃথিব্যৈ স্বাহা । অন্তরিক্ষায় স্বাহা । দিবে স্বাহা । সূর্য্যায় স্বাহা । চন্দ্রমসে স্বাহা । নক্ষত্রেভ্যঃ স্বাহা । ইন্দ্রায় স্বাহা । বৃহস্পতয়ে স্বাহা । প্রজাপতয়ে স্বাহা । ব্রহ্মণে স্বাহা । স্বধা পিতৃভ্যঃ স্বাহা । নমো রুদ্রায় পশুপতয়ে স্বাহা । দেবেভ্যঃ স্বাহা । পিতৃভ্যঃ স্বধা অস্ত । ভূতেভ্যো নমঃ । মনুষ্যেভ্যো হস্তা । পরমেষ্ঠিনে স্বাহা ॥ ১ ॥

যে ভূতাঃ প্রচরন্তি দিবানন্তং বাঁলমিচ্ছন্তো বিতুদস্য প্রেস্তাঃ ।

তেভ্যো বলিং পুষ্টিকামো হরামি ময়ি পুষ্টিং পুষ্টিপতির্দধাতু স্বাহা ॥ ২ ॥

দীপিকা । অগ্নয়ে স্বাহেত্যাদয়ঃ ষট্‌ত্রিংশদ্ বলিমন্ত্রাঃ । দ্বিবস্তরিক্ষগ্রহণং প্রমাদশ্চেত পঞ্চত্রিংশদ্ । যদেজতি কল্পতে জগতি লোকে যচ্চ চেষ্টতি চেষ্টতে নান্নো ভাগো যদ্বাৎ প্রব্রাজ্যে মহৎ ভবতু স্বাহা সত্রবাস্তানো ভাগো নান্ন ইত্যর্থঃ । মান্ত ইতি পাঠে স এব ভাগশ্চেতনাংশো মে মম মান্তো মাননীয়ো-
নান্ন ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

মন্ত্রার্থ—(অনন্তর বিশ্বদেবকর্মে বিনিযুক্ত ছয়টি হোমমন্ত্র ব্যাখ্যাত হইতেছে।) অগ্নি, বিশ্বদেব, ধ্রুবভূম, ধ্রুবকৃষ্ণিত, ভূমা, অচ্যুতকৃষ্ণিত ও স্বষ্টিকৃৎ অগ্নি প্রমুখ দেবতার উদ্দেশে অন্নাদি হবিঃ স্নহত হউক।

(অনন্তর বলিহরণকর্মে বিনিযুক্ত মন্ত্রসমূহ ব্যাখ্যাত হইতেছে।) ধর্ম্মাধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে এই হবিঃ স্নহত হউক। অধর্ম্মাধিষ্ঠাত্রীদেবতা, জলাধিষ্ঠাত্রীদেবতা, ওষধিবনস্পত্যধিষ্ঠাত্রীদেবতা, রক্ষঃ ও দেবজনাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কুলদেবতা, গৃহপ্রাস্তদেশবর্তমানা দেবতা, গৃহপ্রাস্তদেশবর্তমানদেবতাস্বামী, পঞ্চমহাভূত অথবা ভূতবিশেষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কামরিপুর অধিষ্ঠাত্রীদেবতা, অন্তরিক্কলোকস্থ-বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে এই হবিঃ স্নহত হউক। বৈদিকশব্দ রাশিবাচক নাম শব্দ দ্বারা তদ্ব্যেত পরমাত্মা লক্ষিত। ব্রহ্মাণ্ডে বায়ুপ্রভৃতি দ্বারা যে বৃক্ষাদি কম্পিত হইতেছে, মল্লধাদি প্রাণী যে গমনাগমনাদি চেষ্টা করে, তৎসমুদায়ই পরমাত্মার অংশভূত। সেই জগৎ-সংহারক পরমাত্মার উদ্দেশে এই বলিহরণরূপ হবিঃ ভূমিতে প্রদত্ত হউক। পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অন্তরিক্করূপা মধ্যলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, দ্যালোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সূর্য্য, চন্দ্রমা ও নক্ষত্রগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, বিরাট, হিরণ্যগর্ভের উদ্দেশে এই হবিঃ স্নহত হউক। অগ্নিষাত্তাদি পিতৃগণের উদ্দেশে স্বধা ও স্বাহা অর্থাৎ এই বলিহরণকর্মযোগ্য অন্নপ্রদত্ত হউক। ব্রহ্মাদি স্বাবরাস্তের অধিপতি কৃত্তের উদ্দেশে এই অন্ন প্রদত্ত হউক। দেবগণ, পিতৃগণ, ভূতগণ ও মনুষ্যগণের উদ্দেশে এই হবিঃ যথাক্রমে স্বাহা, স্বধা, নমঃ ও হস্তকার। প্রজাপতি ও চতুমুখ ব্রহ্মার উদ্দেশে প্রদত্ত এই হবিঃ স্নহত হউক। [যেখানে এক দেবতা দুইবার উক্ত হইয়াছে, সেখানে তাঁহাকে আর একটি ভাগ দিতে হইবে।]

পানিপীড়ক কালাগ্নিকৃত্তের ভূত্য যে ভূতসমূহ বলিভিলাষী হইয়া দিবারাত্রি বিচরণ করে তাহাদের উদ্দেশে এই অন্ন নিবেদিত হইল। ইহার ফলস্বরূপ পুষ্টিপতি আমার পুষ্টি বিধান করুন। সপ্তষষ্টিতমোহন্বাকের মন্ত্রার্থ সমাপ্ত।

[সজোষা ইন্দ্রে সগণো মরুস্তিঃ সোমং পিব বৃত্রহ্ণুর বিদ্বান্ ।
 জহি শত্রুন্ রপমুধো নুদস্বাথাভয়ং কুণুহি বিশ্বতো নঃ ॥ ১ ॥
 ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রং হবে হবে শ্বহবং শূরমিন্দ্রম্ ।
 হ্রয়ামি শক্রং পুরুহিতমিন্দ্রং স্বস্তি নো মঘবা ধাবিন্দ্রঃ ॥ ২ ॥
 যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি ।
 মঘবঙ্কি তব তন্ন উতিভির্বিদ্বিষো বিমুধী জহি ॥ ৩ ॥
 স্বস্তিদা বিশাম্পতির্ব্রহ্মা বিমুধো বশী ।
 বৃষেন্দ্রঃ পুর এতু ন সোমপা অভয়ংকর ॥ ৪ ॥
 উধ্ব উষু ৭ উতয়ে তিষ্ঠা দেবী ন সনিতা ।
 উধ্বো বাজস্য সনিতা যদজ্জিভির্বাঘস্তির্বিহ্রয়া মহে ॥ ৫ ॥
 তরণির্বিশ্বদর্শনী জ্যোতিষ্কদসি সূর্য্য । বিশ্বমভাসি রোচনম্ ॥ ৬ ॥
 উপয়াম গৃহীতোসি সূর্য্যায় ত্বা ভ্রাজস্বত এষ তে যোনি সূর্য্যায় ত্বা
 ভ্রাজস্বতে ॥ ৭ ॥
 বিষ্ণুমুখা বৈ দেবাস্ছন্দোভিরিমাংল্লোকান্ নপজয়ামভ্যজয়ন্ ॥ ৮ ॥]
 স্ত্রী মে ভজত । অলক্ষী মে নশ্যত ॥ ৯ ॥

[দীপিকা । পুনর্বলিমন্ত্রানাহ যে ভূতা ইতি । বিতুদশ্র ব্যথকশ্র প্রেষ্ঠাঃ
 প্রিয়তমাঃ ॥ ১ ॥ ইন্দ্রপ্রকাশকমন্ত্রানাহ সজোষা ইতি । স স্ত্রীতিঃ । হে ইন্দ্র সগণো
 গণসহিতো মরুস্তিঃ সপ্ত সপ্তকৈঃ সহিতঃ সোমং যাজ্ঞিকৈর্দত্তং পিব । হে বৃত্রহন্
 হে শূর বিদ্বান্ বেতাপমুধো হর্জনান্নুদস্ব । কুণুহি কুক । “উতশ্র প্রত্যয়াদিভ্য
 ছন্দসি বেতি বক্তব্যং” (মহাভাষ্য ৬,৪,১০৬) ইতি হেয়ঙ্গুক ॥২॥ ত্রাতার-
 মবিতারমিতি স্বতার্থান্ন পৌনরুক্ত্যমদৃষ্টার্থাচ্চ মন্ত্রাণামত এবেন্দ্র শব্দস্ত
 পঞ্চকৃত্যঃ প্রয়োগঃ । অথববিতারং তর্পকম্ । হবে হবে যাগে যাগে । হ্রয়ামিতি
 প্রার্থনার্থং লেট্ । শক্রং পুরুহন্তং মহন্তিরাহতম্ । স্বস্তি কল্যাণমাধাদ্ধাতু ।

স্ব্যুতয়েন লুক্ ॥৫॥ ভয়ামহে বিভীষঃ। হে মঘবহুশ্চি শতান্ কুক্ তব
তওজোভিনোহস্মান্ শশ্চি। বিধিবো ধিবো দ্বেষ্টন্ বিষধো দৃষ্টান জহিনাশয়।
ঔ ন ইতি পাঠে ঔং কৰ্তা ॥৪॥

স্বস্তিদাঃ কল্যাণপ্রদঃ। বিড়্ বিশাং মনুষ্যাণাং পতিঃ। বৃহহা বৃজাণি পাপানিহন্তি।
বিষধো বশী চষ্টবশ কৰ্তা। বুবা বৃষ্টিকৰ্তা। পুরোহিত এতরাগচ্ছতু নোহস্মাকম্ ॥৫॥
উধ্ব' ইতি। উ ওঞ। “ইকঃ স্বঞীতি” দীর্ঘঃ (পা ৬.৩.১৩৪)। “যু স্বঞ”
ইতি ষষ্ম (পানিনী ৮.২.১০৭) গো নঃ। নশ্চ ধাতুস্বাক্ষুভ্য ইতি ণষ্ম
(পানিনী ৮.৪.২৭) উতয়ে। উভিযুতিজুতিস্মাতি হেতিকৌর্ডযশ্চ ইতি
বেঞঃস্তিনিকৃপম্ (পানিনী ৩.৩.৯৭) তিষ্ঠা ষ্যচোহতস্তিত্ ইতিদীর্ঘঃ (পানিনী
৬.৩.১৩৫)। উতয়ে সমৃদ্ধা উধ্ব'স্তিষ্ঠ দেবো ন দেব ইব সনিতাদাতা।
বাজস্রাশ্চ সনিতাদাতাসন্ সন্মুখউধ্ব'স্তিষ্ঠ। যদজ্জিভির্বিদ্বাভির্বাঘস্তিঃ শকৈর্বিহ্ময়া-
মহ আবাহয়াম ॥৬॥ স্বর্ঘমন্ত্রঃ তরণিবিতি। তরণিস্তারকো বিশ্বদর্শতো জগদ্র্দর্শকো
জ্যোতিষ্কং প্রকাশ কৃদসি ভবসি সূর্য হে ॥ বিশ্বং সর্বমাত্মাসি প্রকাশয়সি
যোচনং দীপ্তিমং। গায়ত্রী ছন্দঃ ॥৭॥

উপয়ামেতি সোমমন্ত্রঃ। উপয়ামোপগচ্ছাম গৃহীতোহসি সোম। সূর্যায় ঔ
ঔং গৃহ্যামি ভাজস্বত এষ ত যোনিরিতি পাঠ এষ স্বর্ঘস্তে তব যোনিরুৎ-
পত্তিস্থানম্। পুনঃ সূর্যায় ঔতাপসংহারঃ ॥৮॥ বিষ্ণুমুখা বিষ্ণুমুখ্যাঃ। “বিষ্ণুর্বৈ-
দেবানাং পরমোহগ্নিরবম” ইতি চ শ্রুতে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১.১.১) ॥৯॥

শ্রী মে ভজতীতি। লক্ষ্মীর্ঘং ভজত্বিতার্থ। অলক্ষ্ম মে নশ্রুতেতি। অলক্ষ্মী য়ে নশ্রু-
ত্বিতার্থঃ। শ্রীলক্ষ্মীশব্দয়োঃ সর্বতোহক্তিপ্রার্থাদিতোকে ইতি ভীষু (কৌমুদী ৫০৩)।
“হলুঙ্যাবিতি” স্থলোপঃ (পানিনী ৬.১.৬৮)। ভজত নশ্রুতেতি বর্নব্যত্যয়ঃ ॥১০॥]

অষ্টমষ্টিতমোহনুবাকঃ

ওৎ তদব্রহ্ম। ওৎ তদ্বায়ু। ওৎ তদান্মা। ওৎ তৎসত্যম্।

ওৎ তৎসর্বম্। ওৎ তৎপুরোর্নমঃ ॥ ১

ওঁ অন্তশ্চরতি ভূতেষু গুহায়াং বিশ্বমূর্তিষু ॥ ২

ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বশট্কারস্ত্ববমিন্দ্রস্ত্বং রুদ্রস্ত্বং

বিষ্ণুস্ত্বং ব্রহ্ম ত্বং প্রজাপতিঃ ॥ ৩

ত্বং তদাপ আপো জ্যোতী রসোহমৃতং

ব্রহ্ম ভূভুবঃ স্তবরোম্ ॥ ৪

মন্ত্ৰার্থ—বেদান্তবেদ্য বস্ত্র অবাধিত ও স্তবহং; উহাই জীব, উহাই সব, উহাই বিশ্ব, তাহা সমস্ত বিস্তীর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের কারণ, তৎ-নিমিত্ত নমস্কার। এবম্বিধ ব্রহ্ম বহুবিধ শরীরে, প্রাণিবর্গে, অন্তর্হৃদয়গুণরীকে বিচরণ করেন। [সেইরূপ পরোক্ষভাবে ব্রহ্মের সর্বাঙ্গকল্প প্রতিপাদিত। এখন অপরোক্ষভাবে বলা হইতেছে] হে বিশ্বপতি! তুমি যজ্ঞস্বরূপ, তুমি বশট্কার অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশে অন্নদায়ক শব্দস্বরূপ। তদ্ব্যতীত তুমি স্নাহা, স্বধা, নমঃ ও হস্তকার স্বরূপ। তুমিই ইন্দ্র, রুদ্র, বিষ্ণু ও ব্রহ্মস্বরূপ। তুমি বিরাট, তুমি, ব্রহ্মাণ্ড, তুমি নগ্নাদিগত ও নন্দাগত বারি, তুমি সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ, তুমি মধুঃ আদি রস, তুমি অমৃত। তুমি বেদসমূহ। তুমি ত্রৈলোক্য। তুমিই ঔকার অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম।

একোনসপ্ততিতমোহম্বুবাক

শ্রদ্ধায়াং প্রাণে নিবিষ্টোহমৃতং জুহোমি।

শ্রদ্ধায়ামপানে নিবিষ্টোহমৃতং জুহোমি।

শ্রদ্ধায়াং ব্যানে নিবিষ্টোহমৃতং জুহোমি।

শ্রদ্ধায়ামুদানে নিবিষ্টোহমৃতং জুহোমি।

শ্রদ্ধায়াং সমানে নিবিষ্টোহমৃতং জুহোমি।

ব্রহ্মাণি ম আত্মহমৃতত্বায় ॥ ১

অমৃতোপস্তরগমসি। ২ শ্রদ্ধায়াং প্রাণে নিবিষ্টোহমৃতং জুহোমি।

শিবো মা বিশাপ্রদাহায় । প্রাণায় স্বাহা । শ্রদ্ধায়ামপানে নিবিষ্টোহ্মতং
জুহোমি । শিবো মা বিশাপ্রদাহায় । অপানায় স্বাহা । শ্রদ্ধায়াং
ব্যান্বে নিবিষ্টোহ্মতং জুহোমি । শিবো মা বিশাপ্রদাহায় । ব্যানায়
স্বাহা । শ্রদ্ধায়ামুদানে নিবিষ্টোহ্মতং জুহোমি । শিবো মা বিশাপ্রদা-
হায় । উদানায় স্বাহা । শ্রদ্ধায়াং সমানে নিবিষ্টোহ্মতং জুহোমি ।
শিবো মা বিশাপ্রদাহায় । সমানায় স্বাহা । ব্রহ্মণি মা আত্মাহ্মতং জুহোমি । ৩
অমৃতাপিধানমসি । ৪

মন্তব্য—বৈদিককর্মে বিশ্বাস হৃদয় হওয়ার দেহগত পাঁচটি বায়ুর মধ্যে
সর্বপ্রথম প্রাণ নামক বায়ুতে আত্মাদযুক্ত হইয়া আমি অমৃতোপম হবিঃ
প্রদান করিতেছি, এইরূপে অপান, ব্যান, উদান, ও সমানবায়ুর সম্বন্ধে
আহুতি দিতে হয়। এবং প্রার্থনীয় যে এইপক্ষ আহুতির ফলে আমার
জীবাত্মা মোক্ষহেতু পরমাত্মাতে একীভূত হউক। ১ [অনন্তর ভোজনমন্ত্র
বলিতেছেন।] হে অবিনাশী বারি ; তুমি প্রাণ দেবতার উপস্বরণ
অর্থাৎ আচ্ছাদক হও। যেমন কোন পুরুষ মঞ্চোপরি বস্তু আচ্ছাদিত
হইয়া শয়ান করে তদ্রূপ তুমি (জল) প্রাণদেবতার আচ্ছাদক হও। ২ [প্রাণা-
হুতিসমূহে বিকল্পিত অত্যাগ্ন মন্ত্র বলিতেছেন]—হে যজ্ঞ সামগ্রি । তুমি
শাস্ত হইয়া ক্ষুধাজনিত পীড়া শাস্তিহেতু আমাতে প্রবিষ্ট হও এবং আহুতি
সমূহ গ্রহণ কর। ৩ [ভোজনান্তে গণ্ডুখ মন্ত্র] হে অমৃততুল্য জল ! তুমি
বিনাশহীন হইয়া আমাকে আচ্ছাদিত কর ৪

সপ্ততিতমোহ্মুবাচঃ

শ্রদ্ধায়াং প্রাণে নিবিষ্টামৃতং হৃতম্ । প্রাণমগ্নেনাপ্যায়স্ব ॥
শ্রদ্ধায়ামপানে নিবিষ্টামৃতং হৃতম্ । অপানমগ্নেনাপ্যায়স্ব ॥
শ্রদ্ধায়াং ব্যানে নিবিষ্টামৃতং হৃতম্ । ব্যানমগ্নেনাপ্যায়স্ব ॥

শ্রদ্ধায়ামুদানে নিবিষ্টায়ুতং হৃতম । উদানমন্নোপ্যায়স্ব ॥

শ্রদ্ধায়াং সমানে নিবিষ্টায়ুতং হৃতম । সমানমন্নোপ্যায়স্ব ॥

ব্রহ্মণি ম আত্মহৃতত্বায় ॥ ১ ॥

প্রাণানাং গ্রন্থিরসি কল্লোমবিশাস্তকস্তেনান্নোপ্যায়স্ব ॥ ২ ॥

দীপিকা। শ্রদ্ধায়ামিত্যদয় শিব প্রার্থনা মন্ত্রাঃ। অপানে নিবিষ্টে-
তাদাবপি শ্রদ্ধায়ামিতি যোজ্যম্। শ্রদ্ধায়াং সত্যামিত্যর্থঃ। ১ কল্ল ওমাবি-
শাস্তকম্ ॥ ২

মন্ত্রার্থ—[ভুক্ত অন্নের অভিমন্ত্রণে মন্ত্র কথিত হইতেছে।] আমি শ্রদ্ধা-
পূরঃসর প্রাণবায়ুতে সন্নিবিষ্ট হইয়া অর্থাৎ তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবনতঃ অমৃত-
স্বরূপ এই হবিঃ আহুতি দিতেছি। হে প্রাণাভিমানিনি দেবি! আমি
যে অন্ন মুখে গ্রহণ করিয়াছি তাহা দ্বারা যেন সদা সঞ্চরণশীল পঞ্চপ্রাণ
বর্দ্ধিত হয়।

একসপ্ততিতমোহম্বুবাকঃ

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো অঙ্গুষ্ঠং চ সমাশ্রিতঃ ।

ঈশঃ সর্বশ্র জগতঃ প্রভুঃ প্রীণাতি বিশ্বভূক্ ॥ ১ ॥

দীপিকা। অঙ্গুষ্ঠকালনমন্ত্রোহঙ্গুষ্ঠমাত্র ইতি। পুরুষো অঙ্গুষ্ঠং চেতি
“প্রকৃত্যাস্তঃপাদমবাপন্ন” ইতি প্রকৃতি ভাবঃ (পাণিনী ৬. ১. ১১৫) পাদাদ্যাস্তরো-
রপি কৃতঃ। অঙ্গুষ্ঠমাত্র ইতি মন্ত্রেণাঙ্গুষ্ঠে জলাবসেচনম্ ॥ ১ ॥

মন্ত্রার্থ—[ক্ষুধাদির কারণে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে তাহার শাস্তিহেতু ভোক্তা জীবের
পরমেশ্বরের অহুসদ্ধানরূপ মন্ত্র প্রদর্শিত।] হৃদয়াকাশ অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ, সেখানের
বুদ্ধিও সেই পরিমিত। অতএব অঙ্গুষ্ঠ পরিমিতা বুদ্ধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন জীবরূপ
পুরুষও অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ। তিনি জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তির দ্বারা অঙ্গুষ্ঠমাত্র হৃদয়ে
ও আপাদমস্তক সর্বশরীরে ব্যাপ্ত আছেন। তিনি উপাধি সধরুশূন্য হইয়া
সমস্ত জগতের নিরস্তা, সর্বভূক্ ও ঈশ্বর ; তিনিই এই ভুক্তজীব্যে প্রীত হউন।

ত্রিসপ্ততিতমোহনুবাকঃ

বাঙ্‌ম আসন্‌। নসোঃ প্রাণঃ। অক্ষ্যাশ্চক্ষুঃ। কর্ণয়োঃ
শ্রোত্রম্‌। বাহুবোর্বলম্‌। উরুবোরোজঃ। অরিষ্টাবিশ্বাত্তঙ্গানি তনুঃ।
তন্নুবা মে সহ নমস্তে অস্তু মা হিংসীঃ। ১

মন্ত্যার্থ—[এখন ভোজনান্তে পরমেশ্বরের স্মরণমন্ত্রে ভোক্তার সর্বাত্মিক স্বস্থতা প্রতিপাদক মন্ত্র অমুভাবে বলিতেছেন।] হে পরমেশ্বর। আমি সরস অন্ন বাজনাদি ভোজন করায় আমার পঞ্চকর্মইন্দ্রিয় সবল হইয়াছে। ইহার পূর্বে তাহারা দুর্বল ছিল। তোমার কৃপায় আমি ভোজনে তৃপ্ত। তজ্জগত তোমাকে বারবার নমস্কার। এইরূপ প্রত্যহ মদীয় পরিবারবর্গের তৃপ্ত সাধন করিয়া সর্বাত্মিক পুষ্টিসাধন করত আমার সপরিবার আমাকে কষ্ট না দিয়া রক্ষা করিও। ভোজনান্তে অর্ধমহ এইমন্ত্র পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণগণ নিত্য পরমেশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবে।

ত্রিসপ্ততিতমোহনুবাকঃ

বয়ঃ সুপর্ণা উপসেন্দুরিন্দ্রং প্রিয়মেধা ঋষয়ো নাধমানাঃ।

অপঞ্চাস্তমূর্নুহি পৃথি চক্ষুর্মুখ্যাস্মাধিয়েহবন্ধান্‌। ১

মন্ত্যার্থ—[এইরূপে সমস্ত দেহের স্বাস্থ্য কথনান্তে পাপক্ষয় ও ধনপ্রাপ্তি-হেতু ইন্দ্র ও সপ্তর্ষিসম্পাদক মন্ত্র জপাশ্রুত বলিতেছেন—] একদা সপ্তর্ষি সর্বভূতের হিতকামনায় শোভনপক্ষ পক্ষিত্বলা ক্রতগমনে স্বচ্ছহৃদয় ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, হে ভগবন্‌, আপনি দিব্যবজ্রধারা আমাদের শরীর আচ্ছাদিত করুন, আমাদের দৃষ্টিপথে আনন্দদায়ক দৃশ্যাবলী রাখুন, এবং আমাদের পাপ এবং অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত করুন। সেইসঙ্গে প্রচুর ধনদান করুন। (এই মন্ত্রের বিশদব্যাখ্যাঋগ্বেদ ১০ মণ্ডক ৭৩-১১ ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২, ৫, ৮ দ্রষ্টব্য।)

চতুঃসপ্ততিতমোহনুবাকঃ

প্রাণানাং গন্তিরসি রুদ্রো মা বিশাস্তকঃ । তেনাম্নেনাপ্যায়স্ব । ১

মন্ত্রার্থ—হে রুদ্র, হে হৃদয়বর্তিন অহঙ্কার। তুমি বায়ুরূপ ও ইন্দ্রিয়রূপ প্রাণের গ্রন্থি অর্থাৎ পরস্পর অচ্ছেদ্য বন্ধনের হেতু। অতএব তুমি রুদ্রাভিমানী-দেবতারূপে দুঃখের বিনাশক হইয়া আমার শরীরে প্রবেশ কর। আমি যে-অন্নাদি ভোজন করিয়াছি তাহাতে যেন বর্ধিত ও সুপুষ্ট হই।

পঞ্চসপ্ততিতমোহনুবাকঃ

নমো রুদ্রায় বিষ্ণবে মৃত্যুর্মে পাহি । ১

মন্ত্রার্থ—[মৃত্যু ভয় নিবারণ মন্ত্র] হে কৈলাসপতি রুদ্র, তোমাকে বারংবার নমস্কার। বিষ্ণুপতি বিষ্ণুকে বারংবার নমস্কার। হে রুদ্র, হে বিষ্ণু! [অথবা, হে হরিহর এর মিলিতরূপ!] তোমাদের রূপায় যেন আমি মৃত্যুহীন হইতে পারি।

ষট্‌সপ্ততিতমোহনুবাকঃ

হমগ্নে দ্ব্যভিস্বমাশুশুক্ণিস্বমদ্রাস্বমশ্মানস্পরি । স্বং বনেভ্যস্ব-
মোষধীভ্যস্ব নৃণাং নৃপতে জায়সে শুচিঃ । ১

মন্ত্রার্থ—হে অগ্নে! সর্বোৎকৃষ্ট প্রভাস্কৃত হইয়া মৃত্যুকে নিবারণ কর এবং ভক্তবৃন্দের পাপসমূহ বিনাশ কর। জলের মধ্যে তুমি কারণরূপে বিরাজিত এবং মহামেক প্রভৃতি পাষাণের মধ্যেও বিরাজমান আছ। তুমি নন্দনাদি অরণ্যে ও সোমলতাদি ঔষধির মধ্যেও অস্তুর্নিহিত তেজঃ বা শক্তিরূপে বিরাজিত। হে যজমানরূপ মহত্ত্ববৃন্দের অধিপতি। তুমি যজমানদের অতীব পূজনীয়। বৈদিক ও লৌকিক কর্মে এবং শ্রুশানে সমস্ত পদার্থ ভোজন করিয়াও তুমি চির পবিত্র আছ। তুমি আমাকে মৃত্যু হইতে জ্ঞাপ কর।

সপ্তসপ্ততিতমোহম্বুবাকঃ

শিবেন মে সংতিষ্ঠস্ব শ্রোনেন মে সংতিষ্ঠস্ব সূভূতেন মে সংতিষ্ঠস্ব
যজ্ঞস্যধিমন্মু সংতিষ্ঠস্বোপ তে যজ্ঞ নম উপ তে নম উপ তে নমঃ । ১

মন্ত্ৰার্থ—[এইমন্ত্ৰে পরমাত্মার নিকট স্বকীয় অভিষ্টফল প্রার্থনা করা হইতেছে।]
হে যজ্ঞেশ্বর ভগবন্, পরমাত্মন্! তুমি আমার সর্বোপজ্জ্বলবোপশমনরূপ মঙ্গল
প্রদান করতঃ আমার গৃহে নিত্যবিরাজ কর। তোমার আগমনে আমি
যেন ঐহিক স্থখ লাভ করি। তুমি মহৎ ঐশ্বর্য্য দান করতঃ আমার সমীপে
আগত হও। তোমার ব্রহ্মতেজ যেন আমি প্রাপ্ত হই। তুমি গুণাতীত,
তোমার আগমনে আমিও তদ্রূপ হইব। তোমার প্রীতি সাধনার্থ আমি যে
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছি, তদনন্তর ফল লাভার্থ তুমি আমাসমীপে উপস্থিত
হইয়া অবিলম্বে চিন্তে সমাসীন হও।

অষ্টসপ্ততিতমোহম্বুবাকঃ

ওম্ স্বাহা ॥ ১ ॥ সত্যং পরং পরং সত্যং সত্যেন ন সুবর্গা-
ল্লোকাক্ষ্যবস্তে কদাচন সত্যং হি সত্যং তস্মাৎ সত্যে রমন্তে । তপ ইতি
তপো নানশনাৎ পরং যদ্ধি পরং তপস্তদুর্ধ্বং তদুর্দুর্ধ্বং তস্মাৎ তপসি
রমন্তে ॥ দম ইতি নিয়তং ব্রহ্মচারিণস্তস্মাদ্ দমে রমন্তে ॥ শম
ইত্যরণ্যে মুনয়স্তস্মাচ্ছমে রমন্তে । দানমিতি সর্বাণি ভূতানি প্রশংসন্তি
দানান্ নাতি ছুঙ্করং তস্মাদানে রমন্তে । ধর্ম ইতি ধর্মেণ সর্বমিদং পরি-
গৃহীতং ধর্মান্নাতিছুঙ্করং তস্মাদধর্মে রমন্তে । প্রজন ইতি ভূয়াং-
সস্তস্মাদ্ভূয়িষ্ঠাঃ প্রজায়ন্তে তস্মাদ্ভূয়িষ্ঠাঃ প্রজননে রমন্তে । অগ্নয় ইত্যাহ-
স্তস্মাদগ্নয় আধাতব্যাঃ । অগ্নিহোত্রমিত্যাহ তস্মাদগ্নিহোত্রে রমন্তে ।
যজ্ঞ ইতি যজ্ঞো হি দেবানাং যজ্ঞেন হি দেবাদিবং গতাস্তস্মাত্তজ্ঞে
রমন্তে ॥ মানসমিতি বিদ্বাস্তস্মাদ্বিদ্বাস এব মানসে রমন্তে । জ্ঞাস

ইতি ব্রহ্মা ব্রহ্মা হি পরঃ পরো হি ব্রহ্মা তানি বা এতান্ণবরাণি তপাংসি
 ত্বাস এবাত্যরেচয়ৎ । য এবং বেদেত্বাপনিষৎ ॥ ২ ॥ ২১ ॥

দীপিকা। ওম্ স্বাহেত্যোংকারেণ স্বহাস্তেন হোমঃ ॥ ১ ॥ সতমেব
 পরমুংকুটং যল্লোকে পরং তং সত্যমেব সত্যাদগ্নহংকুটং নাস্তীত্যর্থঃ । তত্র
 হেতুঃ সত্যেনেতি । স্বর্গাত্মন চাবস্তে তত্র সত্যং হেতুরিত্যর্থঃ । সত্যং হি
 সত্যং নাসত্যম্ । সত্যং তপো দমঃ শমো দানং ধর্মঃ প্রজ্ঞানময়গোহয়িহোজ্ঞঃ
 যজ্ঞো মানসং সন্ন্যাস ইতি দ্বাদশ নিয়মাঃ পরম সাধনানীত্যর্থঃ । তপ ইতি
 প্রশংসাস্তীত্যগ্রেতেনোদয়ঃ । এবং দমাদৌ । দুর্ধর্মম সহং দুর্দার্ষম্ অষ্টমশক্যম্ ।
 প্রজায়ন্তে প্রজামুৎপাদয়ন্তি । ত্বাস ইতি ব্রহ্মা প্রশংসতি । তদেব পরং
 সাধনমিত্যাহ ব্রহ্মা হি পর ইতি । দার্ঢ্যার্থং পরোহি ব্রহ্মেতি পুরক্কতিঃ । তেন
 তন্মতমেব শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ । তদেবাহ তানীতি । অত্যরেচয়দতিশয়ং গতঃ ।
 য এবং বেদ তন্ত্রাপোং ফলং ব্রহ্মব্যমিত্বাপনিষদ্রহশ্চম্ ॥ ২ ॥ ২১ ॥

মন্ত্যার্থ—(ভোজনপ্রকরণ ও কর্মপ্রকরণ সমাপ্ত হইয়াছে। ইদানীং সকল
 কর্মময় সংসারের কারণীভূত অবিদ্যানাশের নিমিত্ত সংসার প্রকরণ আরম্ভ
 হইতেছে। জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক মহাপাতকের ধ্বংস হইলে চিত্ত বিশুদ্ধ
 হয়। বিশুদ্ধ চিত্ত সাধক জ্ঞানোৎপত্তির যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়। তখন জ্ঞান-
 লাভে সমর্থ পুরুষের পক্ষে যাবতীয় জ্ঞানসাধন অপেক্ষণীয়। তন্মধ্যে সন্ন্যাসই
 সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সন্ন্যাসীর অবশ্য করণীয় সত্য প্রভৃতি একাদশ উৎকৃষ্ট
 সাধন অবিদ্যার প্রতিপক্ষরূপে উক্ত হইবে। তন্মধ্যে প্রথম সাধন বলিতেছেন।)
 যে বস্তু প্রমাণদ্বারা দৃষ্ট হয়, তাহার যথার্থ কখনকে সত্য বলে। সেই সত্য
 সমস্ত সাধনের মধ্যে উৎকৃষ্ট। আদ্বৈতাতিশয় প্রকাশনার্থ পুনরায় ‘পরং সত্যং’
 বলা হইয়াছে। অথবা ‘পরং সত্যম্’ একটা দৃষ্টান্ত। যেমন ব্রহ্ম ত্রিকালে
 অবাধিত, তদ্রূপ সত্য বচনও ব্যবহারিক সত্য। যিনি যাবজ্জীবন সত্যবাক্য
 প্রয়োগ করেন, তিনি কখনও স্বর্গলোক হইতে প্রচ্যুত হন না। মিথ্যাবাদি-
 গণ কোনও পুণ্যবলে স্বর্গ প্রাপ্ত হইলেও মিথ্যাকথন হেতু স্বর্গ-ভ্রষ্ট হয়।

যেহেতু সত্যভাষণ সাধুগণের কার্য্য, তাহা পরম মোক্ষ সাধন। তাই মোক্ষকামীগণ সত্যের মধ্যেই দিব্যানন্দাভ্যাসকান করেন। (একটী মত কথনাস্তে দ্বিতীয় মত বলিতেছেন।) তপশ্চা উৎকৃষ্ট মুক্তি সাধন, ইহা কাহারও মত। যত্বপি তীর্থযাত্রা, জপ, হোমপ্রভৃতি বহু তপশ্চা বিহিত, তথাপি তৎ সমুদয়ের মধ্যে উপবাস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপশ্চা নাই। উপবাসরূপ কৃচ্ছ্রাশ্রায়াণাদি কঠোর তপশ্চা সহ্য করিতে পারিলেও তাহা সর্বপ্রাণীরপক্ষে সুসাধ্য নহে। অতএব মুমুক্শুগণ কৃচ্ছ্রাশ্রায়াণাদি তপশ্চায়া নিরত থাকেন।

(তৃতীয় মত বলিতেছেন।) নিষিদ্ধ বাহ্য বিষয়সমূহ হইতে বাক্-চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের নিবৃত্তিকে দম্য বলে। উহা মোক্ষের কারণ। তাই নিষ্ঠাবন ব্রহ্মচারিগণ বিচার করিয়া সর্বদা দম্য অভ্যাসে নিযুক্ত থাকেন।

(চতুর্থ মত বলিতেছেন।) অস্তঃকরণের ক্রোধাদিদোষরাহিত্যের নাম শম্য। উৎকৃষ্ট শম্য মুক্তির কারণ। অরণ্যবাসী মুনিগণ এইরূপ মনে করেন। তজ্জগতীহারা শম্যভ্যাসে মনোনিবেশ করেন।

(পঞ্চম মত বলিতেছেন।) স্বকীয় গো, ভূমী, হিরণ্যাদি দ্রব্য শাস্ত্রীয় বিধানে স্ব স্বত্বপরিভাগ পূর্বক পরস্বত্বোৎপত্তির নাম দান। সেই উত্তম দান মুক্তির কারণ। ইহা সর্বজন কতৃক প্রশংসিত। নিঃস্বার্থ দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপশ্চা আর নাই। ইহার কারণ, লোক ধন রক্ষার্থ নিজ প্রাণ পরিভাগ করে। অতএব মুমুক্শুগণ গাভী, ভূমি ও স্তবর্ণাদি দ্রব্য দানে নিরত থাকিবে।

(ষষ্ঠ মত বলিতেছেন।) স্মৃতি-পুরাণাদি প্রতিপাদ্য বাপী, কূপ, তড়াগাদি নির্মাণরূপ ধর্ম এখানে অভিপ্রেত, সেই উত্তম ধর্ম মোক্ষ হেতু। ইহা অমাত্যগণপরিবৃত্ত প্রভুগণ মনে করিয়া থাকেন। ধর্ম দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিগৃহীত, কারণ মাছুষ, পশু প্রভৃতি সর্বপ্রাণী জ্ঞান ও পানাদির দ্বারা তৃপ্তিলাভ করে। ধর্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছু নাই। অতএব প্রভুগণ ধর্মায়ুষ্ঠানে রত থাকেন।

(সপ্তম মত বলিতেছেন।) অপত্যোৎপাদনের নাম প্রজন। উহাই

গৃহস্থের পক্ষে উত্তম সাধন। ইহা বহু প্রাণী মনে করিয়া থাকে। ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান, মূর্খাদি সকলেই সন্তানোৎপত্তির জন্য প্রযত্ন করিয়া থাকে। তজ্জন্ম এক একটি পুরুষের বহু সন্তান জন্মিয়া থাকে। অতএব অধিকাংশ প্রাণী সন্তানোৎপাদনে যত্নবান্ হইয়া থাকে।

(অষ্টম মত বলিতেছেন।) গার্হপত্যাদি উৎকৃষ্ট অগ্নিসমূহ মুক্তির কারণ। ইহা কোন বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ বলেন। অতএব অগ্ন্যাধান গৃহস্থগণের পক্ষে করা অবশ্য কর্তব্য।

(নবম মত বলিতেছেন।) দর্শপূর্ণমাস ও জ্যোতিষ্টোমাদি অগ্ন্যাধানকে যজ্ঞ বলে। এই যজ্ঞ উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইলে মোক্ষলাভ হয়। ইহা অগ্নি বেদার্থবিদগণ বলিয়া থাকেন। ইহার কারণ, দেবগণ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব এখনও কোন বেদজ্ঞ পূর্বোক্তযজ্ঞে নিরত থাকেন।

(দশম মত বলিতেছেন।) যে সকল অগ্নির আধান করা হইয়াছে, তৎসমুদয় অগ্নিতে সাযং ও প্রাতঃকালে অনুষ্ঠেয় হোমকে অগ্নিহোত্র বলে। উত্তমরূপে অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে মুক্তিলাভ হয়। ইহা কোন কোন বেদার্থ-বিৎ বলিয়া থাকেন। অতএব কেহ কেহ অগ্নিহোত্র যজ্ঞে নিযুক্ত থাকেন।

(একাদশ মত বলিতেছেন।) মনঃ দ্বারা নিম্পাদ্য উপাসনার নাম মানস। সেই উত্তম মানসউপাসনা দ্বারা মুক্তি লাভ হয়। ইহা সপ্তগ্ন ব্রহ্মোপাসকগণ বলিয়া থাকেন।

অতএব বেদজ্ঞ ও উপাসনাতাৎপর্য্যবিদগণ মানস উপাসনায় নিযুক্ত থাকেন।

(দ্বাদশমত বলিতেছেন।) পূর্বকাণ্ডে যে সমস্ত অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে আকণি, জাবাল প্রভৃতি উপনিষদুক্ত বিধানে পরিত্যাগের নাম সন্ন্যাস। তাহা উত্তমরূপে সাধিত হইলে মোক্ষলাভ হয়। ইহা হিরণ্যগৰ্ভ মনে করেন। হিরণ্যগৰ্ভ পরমাত্মস্বরূপ, পূর্বমতানুসারে

জীবরূপ নহে। যদিও হিরণ্যগৰ্ভ দেহধারী, তথাপি, পরমাত্মাই হিরণ্য-গৰ্ভ। ইহার কারণ, পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রথমে হিরণ্যগৰ্ভকে বেদজ্ঞান দিয়াছিলেন। সুতরাং পরমেশ্বরের সদৃশ তাঁহার বেদজ্ঞান থাকায় তাঁহাকে তৎস্বরূপ বলা অনচিত্র নহে। পূর্বোক্ত সত্যাদি মানসাস্ত্র যে সকল তপশ্চা কথিত হইল, তৎসমস্ত সন্ন্যাস অপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং সন্ন্যাস বা প্রব্রজ্যা সর্বোত্তম। একমাত্র বৈদিক সন্ন্যাসই সমস্ত সাধনকে অতিক্রম করিয়াছে। অতএব সন্ন্যাসই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন।

(উক্ত উত্তম সাধনের উপসংহার করিতেছেন।) যে পুরুষ এইরূপে অগ্নাত্ম সাধন অপেক্ষা সন্ন্যাসের উৎকৃষ্টত্ব জানেন, তাঁহার পক্ষে ইহা রহস্য বিদ্যা।
অষ্টসপ্ততিতমোহনুবাকের মন্ত্যার্থ সমাপ্ত।

একোনশীতিতমোহনুবাকঃ

(১) প্রাজাপত্যো হারুণিঃ স্যপর্ণেয়ঃ প্রজাপতিং পিতরমুপসসার কিং ভগবন্তুঃ পরমং বদন্তীতি তস্মৈ প্রোবাচ। সত্যেন বায়ুরাবাতি সত্যেনা-
দিত্যো রোচতে দিবি সত্যং বাচঃ প্রতিষ্ঠা সত্যে সর্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাৎ
সত্যং পরমং বদন্তি। তপসা দেবা দেবতামগ্র আয়নস্তপসাস্বয়য় সুবরধ-
বিন্দনস্তপসা সপত্নান্ প্রণদামারাতীস্তপসি সর্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাৎ তপঃ
পরমং বদন্তি। দমেন দাস্তাঃ কিম্বিষমবধ্যস্তি দমেন ব্রহ্মচারিণঃ সুবর-
গচ্ছন্দমো ভূতানাং ছুরাধ্বং দমে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ তস্মাদ্ভমঃ পরমং
বদন্তি। শমেন শাস্তাঃ শিবমাচরন্তি শমেন নাকং মুনয়োহষবিন্দন্তমো
ভূতানাং ছুরাধ্বং শমেসর্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাচ্ছমঃ পরমম্ বদন্তি। দানং
যজ্ঞানাং বরুথং দক্ষিণা লোকে দাতারং সর্বভূতান্নাপজীবন্তি দানেনা-
রাতীরপান্নদন্ত দানেন দ্বিষন্তো মিত্রা ভবন্তি দানে সর্বং প্রতিষ্ঠিতং
তস্মাদ্ভানং পরমম্ বদন্তি। ধর্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা লোকে

ধর্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পস্তি ধর্মেণ পাপমপমুদতি ধর্মে সর্বং প্রতিষ্ঠিতং
তস্মাদ্ধর্মং পরমম্ বদস্তি । প্রজ্ঞনং বৈ প্রতিষ্ঠা লোকে সাধুপ্রজায়া-
স্তন্তুং তদ্বানঃ পিতৃণামনুগো ভবতি তদেব তস্মানুগং তস্মাৎ প্রজ্ঞনং
পরমম্ বদস্তি । অগ্নয়ো বৈ ত্রয়ী বিত্তা দেবযানঃ পশ্বা গার্হপত্য ঋক্
পৃথিবী রথস্তুরমম্বাহার্ষপচনঃ যজুরস্তুরিষ্কং বামদেব্যামাহবনীয়ঃ সাম
সুবর্ণো লোকোবহৎ তস্মাদগ্নীন্ পরমম্ বদস্তি । অগ্নিহোত্রং সায়াং
প্রাতর্গৃহাণাং নিকৃতিঃ স্থিষ্টং সূক্তং যজ্ঞক্রতুনাং প্রায়ণং স্তবর্গস্য লোকস্য
জ্যোতিস্তস্মাদগ্নিহোত্রং পরমম্ বদস্তি ॥ ১ ॥

দীপিকা। ইমমেবার্থমাখ্যায়িকয়াহ প্রাজাপত্য ইতি । প্রজাপত্যেগো-
ত্রাপত্যম্ । অকুণঃপিতা স্পর্শা মতা । আদিত্যো বোচতে দ্বিবীত্যেকং
বাকাং সত্যং বাচঃ প্রতিষ্ঠেতাপরম্ ॥ দেবতাং দেবতাবম্ । তপস ঋষয় ইত্যত্র
“ঋতাকঃ” (পাণিনী ৬.১.১২৮) ইতি প্রকৃতি ভাবো ব্রূষ্যৎ । স্ববরষবিন্দন্
স্বঃ স্বর্গং প্রাপ্তাঃ । সপত্নাং প্রপুত্ৰাম নিরাকুর্মঃ । অরাতীরাতিরহিতানদাতৃন্ ॥
শিবং বিহিতম্ । শমঃ পরমং শান্তিঃ পরমসাধনমিতি বদস্তি ধামিকা ইত্যর্থঃ ॥
বক্রথং মুখ্যাবয়বো দক্ষিণা সা মিত্রা মিত্রাণি “শোশুদসি বহুলমিতি” শেলুক্
(পাণিনী ৬.১.১০) ॥ বিশ্বস্ত সর্বস্ত । প্রজ্ঞনং প্রজ্ঞোৎপাদনং প্রতিষ্ঠা
বংশহস্তান্দম্ । সাধু প্রজাবাহুক্রমাতৃতঃ হুশীলাপত্যবান্ । তন্তুং তদ্বানঃ
সন্তানং বিস্তারয়ন্তদেব সন্তানোৎপাদনমোবানুগমানুগাম্ । অগ্নীনামুক্ত আধাত-
ব্যভে হেতুমাহ অগ্নয়ো বা ইতি । দেবযানঃ পশ্বাস্তং প্রাপকত্বাৎ । তদুক্তম্ ।
“অগ্নিজ্যোতিরহঃশুক্” ইত্যাদিকোহগ্নিঃ (গীতা ৮.২৪) । কা বিত্তেত্যপেক্ষায়া-
মাহ গার্হপত্যমুগিত্যাদিলিঙ্গব্যত্যয়ঃ । অম্বাহার্ষপচনো দক্ষিণাঃ । বৃহস্বহৎ-
সাম । ইয়উপাসনাগ্নিহোত্রাদন্যোত্য পৃথগুৎপাদনম্ । পরমং শ্রেষ্ঠ সাধনং ।
অগ্নিহোত্রমিতি । সায়াস্ত্রাতঃসূক্তমগ্নিহোত্রং স্থিষ্টং সমাগিষ্টং কৃতং সদগৃহানাং
নিকৃতিগৃহপ্রযুক্তপাপস্ত নিস্তরণোপায়ঃ । কিঞ্চ যজ্ঞানামসোমকানাং ক্রতুনাং

সসৌমজ্ঞানাং চ প্রায়ণং প্রকৃষ্টময়নমুণ্যোহগ্নিহোজং বিনা তদনধিকার্যং ।
স্বৰ্গস্ত স্বৰ্গস্ত লোকস্ত জ্যোতির্মার্গ প্রদর্শকম্ ॥ ১ ॥

(২) যজ্ঞ ইতি যজ্ঞো হি দেবানাং যজ্ঞেন হি দেবা দিবং গতা
যজ্ঞেনাসুরানপানুদন্ত। যজ্ঞেন হি দ্বিষন্তো মিত্রা ভবন্তি যজ্ঞে সৰ্বং
প্রতিষ্ঠিতং তস্মাত্তজ্ঞং পরমং বদন্তি । মানসং বৈ প্রাজাপত্যং পবিত্রং
মানসেন মনসা সাধু পশুতি মনসা ঋষয়ঃ প্রজা অসৃজন্ত মানসে সৰ্বং
প্রতিষ্ঠিতং তস্মান্ মানসং পরমং বদন্তি । জ্ঞাস ইত্যাহর্মণীষিণো
ব্রহ্মাণম্ । ব্রহ্মা বিশ্বঃ কতমঃ স্বয়ম্ভুঃ প্রজাপতিঃ সংবৎসর ইতি ।
সংবৎসরোহসাবাদিত্যো য এষ আদিত্যে পুরুষঃ স পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাঙ্গা ।
যাভিরাদিত্যস্তপতি রশ্মিভিস্তাভিঃ পর্জন্তো বর্ষতি পর্যন্তেনৌষধি-
বনস্পত্যয়ঃ প্রজায়ন্ত ঔষধিবনস্পতিভিরন্নং ভবত্যন্নেন প্রাণাঃ প্রাণৈর্বলং
বলেন তপস্তপসা ব্রহ্মা ব্রহ্ময়া মেধা মেধয়া মনীষা মনীষয়া মনো মনসা
শাস্তিঃ শাস্ত্যা চিন্তং চিন্তেন স্মৃতিঃ স্মৃত্যা স্মারং স্মারেণ বিজ্ঞানং বিজ্ঞানে-
নাত্মানং বেদয়তি । তস্মাদন্নং দদন্ সৰ্বাণ্যেতানি দদাত্যন্নাপ্রাণ ভবন্তি
ভূতানাং প্রাণৈর্মনো মনসশ্চ বিজ্ঞানং বিজ্ঞানাদানন্দো ব্রহ্ময়োনিঃ ।
স বা এষ পুরুষঃ পঞ্চধা পঞ্চাঙ্গা যেন সৰ্বমিদং প্রোত্য পৃথিবী চাস্তুরিক্ণং
চ জ্যোচ্চ দিশশ্চাবাস্তুরদিশশ্চ স বৈ সৰ্বমিদং জগৎ ॥ ১ ॥

দীপিকা। যজ্ঞ ইতি। প্রশংসনীয়ভাষ্যঃ। যজ্ঞো হি দেবানাং দেবস্বামিক
ইত্যর্থঃ। কৃত ইত্যত আহ যজ্ঞেন ইতি। প্রাজাপত্যং প্রজাপতির্দেবতাস্ত
তৎ পবিত্রং সৎ প্রশংসন্তি। তত্র হেতুর্মানসেনেতি। মন এব মানসং প্রজাদিষ্টাৎ
স্বার্থেহন। তেন তস্ত ব্যাখ্যানং মনসেতি। জ্ঞাসঃ সন্মাস এব শ্রেষ্ঠতম
ইত্যাহর্মণীষিণো ব্রহ্মাণং প্রেতি। ব্রহ্মা বিশ্বঃসর্বঃ কতম ইতি ব্রহ্মণস্বজ্ঞানে-
কার্থত্বাপ্রশ্নঃ। স্বয়ম্ভুঃ প্রজাপতিঃ সংবৎসর ইতি যঃ সংবৎসরঃ স স্বয়ম্ভুঃ

প্রজাপতিঃ। সংবৎসর ক ইত্যত আহ সংবৎসরোহিসাবাদিত্যো মণ্ডলাত্মা। য এষ আদিত্যে পুরুষো বর্ততে স পরমে তিষ্ঠতীতি পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাত্মা। ইদং কতম ইত্যন্তোত্তরম্। যাতীরাশিভিরাদিত্যন্তপতি তাভিঃ পৰ্বত্তো মেঘো বৰ্ধতি। শ্রদ্ধাদীনামুত্তরোত্তরাবস্থা মেধাদয়ঃ। স্মারং স্মৃতিকর্ম। ব্রহ্মযোনিব্রহ্মোদ্বঃ। পঞ্চা পঞ্চেন্দ্রিয়ভেদেন পঞ্চাত্মা পঞ্চভূতাত্মা। প্রীতং ব্যাপ্তম্। সবৈঃ পুরুষৈঃ সর্বং জগৎপ্রত্যেকং ব্যাপ্তম্ ॥ ১ ॥

(৩) সভূতং স চ ভবাং জিজ্ঞাসাসক্তিপূরিভং জারয়িষ্ঠাঃ। শ্রদ্ধা-
সত্যো মহাস্বাস্তমসোপরিষ্ঠাত্ জ্ঞাত্বা তমেবং মনসা হৃদা চ ভূয়ো ন
মৃত্যুশূপয়াহি বিদ্বান্। তস্মান্নাসমেবাং তপসামতিরিক্তমাজ্জঃ ॥ ১ ॥
বহুরথো বিভূরসি প্রাণে হমসি সন্ধাতা ব্রহ্মান্ হমসি বিশ্বস্মৃক্
তেজোদাস্তমশ্রুয়ৈরসিবর্চোদাস্তমসি সূর্যশ্চ দ্যাম্লোদাস্তমসি চন্দ্রমসঃ।
উপযাম গৃহীতোহসি। ব্রহ্মণে হা মহসে ওমিত্যাশ্রানং যুঞ্জীত।
এতদ্বৈ মহোপনিষদং দেবানাং গুহ্যম্। য এবং বেদ ব্রহ্মণো মহিমান-
মাপ্নোতি তস্মাদ্ ব্রহ্মণো মহিমানমিত্যপনিষৎ ॥ ২ ॥

দীপিকা। উপদেশ দ্বারা ত্বাসন্তোৎকর্ষমাহ সভূতমিতি। ভূতভব্যাত্মাং
সহিতং পুরুষং জিজ্ঞাস জাতুমিচ্ছ। আসক্তিপূরিভং জারয়িষ্ঠাঃ। আসক্ত্যা
আসংগেন পূরিভং বহলীকৃতং জারয়িষ্ঠা জীর্ণং কৃথাঃ। সজং ত্যক্ত্বা সংসারং
তনুকক। শ্রদ্ধাসত্যঃ শ্রদ্ধা চ সত্যং চ তেহস্ত স্তঃ শ্রদ্ধাসত্যঃ। মহাবানমহোহ-
তান্তি তপসা কায়ক্লেশসাধোন। উপরিষ্ঠা মোকোপরিবর্তমানং তমাশ্রানমেবমুক্ত-
প্রকারেণ জাতা সাক্ষাৎকৃত্য। কেন। মনসা হৃদা চ বুদ্ধিচিন্তাভ্যাং সাক্ষাৎকৃত্য
ভূয়ো বৃত্ত্যাং নোপয়াহি বিদ্বাৎজ্ঞানশীতি প্রজাপতেব্রাহ্মণি প্রত্যাশংসংহারঃ।
তস্মাৎ কারণান্নাসং সন্ন্যাসমেবৈবাং দ্বাদশানাং তপসাং মধ্যেহতিরিক্তমধিক-
মাহবুদ্ধা ইতিশ্রুতবচঃ ॥ ১ ॥

নারায়ণ স্তাবকং যজ্ঞান্তরমাহ বহুরথা ইতি। বহুর্নিবাসভূমিঃ। অতোহন-

শক্বে স্তব্যঃ। বিভূৰ্ভিবতি বিভূরসি। প্রাণে সন্ধাতা স্বমসি। ব্রহ্মন্ বিশ্বস্বক
স্বমসি। অগ্নেস্তুজো দদাতি তেজোদাস্বমসি। সূর্যাস্ত বচাসি দদাতি বরোদাস্তু-
মসি। চন্দ্রমস ইন্দ্রোহ্যস্মাসি দদাতি দ্যায়োদাঃ কাস্তিপ্রদাস্তুমসি। বয়ং স্বামু-
পয়াম প্রাপ্তুং প্রার্থয়ামহে। ধ্যানেন পুৰঃ পরিকল্প্যাহ গৃহীতোহসি নির্ধারিতোহসি।
ব্রহ্মণে ভা মহস ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীতেতি ব্রহ্মণে মহসে তেজসে তৎপ্রাপ্ত্যর্থং
স্বাং নারায়ণমাত্মানমোমিতি যুঞ্জীতোকাবেণৌপাস্ততয়া সম্বলীয়াৎ। এতন্ মহা-
নারায়ণীয়ং মহদুপনিষদং দেবানামপি শুভং গোপ্যম্। য উপাসক এবং
দেবানাং শুধ্যমিতি বেদ স ব্রহ্মণোমহিমানমূপাসকোহপি প্রাপ্নোতি। আদর্যমাহ
তস্মাদ্ ব্রহ্মণো মহিমানমিত্যাপ্নোতীত্যম্বংগ। ইতুপনিষদিতুপসংহারঃ ॥ ২ ॥

মন্তব্য—(১) প্রজাপতির ঔরসে স্থপর্ণানাগ্রীপত্নীর গর্ভজাত পুত্র আকুণি
স্বপিতা প্রজাপতির নিকট গমনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে প্রজাপতে,
ব্রহ্মজ মহর্ষিগণ মোক্ষসাধনসমূহের মধ্যে কোনটিকে পরম সাধন বলেন? এইরূপ
জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রজাপতি স্বপুত্র আকুণিকে উত্তরে বলিয়াছিলেন,—

সত্যের দ্বারাই বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, কারণ তিনি পূর্বজন্মে মনুষ্যশরীর
ধারণ পূর্বক কায়মনোবাক্যে সত্যপালন করিয়া ফলস্বরূপ বায়ুদেবতা হইয়া
অন্তরিক্ষে বিচরণ করিতেছেন, এই সূর্য্য পূর্বজন্মে নরদেহ ধারণ করিয়া সত্যের
অল্পটান পূর্বক দেবতারূপে দ্যুলোকে প্রকাশিত। এই সত্যকথন বাগিস্ত্রিয়ের
প্রতিষ্ঠা বা অয়ন স্থান। যদি বাগিস্ত্রিয়র দ্বারা মিথ্যা বাক্য উচ্চারিত হয়, তবে
লোকে তাহা স্বীকার করেন। সত্য বাক্যে সমস্তই প্রতিষ্ঠিত। সেইহেতু কোন
কোন মহর্ষি বলেন, সত্যকথন মোক্ষের উত্তম সাধন।

প্রজাপতির বাক্যশ্রবণে আকুণি সন্তুষ্ট না হওয়ার পিতা পুত্রকে দ্বিতীয়
সাধন বলিতেছেন। ইদানীং স্বর্গে অগ্নি ও ইন্দ্রাদি যে দেবগণ বিজ্ঞমান, তাঁহারা
পূর্ব জন্মে অন্নভোগরূপ কৃচ্ছ্রচাক্ষায়ণাদির তপস্তা করিয়া এখন দেবভাব
প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্তরূপে বশিষ্ঠাদি মুনিবৃন্দ পূর্বকৃত তপোবলে স্বর্গ লাভ
করিয়াছেন। এখন আমরা অভিচাররূপ তপস্তার দ্বারা মদীয় শঙ্কগণকে

দ্বীভূত করিব। অত্যাণ্ড সিদ্ধিসমূহও তপস্তায় প্রতিষ্ঠিত। ইহার অর্থ, তপোবলে সৰ্বসিদ্ধিলাভ হয়। উক্ত কারণে কোন কোন মহর্ষি বলেন, তপস্তাই মোক্ষলাভের উৎকৃষ্ট সাধন।

পূর্ববৎ তপস্তার মোক্ষ সাধনত্ব বিষয়ে আকুণ্ঠি অপরিভূট দেখিয়া প্রজাপতি তৃতীয় সাধন বলিতেছেন। বাহ্যেন্দ্রিয় দমনশীল সাধকগণ দম বা বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহের দ্বারা স্বীয় পাপ বিনাশ করেন। নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিগণ দম সাধন দ্বারা স্বর্গগামী হইয়াছেন। দম সৰ্বভূতের দুঃসহ সাধন। সৰ্ব ফল দমে প্রতিষ্ঠিত। সেই হেতু কেহ কেহ বলেন, দম মোক্ষলাভের পরম সাধন।

এখন চতুর্থ সাধন শম ব্যাখ্যা করিতেছেন। চিত্তগত ক্রোধাদিরহিত সাধকগণ অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ দ্বারা মঙ্গলময় পুরুষার্থের অনুষ্ঠান করেন ও শান্ত হন। নারদাদিমুনিবৃন্দ শম সাধনে স্বর্গপ্রাপ্ত হন। শম সৰ্বভূতের দুঃসহ সাধন এবং শমে সৰ্ব ফল প্রতিষ্ঠিত। সেই হেতু মহর্ষিগণ বলেন, শম মোক্ষলাভের পরম সাধন।

গো-স্ববর্ণাদি দান যজ্ঞের দক্ষিণা বলিয়া দান শ্রেষ্ঠ। লোকে বেদবিৎ এবং অজ্ঞব্যক্তি সকলেই দাতাকে আশ্রয়পূর্বক জীবন ধারণ করেন। রাজন্ত-বৃন্দ ধনদানে যুদ্ধাভিলাষী সৈন্যগণকে বিমুখ করেন। ধৈর্যকারী জনগণ ধনলাভে পরিতুষ্ট হইয়া মিত্র হয়। দানে সৰ্বফলস্বনিহিত। অতএব মহর্ষিগণ দানকে মুক্তিলাভের পরম সাধন বলেন।

ঐতি-স্মৃতি শাস্ত্রপ্রতিপাদিত বাপী-কূপ-তড়াগাদি নির্মাণরূপ ধৰ্ম্ম সমস্ত জগতের আশ্রয়। অতএব প্রজাগণ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মনির্ণয়ার্থ ধৰ্ম্মিষ্ঠ পুরুষের নিকট গমন করেন। তাঁহারা চাত্তায়নাদি প্রায়শ্চিত্তরূপ ধৰ্ম্মাহুষ্ঠানে পাপ মুক্ত হন। ধৰ্ম্ম সাধনে সৰ্বসিদ্ধি লাভ হয়। অতএব মহর্ষিগণ বলেন, ধৰ্ম্মই মোক্ষলাভের প্রকৃষ্ট সাধন।

পুত্র-প্রজননই প্রতিষ্ঠা, গৃহকৃত্যানির্বাহ ও বংশ রক্ষার উপায়। শাস্ত্রীয় ধৰ্ম্মানুসারে পুত্র-পৌত্রাদিরূপ প্রজাগণের বিস্তার সাধন পূর্বক মাছুষ বৃত্ত পিতা ও পিতামহগণের ঋণ শোধ করিয়া থাকেন। পুত্রাদি উৎপাদন

পিতৃঋণ ও মাতৃঋণাদি পরিশোধের একমাত্র কারণ। মহর্ষিগণ পুত্রাদি প্রজননকে সপ্তম মোক্ষসাধন বলেন।

অষ্টম সাধন বলিতেছি—। গার্হপত্য, দক্ষিণায়ি ও আহবনীয় অগ্নিত্রয় বেদত্রয় তুল্য। কারণ এই তিন অগ্নি বেদত্রেয় বিহিত এবং বেদোক্ত কর্ণের সাধন। সেই অগ্নিত্রয় দেবযান মার্গ অর্থাৎ জ্ঞানপূর্বক অগ্নিত্রয়ের উপাসনা করিলে দেবত্বপ্রাপক মার্গে গমন করা যায়। উল্লিখিত অগ্নিত্রয়ের মধ্যে গার্হপত্য অগ্নি ঋগ্বেদরূপ, পৃথিবীলোকরূপ এবং রথস্বরসামান্যক। দক্ষিণায়ি যজুর্বেদরূপ, অম্বাহার্যাপচন, অন্তরিক্সলোকরূপ ও বায়ুদেবাসামান্যক। আহবনীয় অগ্নি সামবেদরূপ, স্বর্গলোকরূপ ও বৃহৎসামান্যক। অতএব মহর্ষিগণ অগ্নিত্রয়কে মুক্তিলাভের পরম সাধন বলেন।

প্রজাপতি নবম সাধন বলিতেছেন—সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে অহুষ্ঠিত অগ্নিহোত্র গৃহস্থের নিত্যকর্মোদ্ভূত পাপরাশিনাশক। অগ্নিহোত্রের অভাব ঘটিলে ক্ষুধিত অগ্নি গৃহ দগ্ধ করে। অগ্নিহোত্র উৎকৃষ্ট যাগরূপ এবং উত্তম হোমরূপ। দেবতার উদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগকে যাগ বলে। অগ্নিতে সেই দ্রব্য প্রক্ষেপের নাম হোম। অপিচ, অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ ও ক্রতুসমূহের প্রারম্ভ। অগ্ন্যাধেয়, অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস, আগ্রয়ণ, চাতুর্মাস্য, নিরুচপশুবন্ধ ও সৌজামণী এই সপ্ত হবির্যজ্ঞ। ক্রতুশব্দ যুগযুক্ত সোমযাগসমূহে রুঢ়। অগ্নিষ্টোম, অভ্য-অগ্নিষ্টোম, উক্থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাজ, অষ্টোধ্যম এই সপ্ত সোমসংস্থা ক্রতু। সেই সমস্ত যজ্ঞ ও ক্রতুর আরম্ভক অগ্নিহোত্র। এইহেতু অগ্নিহোত্র স্বর্গলোকের প্রকাশক-রূপ আলোকস্তুত। তজ্জন্ত মহর্ষিগণ অগ্নিহোত্রকে মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া থাকেন।

(২) প্রজাপতি দশম সাধন বলিতেছেন—কেহ কেহ বলেন, যজ্ঞই উৎকৃষ্ট সাধন। দেবগণ পূর্ব জন্মে মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়া অহুষ্ঠিত যজ্ঞদ্বারা স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেবগণ যজ্ঞবলে অশ্বরবৃন্দকে বিনাশ করিয়াছেন। অপিচ

সৰ্ব্বাভীষ্টফল প্রাপ্তির উপায়ভূত জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞদ্বারা দেবকারি শক্তিগণও মিত্র হয়। যজ্ঞে সৰ্বফল প্রতিষ্ঠিত। অতএব মহর্ষিগণ যজ্ঞকে মুক্তিলাভের পরম সাধন বলেন।

প্রজাপতি একাদশ সাধন বলিতেছেন। পবিত্র মানস উপাসনা প্রজাপতি-প্রাপ্তির সাধন ও চিন্তাভ্রমের কারণ। সিদ্ধযোগী উপাসনারত অন্তঃকরণ দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও ব্যবহিত বস্তুসমূহ দেখিতে পান। একাগ্রচিন্তা বিশ্বামিত্রাদি ঋষিবৃন্দ সঙ্কল্পমাত্রে বহু প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন। সমস্তই মানস উপাসনায় প্রতিষ্ঠিত। অতএব মহর্ষিগণ মানস উপাসনাকে মুক্তিপ্রাপ্তির পরম সাধন বলেন।

প্রজাপতি আকণ্ডিকে ষাট সাধন বলিতেছেন। বুদ্ধিমান্ স্মৃতিশাস্ত্রকার মহর্ষিগণ মোক্ষলাভের পরম সাধন সন্ন্যাসকে হিরণ্যগৰ্ভরূপ বলেন।

সন্ন্যাসস্বরূপের স্ত্যাত্ব' সন্ন্যাসলভ্য হিরণ্যগৰ্ভ রূপের বর্ণনা করিতেছেন। হিরণ্যগৰ্ভ' সমস্ত জগৎ স্বরূপ, সূখতম, মাতাপিতা ব্যতীত স্বয়মুৎপন্ন এবং প্রজাপালক, সংবৎসররূপ কালাত্মক, এমনকি সর্ববস্তুরূপ, ইহা বুঝিয়া লইবে।

পুনঃ সন্ন্যাসস্বত্তির নিমিত্ত হিরণ্যগৰ্ভের অবয়বভূত সংবৎসরের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছেন। সংবৎসররূপ কাল সূর্য্যরূপ। যে পুরুষ আদিত্যমণ্ডলে বিবাজমান, তিনি হিরণ্যগৰ্ভ; ইহার কাদণ, আদিত্যমণ্ডলদ্বারা হিরণ্যগৰ্ভ প্রাপ্তি হয়। সেই হিরণ্যগৰ্ভ জগতের কারণ এবং সকলের আত্মা।

[এইরূপে সূর্য্যদ্বারা সংবৎসরকে প্রশংসা করিয়া সর্বকর্মের ব্যবহারের কারণ কথনান্তে সূর্য্যমণ্ডলদ্বারা সংবৎসরের প্রশংসা করিতেছেন।] সূর্য্য যে উষ্ণকিরণ জালদ্বারা প্রথর তাপ প্রদান করেন, সেই উষ্ণ রশ্মি সমূহদ্বারা পৃথিবীস্থ জল গ্রহনান্তে বর্ষণ করেন। সেই বৃষ্টিজলদ্বারা ব্রীহিআদি ওষধি-সমূহ ও অশ্বখাদি বনস্পতিসমূহ উৎপন্ন হয়। ওষধি ও বনস্পতির দ্বারা ভোজ্য অন্ন উৎপন্ন হয়। সেই অন্নদ্বারা প্রাণ পুষ্ট হয়। পুষ্ট প্রাণ দ্বারা

শরীরে বল বর্দ্ধিত হয়। উক্ত বলদ্বারা কৃচ্ছ্রচাত্মায়নাদিরূপ তর্পণ্তা সম্পাদিত হয়। তপোবলে চিত্ত শুদ্ধ হইলে তত্ত্বজ্ঞানে শ্রদ্ধা জন্মে। শ্রদ্ধা সাধনে চিত্ত সমাহিত হইলে ধারণাশক্তিরূপ মেধা জন্মে। মেধাদ্বারা বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। বুদ্ধিবলে সতত তত্ত্ববিষয়ক মনন আবির্ভূত হয়। তত্ত্বজ্ঞান উদ্ভিত হইলে তত্ত্ববিষয়ে মনন উৎপন্ন হয়। মনন অভ্যাসে চিত্ত ক্রোধাদিরহিত হইলে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। লোক তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা তত্ত্ববিষয়ে স্থিতি লাভ করে। সেই স্থিতিরদ্বারা সাধক বিজাতীয় প্রত্যয়বহিত বিশিষ্ট জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞানদ্বারা মানব সর্বদা পরমাত্মাকে অনুভব করিয়া থাকেন। যেহেতু অন্নই প্রাণবলাদি পরম্পরাক্রমে পরমাত্মা উপলব্ধির কারণ, অতএব যিনি এবংবিধ অন্নদান করেন, তিনি প্রাণাদি অনুভব পর্যাস্ত সমস্ত বস্তু দান করেন বলিতে হইবে। অন্ন হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়, প্রাণ হইতে মনঃ, মনঃ হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে পরমানন্দ সম্ভূত হয় এবং সেই পরমানন্দই জগৎ কারণ ব্রহ্ম। অথবা ‘ব্রহ্মযোনি’ একটি পদ। সেই আনন্দই বেদের কারণ। এই পক্ষে ব্রহ্মশব্দের অর্থ বেদ। গীতাতেও বেদ ব্রহ্মনামে কথিত।

পূর্বেোক্ত সন্ন্যাসের স্ততির নিমিত্ত সন্ন্যাস সাধনে প্রাপ্ত তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের প্রশংসা করিতেছেন।

‘যে পুরুষ সন্ন্যাসদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন, তিনি ভূত, ইন্দ্রিয়, প্রধান, জীবাত্মা ও পরমাত্মা—এই কয়েকটি আত্মস্বরূপে পঞ্চমা বিভক্ত হইয়া পঞ্চবিংশতি তত্ত্বরূপ ধারণ করেন। সূত্রে গ্রথিত মণিগণত্বা ব্রহ্মস্বরূপ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত আছে। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যলোক, পূর্বাদিদিব, নৈঋতাদি মধ্যাদিক—সমস্ত জগৎ পরমেশ্বররূপ। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম। ইহার অর্থ, এই দৃশ্য জগৎ নিশ্চয়ই ব্রহ্ম। তিনিই অতীত, ভবিষ্যৎ জগতের স্বরূপ।

(৩) এই ব্রহ্মপুরুষের স্বরূপ বেদান্তজ্ঞানদ্বারা নিশ্চিত হয়। তিনি সত্য দ্বারা জাত, অর্থাৎ পুরুষের স্বরূপ সত্যবলে উপলব্ধ হয়। তিনি শ্রদ্ধা, সত্য ও স্বয়ং-প্রকাশস্বরূপ। অতএব তিনি সংসার কারণ অজ্ঞান হস্তে বলিয়া তত্পরি বিদ্যমান

আছেন।

(উক্তরূপে সন্ন্যাস পূর্বক জ্ঞানযুক্ত পুরুষের প্রশংসা করিয়া প্রজ্ঞাপতি জ্ঞানরূপ ফল প্রদর্শন করিতেছেন।)

হে আকণে, তুমি আত্মাকে হৃদয়স্থ মন সহায়ে পূর্বোক্ত সন্ন্যাসরূপ সাধন বলে জানিয়া জ্ঞান লাভান্তে আবার মৃত্যু প্রাপ্ত হইও না। ইহার কারণ, জ্ঞানীর বর্তমান দেহপাত ঘটিলে পুনর্জন্ম হয় না। সুতরাং জ্ঞানীর মৃত্যুও নাই।

(উপসংহারে প্রজ্ঞাপতি প্রিয় পুত্রকে বিবিধ সন্ন্যাস কীর্তন করিতেছেন।)

যে হেতু সন্ন্যাসই মুক্তি লাভের অন্তরঙ্গ সাধন, সেইহেতু মনীষিবৃন্দ সত্য ও তপস্বাদির মধ্যে সন্ন্যাসকেই উৎকৃষ্ট সাধন বলেন।

(সন্ন্যাস গ্রহনান্তে প্রণব জপদ্বারা আত্মাতে সমাধি বিধানার্থ সেই সমাধিতে বিদ্ব পৰিহার নিমিত্ত সকলের কারণ কথনান্তে প্রথমে অন্তর্ধ্যামীর স্তুতি প্রদর্শন করিতেছেন।) হে অন্তর্ধ্যামিন্, তুমি অন্তঃপ্রহ করিয়া আমাদিগকে বস্তুত্বের উপদেশ প্রদান কর। তুমি হিরণ্যগত', বিরাট প্রভৃতি বিবিধরূপে বিরাজমান। তুমি প্রাণবায়ুর সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ স্থাপন কর। তুমি ব্রহ্মাণ্ডধারক বায়ুরূপে বিদ্যমান। তুমি ভূলোকবর্তী অগ্নিকে ও চন্দ্রকে প্রকাশ-রূপ ধন দান কর। তুমি সর্বযাগে সোমরূপে পরিণত হইয়া মৃন্ময়-দাক্ষয় পাত্রের দ্বারা গৃহীত হও। আমি জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মত্বের অভিব্যক্তির নিমিত্ত তোমার ভজনা করি।

(এইরূপে অন্তর্ধ্যামীর স্তব করিয়া বিদ্ববিহীন সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে সমাধি বিধান করিতেছেন।) ত্রিমাত্র ওঙ্কার উচ্চারণ পূর্বক যোগী বেদান্ত-প্রতিপত্তি আত্মাকে চিন্তে স্থাপন করিবেন।

(প্রজ্ঞাপতি সমাধির উপায়ভূত ওঙ্কারের প্রশংসা করিতেছেন।) এই প্রণব সমস্ত উপনিষদের প্রতিপত্তি। ইহা একাক্ষর ব্রহ্ম মন্ত্র। ইহা ইন্দ্রাদি দেবগণেরও গুহ্য বস্তু। ইহার কারণ, তাঁহারা শমদমাদির অধিকাররূপ সম্পদ

রহিত অযতিকে প্রণবের উপদেশ প্রদান করেন না।

(পূৰ্বোক্ত ওঙ্কার জপে প্রাপ্ত সমাধিজনিত তত্ত্বজ্ঞানের ফল প্রজ্ঞাপতি প্রদর্শন করিতেছেন।) যিনি সন্মাসগ্রহণপূর্বক প্রণব জপ দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বে চিন্তাসমাধান করিয়া বেদান্তপ্রতিপাদিত মহাবাক্যোক্তপ্রকারে ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত আছেন, সেই জ্ঞানী নিজে জীবত্বপ্রাপক পরিচ্ছিন্নতার ত্যাগান্তে দেশ, কাল ও নিমিত্ত পরিচ্ছেদরহিত ব্রহ্মের স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা জীবত্বকৃত ত্রাস্তি নিবৃত্ত হয়, ব্রহ্মত্বতার আবির্ভূত হয়, অনন্তর জীবমুক্ত হয়। জীবমুক্ত পুরুষের প্রায়ক ভোগ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে সম্পূর্ণরূপে অবিজ্ঞার নিবৃত্তি ঘটয়া থাকে, তখন অবিজ্ঞা ও তৎসংঘটন বাসনা তিরোহিত হওয়ায় পরব্রহ্মের মহত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিদেহকৈবল্য লাভ করেন।

(সন্মাসপূর্বক তত্ত্ববিজ্ঞার উপসংহার করিতেছেন।) অতীত গ্রন্থে যে বিদ্যা কথিত হইয়াছে, তাহা রহস্ত বিদ্যা।

অশীতিতমোহমুখ্যবাক্যঃ

তশ্চৈবং বিদুষো যজ্ঞশ্চাত্মা যজমানঃ শ্রদ্ধা পত্নী শরীরমিধ্মমুরো বেদিলোমানি বর্হিবৈদঃ শিখা হৃদয়ং যুগং কাম আজ্যং মন্থ্যঃ পশুস্ত-
পোহগ্নিদমঃ শময়িতা দক্ষিণা বাক্কোতা প্রাণ উদগাতা। চক্ষুরধ্বষুর্মনো
ব্রহ্মা শ্রোত্রমগ্নীত্। যাবদ্ভ্রিয়তে সা দীক্ষা যদশ্চাতি তদ্ধবির্ঘত্ পিবতি
তদশ্চ সোমপানঃ যদ্রমতে তদ্বপসদো যৎ সঙ্করত্বাপবিশত্ব্যভিষ্ঠতে চ স
প্রবর্গ্যো যন্মুখং তদাহবনৌয়ো বা ব্যাহতি রাহুতির্ঘদস্য বিজ্ঞানং তজ্জু-
হোতি যৎ সাং প্রাতরস্তি তৎ সমিধঃ যৎ সায়ম্ প্রাতর্মধ্যান্দিনং চ তানি
সবনানি। যে অহোরাত্রে তে দর্শপূর্ণমাসৌ যে অর্দ্ধমাসাশ্চ মাসাশ্চ তে
চাতুর্মাস্যানি য ঋতবস্তে পশুবন্ধা যে সংবৎসরাশ্চ পরিবৎসরাশ্চ তেহর্গণাঃ

সর্ববেদসং বা এতৎ সত্রং যন্মরণং তদবভূথঃ । এতদ্বৈ জরামৰ্মমগ্নিহোত্রং
সত্রং য এবং বিদ্বান্নদগয়নে প্রমীয়তে দেবনামেব মহিমানং গন্ধাদিত্যস্য
সায়ুজ্যং গচ্ছত্যথ যো দক্ষিণ প্রমীয়তে পিতৃণামেব মহিমানং গন্ধা
চন্দ্রমসঃ সায়ুজ্যং গচ্ছতি । এতৈ বৈ সূর্য্যচন্দ্রমসোর্মহিমানৌ ব্রাহ্মণো
বিদ্বানভিজয়তি তস্মাদ্ ব্রাহ্মণো মহিমানমাপ্নোতি তস্মাদ্ ব্রাহ্মণো
মহিমান মাপ্নোতীত্যপনিষৎ ॥ ১ ॥

ইত্যার্থবর্ণীয়ে মহানারায়ণোপনিষৎ

দীপিকা। তত্রৈবং বিহুযো যজ্ঞস্ত পুরুষস্তাস্মা যজমানঃ স্বামিষ্যৎ ;
শ্রদ্ধা পত্নী জীষ্যৎ । শরীরমিয্যো দীর্ঘষ্যৎ । উরো বেদিস্ততুরশ্বষ্যৎ । লোমানি
বর্হির্দর্ভঃ প্রকৃৎস্তাম্য্যৎ । বেদো দর্ভর্মুষ্টিগ্রথিতঃ স শিক্ষা তদাকৃতিষ্যৎ ।
হৃদয়ং যুগং পশ্বধিষ্ঠানষ্যৎ । কাম আজ্যং স্নিগ্ধষ্যৎ । মন্থ্যঃ পশুর্বধ্যষ্যৎ ।
তপোহগ্নির্জলনাস্বকষ্যৎ । দমো বাহোল্লিয়নিগ্রহঃ শময়িতা শমিতা । দক্ষিণা
বাক্ প্রবীণা বাণী হোতোতশ্চষ্টষ্যৎ । প্রাণ উদ্যাতোদ্যোষকষ্যৎ । চক্ষুরধ্বযু-
র্মুখ্যষ্যৎ । মনোব্রহ্মা শষ্টষ্যৎ । শ্রোত্রমগ্নীতপরবাক্যগ্রহণপরষ্যৎ । যাবদ্ধি যতে
ধৈর্যমাত্মীয়তে সা দীক্ষা নিবৃত্তিস্তাম্য্যৎ । যদশ্রুতি । তদ্বিরাহতিস্তাম্য্যৎ ।
যৎ পিবতি তদন্ত সোমপানং পানসাম্য্যৎ । যদ্রমতে ক্রীড়তি তদ্রূপদ-
ইষ্টিবিশেষাশ্চেষ্টাসাম্য্যৎ । স প্রবর্গ্যঃ ক্রিয়াজয়ন্ত.....সত্ব্যৎ । মুখমাহবনীয়
আহতিগ্রাহকষ্যৎ । যাত্নাহতীরাহতী ইতি । যা আদ্যা আহতীরাহতয়ঃ ।
‘তদ্যন্তরুং প্রথমভাগচ্ছেন্তজ্জোমীয়ং’ (ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৫.১২.১) ইতি
ঋতাস্তবোক্তাঃ প্রথমগ্রাসান্তা অগ্নিহোত্রস্তাহতী জাতবো প্রধানত্ব সামান্য্যৎ ।
যদন্ত হবিষো বিজ্ঞানং বেদনং বসাস্বাদনং তজ্জুহোতি হোমান্তঃস্বস্যাম্য্যৎ ।
অস্তি ভোজন ভিন্নং তৎ সমিধোহগ্নিদীপকত্বসাম্য্যৎ । তানি সবনানি কাল-
সাম্য্যৎ । তে দর্শপূর্ণমাসৌ শৌর্য্যাকার্য্যসাম্য্যৎ । তে চাতুর্থাস্তানি মাসত্ব-
সাম্য্যৎ । তে পশু বন্ধা পশুবন্ধাণামৃতপ্রযুক্তষ্যৎ । তেহর্গণাঃ সত্রাণি বহুদিন-

সাধাত্তসাম্যং । সর্ববেদসং সর্বষদক্ষিণং বিদ্যাকর্ম বাসনাতিরিক্তস্ত সর্বস্তাপ্যন্তে
 ত্যাগাং । যন্ যরণং তদেবাবত্থঃ সমাপ্তি সাম্যং । জরামর্ষং জরামরণ
 পর্বস্তাবস্থায়ি । উদগয়ন উত্তরায়ণে । প্রমীয়তে মিয়তে । দেবানামর্চিরাদি-
 মার্গেণ । দক্ষিণ দক্ষিণায়নে ।

পিতৃণাং ধূমাদিমার্গেণ । যো বিদ্বান স এতৈ মার্গাবভিজয়তি তস্মাদভি-
 জয়ন্নহিমানং শ্বশ্রেয়সং প্রাপ্নোতি সম্বাসনাবশাং সদেব করোতি ততো
 জ্ঞানদ্বারা ক্রমেণ মুক্তিমাপ্নোতীত্যর্থঃ । তস্মাদিতি পুনরুক্তিঃ সমাপ্ত্যর্থা
 উপনিষদ্রহস্তজ্ঞানমিদম্ ॥ ১ ॥ নারায়ণ পরা বেদা দেবা নারায়ণাপ্রজাঃ ।
 নারায়ণ পরা লোকা নারায়ণ পরা মখাঃ । নারায়ণ পরা যোগা নারায়ণ পরং
 তপঃ । নারায়ণ পরং জ্ঞানং নারায়ণ পরা গতিঃ ॥

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজ্জীবিনা । অম্পষ্টপদ বাক্যানাং মহানারায়ণ-
 প্রভা ॥ ইতি মহানারায়ণোপনিষদ্বীপিকা ॥

মন্ত্যার্থ—(সন্ন্যাসই, প্রব্রজ্যাই ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন । তজ্জন্ম ব্রহ্ম-
 জিজ্ঞাসুর সন্ন্যাস বা প্রব্রজ্যা গ্রহণ যুক্তিসঙ্গত, বেদান্ত গৃহীত । তাঁহার পক্ষে
 কর্ম্মানুষ্ঠান উচিত নহে । তত্ত্বসাক্ষাৎকার নিম্পন্ন হইলে কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান
 কর্তব্য—এই আশঙ্কা উঠিতে পারে, তাহার নিরাশার্থ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের সর্ববিধ
 ব্যবহারের যাগরূপত্ব বলিতেছেন । কখনও যাগের যাগাধিকার শঙ্কা হইতে
 পারে না । অতএব বর্তমান অনুবাকে পূর্বভাগ দ্বারা যোগীর অবয়বসমূহ
 যজ্ঞের অঙ্গভূত দ্রব্যাকারে পঠিত ।) যে সন্ন্যাসী ব্রহ্মের মহিমা উপলব্ধি
 করিয়াছেন, এবং বিধ জীবনমুক্ত, স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের সম্বন্ধে যে যজ্ঞ বিহিত,
 তদীয় আত্মা যজ্ঞমানসদৃশ, তদীয় অন্তঃকরণের প্রজ্ঞা পরীক্ষানীয়; শরীর
 কাষ্ঠতুল্য, উরুঃ বা বক্ষ বেদি স্থানীয়, লোম বহির্বেদ, শিখা হৃদয়, যুগ কাম,
 যুতক্রোধ, পশু তপঃ, অগ্নি দম, সর্বেন্দ্রিয়োপশমকারী চিস্তাবৃত্তিবিশেষরূপ শয়য়িতা
 যজ্ঞের দক্ষিণা, বাগিল্লিয় হোতা, প্রাণ উদগাতা, চক্ষু অধ্বর্ঘ্য, মনঃ ব্রহ্মা,

শোভা অগ্নিৎ, উদগাতা উধ্বয়ু, ব্রহ্মা ও অগ্নিৎ—ইহারা ঋত্বিক্ ।

(অন্তিম অনুবাকের দ্বিতীয় ভাগে যোগীব্যবহারসমূহ যে জ্যোতিষ্টোম যাগের অবয়ব ক্রিয়াক্রম, তাহা প্রদর্শিত ।)

বিদ্যান ব্রহ্মজ্ঞ যাবৎকাল ভোজন না করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করেন, সেই যুতিকে দীক্ষানামক সংস্কার বলে । তিনি যাহা ভোজন করেন, তাহা হবিঃ । তিনি যাহা পান করেন, তাহা সোমপান । তিনি যাহা ক্রীড়া করেন, তাহা উপসদ । তিনি যে সঞ্চরণ করেন, উপবেশন করেন ও উখিত হন, তাহা প্রবর্গ্য । তাঁহার মুখ আহবনীয় ব্যাঙ্কতি, আহতি ও বিজ্ঞান হোম স্থানীয় । সায়াং কালে ও প্রাতঃকালে ভোজনই সমিধ্ । যে প্রাতঃ, মাধ্যম্নিন ও সায়াং স্নান, তাহা সনত্রয় ।

(বর্তমান অনুবাকে তৃতীয় ভাগে জীবন্ত মহাপুরুষ সম্বন্ধে কালবিশেষের নানাবিধ কালরূপতা কথিত ।)

যে প্রসিদ্ধ দিবা ও রাত্রি চলিতেছে, তাহা দর্শ ও পূর্ণমাসকালযোগস্থানীয় । যে অর্দ্ধমাস অর্থাৎ পক্ষ ও মাস, তাহারা চাতুর্মাশ্রয়যোগস্থানীয় । বড়ঋতু—পশুঋতু ; সংবৎসর, ইদাবৎসর, অম্ববৎসর ও ইদুবৎসর এই চতুষ্টয় দ্বিরাত্রাদি অহর্গণযোগ । যোগীর আয়ুঃ যতকাল থাকে, তৎকালপর্য্যন্ত এই সত্ত্বের অনুষ্ঠান কর্তব্য । তাঁহার মরণ অবতৃথ অর্থাৎ পূর্ণাহতি সদৃশঃ ।

(বর্তমান অনুবাকে চতুর্থভাগে উপাসীন যোগীর সর্বযজ্ঞাত্মক ক্রমযুক্তির ফল কথিত ।) জরামরণাবধি যোগীর যে আচরণ আছে, তাহা বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি ও সহস্র সংবৎসর সাধ্য সত্ত্বরূপ কর্মস্বরূপ । যে উপাসক ইহা জানেন, তিনি উত্তরায়ণে দেহত্যাগ করেন । তিনি ইন্দ্রাদি দেবগণের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন । তদন্তে তিনি স্ত্রীর্ষ্যের স্বরূপ অথবা সালোক্য লাভ করেন । যে যোগী দক্ষিণায়নে দেহত্যাগ করেন, তিনি অগ্নিহোত্রাদি পিতৃগণের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন । অনন্তর তিনি চক্ষের সায়ুজ্য ও সালোক্য লাভ করেন । ষ্ণে

ব্রাহ্মণ সূর্য্য ও চন্দ্রের মহিমা জ্ঞাত হন, তিনি হিরণ্যগর্ভের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। অনন্তর তিনি হিরণ্যগর্ভলোকে গমন পূর্বক হিরণ্যগর্ভের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন। তথায় জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তিনি পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তিনি ব্রহ্মের মহিমা প্রাপ্ত হন।

মহানারায়ণ উপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

দীপিকাকার নারায়ণ উক্ত দীপিকার শেষে নারায়ণের মহিমা সংক্ষেপে কীর্তনান্তে এই ভাবে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন। “ঈতি মাত্ৰোপজীবী নারায়ণ কর্তৃক এই উপনিষদের যন্তোক্ত অষ্ট পদ—বাক্য সমূহের দীপিকা মহানারায়ণ প্রভা রচিতা”। তিনি বলেন, “নারায়ণ শ্রেষ্ঠ-বেদ। নারায়ণ দেবোত্তম। নারায়ণ শ্রেষ্ঠ ধাম। নারায়ণ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। নারায়ণ উপাসনা পরম যোগ। নারায়ণ সাধন পরম তপস্তা। নারায়ণ লাভ করিলে পরম জ্ঞান হয়। নারায়ণ প্রাপ্তিই পরাগতি। নারায়ণ স্বয়ং পরম পুরুষ।”

সমাপ্ত

